★ শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ★

ভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীহরিদাসশাস্ত্রী

প্রকাশক ঃ-
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী গো সেবা সংস্থান
"শ্রীহরিদাস নিবাস", পুরাতন কালিয়দহ
বৃন্দাবন, জেলা-মথুরা ২৮১১২১

প্রথম সংস্করণ প্রকাশন তিথি-
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ বিনোবিহারী গোস্বামী
মহোদয়ের তিরোভাব তিথি।
পৌষ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া (ইং ১২/১২/১৯৮১)
গৌরাঙ্গাব্দ-৪৯৫

প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ-
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ হরিদাস শাস্ত্রী মহারাজের
তিরোভাব তিথি।
আশ্বিন শুক্লা দ্বিতীয়া (ইং ২৬/৯/২০১৪)

প্রকাশন সহায়তা **Rs. 80/-**

মুদ্রক-
শ্রীগদাধরগৌরহরি প্রেস
"শ্রীহরিদাস নিবাস" পুরাতন কালিয়দহ
বৃন্দাবন, জেলা-মথুরা ২৮১১২১
www.sriharidasniwas.org

★ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ ★

ভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীধামবৃন্দাবনবাস্তব্যেন ন্যায়বৈশেষিকশাস্ত্রি, নব্যন্যায়াচার্য্য,

কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, মীমাংসা, বেদান্ত,

তর্ক, তর্ক, তর্ক, বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ,

বিদ্যারত্নাদ্যুপাধ্যলঙ্কৃতেন

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রিণা

সম্পাদিতা।

সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশক :—

শ্রীহরিদাসশাস্ত্রী

শ্রীগদাধরগৌরহরি প্রেস,

শ্রীহরিদাস নিবাস, কালিয়দহ,

পোঃ—বৃন্দাবন, জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

❊ শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্ ❊

বিজ্ঞপ্তিঃ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের করুণায় "ভক্তিচন্দ্রিকা" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীসনাতনদাসকৃত শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা (১), শ্রীদেবকীনন্দনদাস কৃত শ্রীবৈষ্ণব শরণ (২), শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা (৩-২১), শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (২২-৩৫), শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা (৩৬-৬৮), শ্রীল সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য বিরচিত শ্রীচৈতন্যশতক (৬৯-৯৮), শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়) ৯৯-১০৪, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ (আদিলীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ) ১০৫-১১৪, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সপ্তশ্লোকী (১১৫-১১৭), চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবত (১১৮-১১৯), শ্রীশ্রীগোপী-গীত (১২০-১২৬), শ্রীশ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ স্তোত্র (১২৭-১৩২), শ্রীশ্রীকৃষ্ণকৃপাকটাক্ষ স্তোত্র (১৩৩-১৩৬), শ্রীরাধাস্তোত্র (১৩৬-১৩৮), শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র (১৩৯-১৪১), শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি (১৪১-১৪৮), শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী (১৪৯-সমাপ্ত পর্য্যন্ত)।

শ্রীহরিদাসশাস্ত্রী

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ

ভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥
জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥
মহিমায় গুরুকৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্যজ্ঞানে গুরু বাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সে নাহি হয় অবসন্ন॥
কৃষ্ণরুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবার পারে।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবার নারে॥
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি॥
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরু নিন্দা তথা না যাইবে॥

গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন ।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন ॥
গুরু পাদ পদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি ।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥
হেন গুরু পাদ পদ্ম করহ বন্দনা ।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥
গুরু পাদ পদ্ম নিত্য যে করে বন্দন ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ ॥
শ্রীগুরুচরণ পদ্ম হৃদে করি আশ ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস ॥
ইতি শ্রীল সনাতনদাস কৃত শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা সমাপ্তঃ ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব শরণ

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত ।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌরদেশে স্থিতি ।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ॥

যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ॥
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন।
তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি।
তমো বুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যম বন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্লভ হইয়া প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

ইতি শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব শরণ সমাপ্ত॥

—✱✱—

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব বন্দনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দে না জানিয়া।
নিন্দিনু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া॥

সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধিগ্রস্ত হৈনু।
মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈনু ॥
নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার।
পরিণামে কেন মোর না কৈল নিস্তার ॥
নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥
সেইকালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ পদ্মেতে ॥
পতিত পাবন অবতার নাম সে তোমার।
জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার ॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী ॥
প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হঞাছে তুমি তার পড়হ চরণে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাসের আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু ॥
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিল মোরে।
পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে ॥
বৈষ্ণব নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি ॥
প্রভু পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লসিত হিয়া ॥

বৈষ্ণব গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ।
নানাক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু ভ্রমণ॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব ভক্তের নাম মালা গ্রন্থন করিনু॥
ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা॥
এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন।
তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন॥
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে।
দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর মানুষ আদি করি।
ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁরে নমস্করি॥
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত মত।
বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত॥
পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে।
আভীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে॥
সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত।
ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য॥
যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সবারে বন্দিব সবে জগৎ দুর্লভ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্ব অবতার সর্ব্ব ভক্ত জনাশ্রয় ॥

—**—

আভীর রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেম ফাঁদ ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করি গুরু বৈষ্ণব চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন ছার হঙ শিশু অল্প মতি ॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব বন্দনা ॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু বৈষ্ণব প্রসাদে।
ক্রম ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে ॥
বন্দোঁ শচী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর ॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য ॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিত পাবন অবতার ধন্য ধন্য ॥

বন্দো লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই বন্দনা করিয়া॥
বন্দো পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত॥
দয়ার ঠাকুর বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁর হৈতে নাট্য গীত সভার আনন্দ॥
বসুধা জাহ্নবা বন্দো দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥
বীরভদ্র গোঁসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে॥
জাহ্নবার প্রিয় বন্দো রামাই গোঁসাঞি।
যে আনিল গৌরদেশে কানাই বলাই॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥
শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দিব যতনে।
অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে॥
গোঁসাঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দিব সাদরে।
জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে॥
গোঁসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দো একমনে।
যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে॥
নিত্যানন্দ সুতা বন্দো গঙ্গা ঠাকুরাণী।
ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানী॥

দয়ার ঠাকুর বন্দো যতেক বৈষ্ণব ।
যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধামাধব ॥

—※—

ভাটিয়ারী রাগ ।

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসি চূড়ামণি ।
এমন সুন্দর নাম কভু নাহি শুনি ॥
সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ।
বিষ্ণুভক্তি পথে যে প্রথম অবতরী ॥
আচার্য্য গোঁসাঞি বন্দো অদ্বৈত ঈশ্বর ।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর ॥
সীতা ঠাকুরাণী বন্দো হঞা এক মন ।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দো তাঁহার নন্দন ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্ত চূড়ামণি ।
যাঁর নাম লয়্যা প্রভু কাঁন্দিলা আপনি ॥
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত ।
নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন পূজিত ॥
ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী ।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী ॥
শ্রীরাম শ্রীপতি আর শ্রীনিধি তিনজন ।
ইহাদের পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ ॥
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে ।
আলবাটি প্রভু যাঁরে বলিলা আপনে ॥

হরিদাস ঠাকুর বন্দো জগৎ প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ান হরিনাম ॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দো জগৎ বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত ॥
বন্দিব মুরারী গুপ্ত ভক্তি শক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দো চন্দ্র সুশীতল।
আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল ॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দো মহিমা অপার।
গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যাঁর অধিকার ॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব ॥
বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধ ভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥
বন্দো মহা নিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
বন্দো শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ॥
বন্দো মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যিঁহ কহিলা সত্বর ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দো গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দো গুরু বিষ্ণুগঙ্গাদাস সুদর্শন ॥

বন্দো সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত খান মনোহর প্রেমনিধি ॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর ॥
নন্দন আচার্য্য বন্দো লেখক বিজয়।
বন্দো রামদাস কবি চন্দ্র মহাশয় ॥
বন্দো খোলাবেচা খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল ॥
বন্দো ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে ॥
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দো করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর ॥
বন্দিব ঈশান দাস কর যোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি ॥
বন্দো জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দো করিয়া বিনয় ॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দো করিয়া আনন্দ ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দো জগজনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী ॥
সনাতন মিশ্র বন্দো আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

আচার্য্য বনমালী বন্দো দ্বিজ কাশীনাথ।
প্রভুর বিবাহে যিঁহ ঘটক সাক্ষাৎ॥
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ সবার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥

সুহই রাগ

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণানিধি কভু নাহি আর॥

গোঁসাঞি ঈশ্বর পুরী বন্দো সাবধানে।
লোক শিক্ষা দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁর স্থানে॥
কেশব ভারতী বন্দো সান্দিপনী মুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসী গুরু করিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ॥
পরমানন্দপুরী বন্দো উদ্ধব স্বভাব।
দামোদরপুরী বন্দো সত্যভামার ভাব॥
নরসিংহ তীর্থ বন্দো পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দ পুরী বন্দো পুরী ব্রহ্মানন্দ॥
নৃসিংহ পুরী বন্দো সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দো করিয়া যতন।
বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন॥

ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দো বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দ পুরী বন্দো শ্রীরাঘব পুরী॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দো বিশ্বপরকাশ।
মহাপ্রভুর পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস॥
শ্রীকেশব পুরী বন্দো অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী শিষ্য নাম চিদানন্দ॥
শ্রীবংশীবদন বন্দো যুড়ি দুই কর।
যাঁরে বংশী অবতার কৈলা গদাধর॥
গৌরাঙ্গের প্রাণসম শ্রীবংশীবদন।
যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্য চরণ॥
বন্দো রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন ভূমি দোঁহে করিলা নির্ণয়॥
শ্রীজীব গোঁসাঞি বন্দো সবার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিলা ভক্তিতত্ত্ব॥
রঘুনাথ দাস বন্দো রাধাকুণ্ডবাসী।
রাঘব গোঁসাঞি বন্দো গোবর্দ্ধন বিলাসী॥
বন্দিব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন মাঝে।
সনাতন রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে॥
কাশীশ্বর গোঁসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরা মণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি॥

শুদ্ধ সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি॥
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব যতনে।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে॥
লোকনাথ গোঁসাঞি বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
দীনহীন লাগি যাঁর করুণা প্রচুর॥
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী।
প্রভুর চরণে যাঁর সুদৃঢ় ভকতি॥
মহা অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পানিহাটি গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥
পুরন্দর পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ॥
কাশীমিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।
প্রভু যারে লভিলা দুর্লভ জ্ঞানকরি॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির॥
বন্দিব সুগ্রীব শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥

সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে।
সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেম গুণে ॥
প্রেমময় তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গোরা পদদ্বন্দ্ব ॥
চৈতন্য দাস রাম দাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর ॥
বন্দিব মুকুন্দ দত্ত ভাবে শুদ্ধচিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত ॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি দাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ বিলাস ॥
মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবন মোহন ॥
সকল মহান্ত প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
নিতাই দিলেন যাঁরে সুমালা চন্দন ॥
প্রেম সুখময় বন্দোঁ কানাই ঠাকুর।
মহাপ্রভু দয়া যাঁরে করিলা প্রচুর ॥
রঘুনাথ দাস বন্দোঁ প্রেম সুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয় ॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ।
গৌর প্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র ॥

আকাই হাটের বন্দো কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর ॥
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে ॥
বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতি স্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভ্যঙ্গ স্বরদান ॥
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে ॥
ঠাকুর শ্রীরামদাস বন্দিব সাদরে।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহ বংশী করি ধরে ॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্ব ফুল জম্বীরের গাছে ॥
অভিরাম ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া যতন।
যাঁহার অদ্ভুত ভাব না যায় কথন ॥
পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে ॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম ॥
সর্ব্ব গুণহীন যে তাঁহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ।
ভুবন মোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥

গৌরিদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া॥
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ॥
যাঁর অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক সর্ব্বজ্ঞাতা হন শিশুকালে॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কানে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সবা বিদ্যমানে॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেম সুখ যাঁর কলেবর॥
কালাকৃষ্ণ দাস বন্দোঁ বড় ভক্তিকরি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণ তেজধারী॥
কমলাকর পিপলাই বন্দোঁ ভাব বিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী॥
রত্নাকর সুত বন্দো পুরুষোত্তম নাম॥
নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম॥
উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্ব তীর্থ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞিরে নিল উৎকল নগরী॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোঁসাঞির স্থান॥

বন্দিব সারঙ্গ দাস হঞা একমনে।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়নে॥
রুদ্রারি কবিরাজ বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য॥
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণ শালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী॥
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব॥
বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়ভুজ আকৃতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস।
অভিন্ন অচ্যুত বন্দোঁ আচার্য্য শ্যামদাস॥
দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস।
যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস॥
কানাই খুটীয়া বন্দোঁ বিশ্ব পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর॥
বন্দো উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত পণ্ডিত।
যাঁর গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥

বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দো মাহিতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরি ভট্ট বন্দো মাহিতী বলরাম।
বন্দো পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমাধব পণ্ডিত বন্দো বড় ভক্তি করি॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দো দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্ব্ব সুখময় বন্দো যদু কবিচন্দ্র॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দো আশ্চর্য্য লক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত বন্দো বড় শুদ্ধ মন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দো বিদিত সংসার।
বসুধা জাহ্নবা বন্দো কন্যা যাঁর॥
মুরারি চৈতন্য দাস বন্দো সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ সমানে॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দো সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ॥
শ্রীকংসারি সেন বন্দো সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বিশ্বকর্ম্মা অনুভব॥

সঙ্গীত রচক বন্দো বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস ॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দো বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দো নৃত্য বিনোদী ॥
নারায়ণী সুত বন্দো বৃন্দাবন দাস।
যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ ॥
বড় গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস ॥
পরমানন্দ অবধোত বন্দো একমনে।
সর্ব্বদা উন্মত্ত যিঁহ বাহ্য নাহি জানে ॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
জগন্নাথ মিশ্র বন্দো মধুর চরিত ॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দো তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দো পুরী রঘুনাথ ॥
বাসুদেব তীর্থ বন্দো আশ্রমী উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দো নির্ম্মল চরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব পণ্ডিত ॥
বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম।
প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥
মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ॥

গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস ।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্য দাস ॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দো করিয়া বিশ্বাস ।
বন্দো দিব্য লোচন শ্রীরামচন্দ্র দাস ॥
শ্রীশঙ্কর বন্দো বড় অকিঞ্চন রীতি ।
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥
প্রেমানন্দময় বন্দো আচার্য্য মাধব ।
ভক্তি বলে হৈলা গঙ্গা দেবীর বল্লভ ॥
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দো চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব ।
কহনে না যায় সবার অনন্ত বৈভব ॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা ।
হেন জন নাহি যে কহিতে পারে সীমা ॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি ।
বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥
সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠাকুর ।
শ্রবণ নয়ন মন বচনের দূর ॥
শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব চরণে ।
সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব বন্দনে ॥
বৈষ্ণব বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন ।
অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন ॥

প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা ॥
দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকী নন্দন দাস কহে এই লোভে ॥

ইতি শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দো মুঞি সাবধান মনে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হনে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি, যে-প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়॥
জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তিরসভূপ, যুগল-উজ্জ্বলরস তনু।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল দুঃখ শোক, প্রকট কল্পতরু জনু॥
প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজগ্রন্থে সুবেকত, লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাঁহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে, যুগল-মধুর-রসাশ্রয়॥
যুগল-কিশোর-প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম, হেন ধন প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এইধন, সে রতন মোর গলে হারা॥

ভাগবতশাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম, সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই, এই তত্ত্ব পরম ভজন॥
সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন্ন, নরোত্তম এইতত্ত্ব গাজে॥১

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিনোক্তম্—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্য-অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি, কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব অন্য দেবা, এ ভক্তি পরম কারণ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়মনে করিয়া সুসার॥

অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য-গীতা রাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ; প্রেমকথা রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্যদেবপূজক ধ্যানী,
এই লোক দূরে পরিহরি।
কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী॥
তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি;　　　মদমাৎসর্য্য পরিহরি,

সদা কর অনন্য ভজন ॥

কৃষ্ণভক্তসঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরী, শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন বন্দন ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান, এই ভক্তি পরম কারণ ॥

হৃষিকে গোবিন্দ-সেবা,　　　না পূজিব অন্যদেবা,

এই ত অনন্যভক্তি কথা।

আর যত উপালম্ব,　　　বিশেষ সকলি দম্ভ,

দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥

দেহে বৈসে রিপুগণ,　　　যতেক ইন্দ্রিয়গণ,

কেহো কার বাধ্য নাহি হয়।

শুনিলে না শুনে কাণ,　　　জানিলে না জানে প্রাণ,

দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয় ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ,　　　মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,

স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।

আনন্দ করি হৃদয়,　　　রিপু করি পরাজয়,

অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধু-সঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম, ভক্তিপথে সদা সেই ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে, যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ

ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিবে মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥

আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব, সিংহরবে যেন করিগণ ।
সকলি বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে, যাঁর হয় একান্ত ভজন ॥
না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সদা চিন্তা গোবিন্দ-চরণ ।
সকলি বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে, প্রেম-ভক্তি পরম কারণ ॥
অসৎসঙ্গ কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী, অন্য দেবে না করিহ রতি ।
আপন আপন স্থানে,পিরীতি সভাই টানে,ভক্তিপথে পড়য়ে বিপতি ॥
আপন ভজন-পথ, তাহে হব অনুরত, ইষ্টদেবস্থানে লীলাগান ।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই, হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥

দেবলোক পিতৃলোক, পায় তারা মহাসুখ,সাধু সাধু বোলে অনুক্ষণি ।
যুগল-ভজন যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা, ত্রিভুবন তাহার নিছনি ॥
পৃথক আবাসযোগে, দুঃখময় বিষয়ভোগ, ব্রজে বাস গোবিন্দ ভজন ।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম, ব্রজজন সঙ্গে অনুক্ষণ ॥
সদা সেবা—অভিলাষ, মনে করি বিশ্বাস, সর্ব্বথায় হইয়া নির্ভয় ।
নরোত্তমদাস বোলে, পড়িলুঁ অসৎ-ভোলে, পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥২॥
তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, মোরে প্রভু কর অবধান ।
পড়িলুঁ অসৎ-ভোলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে, ওহে নাথ কর পরিত্রাণ

যাবত জনম মোর, অপরাধে হইনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি, মুঞিসম নাহিক অধমা॥
পতিত পাবন নাম,ঘোষণা তোমার শ্যাম, উপেখিলে নাহি মোর গতি
যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি, সত্য সত্য যেন পতি সতী॥
তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা, শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ, সেবা দিয়া কর অনুচর॥
কামে মোর হতচিত, নাহি জানে নিজহিত,মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু, করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥
মো-সম পতিত নাই,ত্রিভুবনে দেখ চাই,"নরোত্তম-পাবন" নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার শ্যাম, নিজদাস কর গিরিধর॥

নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সংকীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন করোঁ অনুক্ষণে॥৩॥

আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাঙ তথা,তোমার চরণ স্মৃতি সাজে
অবিরত অবিকল, তুয়াগুণে কলকল, গাঙ যেন সতের সমাজে॥
অন্যব্রত অন্যদান, নাহি করোঁ বস্তুজ্ঞান, অন্যসেবা অন্যদেব পূজা।

হা হা কৃষ্ণ ! বলি বলি, বেড়াঙ আনন্দ করি,
মনে মোর নহে যেন দুজা॥

জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি, দোঁহার পিরীতিরস-সুখে।
যুগল সঙ্গতি যারা, মোর প্রাণ গলে হারা,এই কথা রহু মোর বুকে॥
যুগলচরণ সেবা, যুগলচরণ ধ্যেবা, যুগলেতে মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ, কামরতিগণভূপ, মনে রহু ও লীলা-কিরীতি॥

দশনেতে তৃণ ধরি, হা হা কিশোর কিশোরী, চরণাব্জে নিবেদন করি
ব্রজরাজকুমার শ্যাম, বৃষভানুকুমারী নাম, শ্রীরাধিকা রামা মনোহারী ॥
কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত-কাই, দরপ-দরপ করু চূর।
নটবর শিরমণি, নটিনীর শিখরিণী, দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর ॥
শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেমনীলকান্তিধর, ভাব-ভূষণ করু শোভা।
নীল-পীত-বাসধর, গৌরীশ্যাম মনোহর, অন্তরের ভাবে দোঁহে লোভা।
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়, তছু পায় নরোত্তমদাস।
নিশি-দিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ, মনে মোর এই অভিলাষ ॥৪
রাগের ভজনপথ, কহি এবে অভিমত, লোকবেদসার এই বাণী।
সখীর অনুগা হৈঞা, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাঞা, এই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥
শ্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত, মুখ্য সখী করিয়ে গণন।
ললিতা, বিশাখা তথা, সুচিত্রা চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী কথন ॥
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা এই অষ্টসখী লেখা, এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ।
ইহা-সভা-সহচরী, প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি, প্রেমসেবা করেঅনুক্ষণ ॥
সমস্নেহা বিষমস্নেহা, না করিহ দুই লেহা, কহিমাত্র অধিকস্নেহাগণ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথা লীলারঙ্গে, নর্ম্মসখী এই সব জন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতিমঞ্জরী সার, লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিক-আদি রঙ্গে, প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥
এ সভার অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাঞা, ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী, বসতি করিব সখীমাঝে ॥
বৃন্দাবনে দুই জন, চারিদিকে সখীগণ, সময়ের সেবা-রসসুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে, তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥

যুগল-চরণ সেবী, নিরন্তর এই ভাবি, অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায়॥

সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেম-ভক্তি অপক্কে সাধনরীতি, ভকতি-লক্ষণ তত্ত্বসার॥

নরোত্তমদাস কহে, এই যেন মোর হয়, অনুরাগে-ব্রজপুরে-বাস।
সখীগণগণনাতে, আমারে গণিবে তাতে, তবহুঁ পূরিব অভিলায॥৫॥

তথাহিঃ-

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাম্॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্‌বাসং ব্রজে সদা॥

যুগল-চরণ-প্রতি, পরম-আনন্দ-ততি, রতি প্রেমা হউক পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম, চরণে পড়িয়ে পরানন্দে॥

মনের শরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম, বিলাস যুগল স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা বই আর নাই, এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্ব-সার॥

জলদ-সুন্দর-কান্তি, মধুর মধুর ভাঁতি, বৈদগধি-অবধি সুবেশ।
পীতবসনধর, আভরণ মণিবর, ময়ূরচন্দ্রিকা করু কেশ॥

মৃগমদ-চন্দন, কুঙ্কুম-বিলেপন, মোহন মুরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি, মধুলোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ॥

ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি লীলামৃত, লুবধল ব্রজবধূবৃন্দে।
চরণ-কমল-পর, মণিময় নূপুর, নখমণি ঝলমল চন্দ্রে॥

নূপুর মুরলী-ধ্বনি, কুলবধূ-মরালিনী, শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতি, কুলের ধরম যায় দূরে ॥
গোবিন্দশরীর নিত্য, তাঁহার সেবক সত্য, বৃন্দাবনভূমি তেজোময়।
তাহাতে যমুনাজল, করে নিত্য ঝলমল, তার তীরে অষ্টকুঞ্জ হয় ॥
শীতল কিরণ কর, কল্পতরু-গুণধর, তরুলতা ষড়্‌ঋতু-সেবা।
পূর্ণচন্দ্রসমজ্যোতি, চিদানন্দময়মূর্ত্তি, মহালীলা দরশনলোভা ॥
গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়, বিহরে মধুর অতি শোভা।
দুঁহু প্রেমে ডগমগি,দুঁহে দোঁহা অনুরাগী,দুঁহু রূপে দুঁহু মন লোভা ॥
ব্রজপুর-বনিতার, চরণ-আশ্রয় সার, কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনিহ উতরোল, রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া ॥
পাপপুণ্যময় দেহী, সকল অনিত্য এহি, ধন জন সব মিছা ধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা,না পাও তাহাতে ব্যথা,নিতি কর তবু কার্য্য মন্দ
রাজার যে রাজ্যপাট,যেন নাটুয়ার নাট,দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই, তাঁরে মন সদা কর ভয় ॥
পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন, তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম,তার না লইও নাম, পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি ॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি, আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে, পরতত্ত্ব কহিল উপায় ॥
অন্যের পরশ যেন, নহে কদাচিত হেন, ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ—নামগান, এই সে পরম ধ্যান, আর না করিহ পরমাণ ॥
কর্ম্মী জ্ঞানী মিশ্র ভক্ত,না হবে তায় অনুরক্ত,শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত, তাহে হবে অনুরত, এই সে পরমতত্ত্ব ধন ॥

প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা, নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ, পাপগ্রন্থি হবে পরিচ্ছেদ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, তাতে সব সমর্পণ, শ্রীচরণে বলিহারি যাঙ।
তুয়া নাম শুনিশুনি, ভক্তমুখে পুনিপুনি, পরম আনন্দ সুখ পাঙ॥
হেমগৌরী-তনুরাই, আঁখি দরশন চাই, রোদন করিব অভিলাষে।
জলধর ঢরঢর, অঙ্গ অতি মনোহর, রূপে গুণে ভুবন প্রকাশে॥
সখীগণ চারিপাশে,সেবা করে অভিলাষে,পরম সে সেবা-সুখ ধরে।

এই মনে আশা মোর, ঐছে রসে হঞা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে।৬॥

রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান, স্বপনে না বোল আন,
প্রেম বিনু আর নাহি চাঙ।

যুগল কিশোর-প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম,আরতি পিরীতিরসে ধ্যাঙ॥
জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন, প্রেম বিনু এইমত ভক্ত।
চাতক-জলদ-গতি, এমতি একান্ত-রীতি, জানে যেই সেই অনুরক্ত॥
মরন্দ ভ্রমরা যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,পতিব্রতাজনের যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এইমত প্রেমভক্তি-রীতি॥
বিষয় গরলময়, তাতে মান' সুখচয়, সে না সুখ, দুঃখ করি মান।
গোবিন্দাবিষয় রস, সঙ্গ কর তার দাস, প্রেমভক্তি সত্য করি জান॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট, গুণকে বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ-বিমুখ জনে,স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,লৌকিক করিয়া সব জানে
অ-জ্ঞানবিশুদ্ধ যত, নাহি লয় সৎ-মত, অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন, বৃথা তার অশেষ ভাবনা॥

আর সব পরিহরি, পরম নাগর হরি, সেব মন করি প্রেম-আশা।
এক ব্রজপুরঘরে, গোবিন্দ রসিকবরে, করহ সদাই অভিলাষ॥
নরোত্তমদাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে, হেন ভক্তসঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর,মিছাই হইনু ভোর,দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া॥৭॥
বচনের অগোচর, বৃন্দাবন লীলাস্থল, স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যুদুঃখ, কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম, যাঁহার হিল্লোল রস-সিন্ধু।
চকোর-নয়ন-প্রেম, কাম রতি করো ধ্যান, পীরিতি সুখের দুঁহু বন্ধু॥
রাধিকা প্রেয়সীবরা, বামদিগে মনোহরা, কনক-কেশর-কান্তি ধরে।
অনুরাগ রক্ত-শাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী, অঙ্গে অঙ্গে আভরণ পরে॥
করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুঁহু প্রাণ, আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ-বিধি-অগোচর,রতনবেদীর-পর, সেব নিতি কিশোর-কিশোরী॥
দুর্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন, কি লাগিয়া মর ভববন্ধে?
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম,ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে॥
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি, শ্রীনন্দনন্দন সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরকভোগ, সর্ব্বনাশ জনমবিকার॥
দেহে না করিহ আস্থা মন্দরীতে যম শাস্তা, দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিঞা ভজ, সাধুশাস্ত্রমত যজ, যুগল-চরণে কর রতি॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে,কদর্য্য ভক্ষণ করে,তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি,অন্য দেবে বলে পতি,প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান, বৃথা তার সে ছার ভাবনে॥

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক,নাহি জানে ভক্তিযোগ,নানা মতে হইয়া অজ্ঞান
তার কথা নাহি শুনি,পরমার্থতত্ত্ব জানি,প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ ॥
জগৎ-ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী, মধুর মূরতি লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই, তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥
পরম নাগর কৃষ্ণ, তাতে হও অতি তৃষ্ণ, ভজ তারে ব্রজভাব লঞা।
রসিক-ভকত-সঙ্গে, রহিব পিরীতি রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিঞা ॥
শ্রীগুরু ভকতজন, তাঁহার চরণে মন, আরোপিয়া কথা অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত, হইয়া তাহার যূথ, সদা বিহরিব ব্রজপুরে ॥
লীলারস সদা গান, যুগলকিশোর ধ্যান, প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে এই,আর কিছু নাহি চাই,কহে দীন নরোত্তমদাসে ॥৮॥
আন কথা না শুনিব, আন কথা না বলিব, সকলি করিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা, ইহা বিনু সকলি অনর্থ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত, অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুর প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য, ভজ ভজ অনুরাগমনে ॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ, পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী যার নাম, সখী-সঙ্গে ভজ তারে রঙ্গে ॥
প্রেমভক্তিতত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই, আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই, প্রেমভক্তি সখী অনুচরি ॥
সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গ অবিরত, স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মন-শুদ্ধি, তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥
বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান, নর তনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা, আর যত হৃদয়ের শূল ॥

রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়, তারে মুঞি যাঙ বলিহারি॥
জয় জয় রাধা নাম, বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি।
হেন রাধাগুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
তার ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেম-কথা, যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই, না শুনিয়ে যেন তার নাম॥
কৃষ্ণ-নাম গুণে ভাই, রাধিকার-চরণ পাই, রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা, দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ্ব॥
অহঙ্কার অভিমান, অসৎ-সঙ্গ অসৎ-জ্ঞান, ছাড়ি ভজ গুরুপাদ পদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন, দেহ গেহ পরিজন, গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, নিরবধি তাঁরে সেব, প্রেম-কল্পতরু-বরদাতা।
ব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবন-ধন, অপরূপ এই সব কথা॥
নবদ্বীপে অবতরি, রাধাভাব অঙ্গীকরি, তার কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি, সঙ্গে লঞা পারিষদগণ॥
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি, সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি,কি ভাবে কাঁদয়ে নিতি,ইহা বুঝে ভকত-সমাজ॥
গোপতে সাধন-সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি, প্রার্থনা করিব দৈন্য সদা।
করি হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই বিমল মন, ইষ্টলাভ বিনে সব বাধা॥
সংসার-বাটোয়ারে, কাম-ফাঁসে বাঁধি মারে, ফুৎকার করয়ে হরিদাস।
করহ ভকতসঙ্গ, প্রেমকথা রস-রঙ্গ, তবে হয় বিপদ-বিনাশ॥
স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত, মরি যায় কত শত, আপনাকে হও সাবধান।
মুঞি সে বিষয় হত, না ভজিনু হরিপদ, মোর আর নাহি পরিত্রাণ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ, তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুন, তাঁর সঙ্গ হয় যেন, তবে হয় নরোত্তম ধন্য ॥
আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা, ইহাতে হইবে সাবধান।
না করিহ কেহো রোষ, না লইহ মোর দোষ, প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বলান বাণী।
তাহা কহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্তা ॥
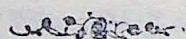
শ্রীশ্রীনরোত্তম প্রভোরষ্টকম্

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষিবক্ত্র চন্দ্রপ্রভা ধ্বস্ত তমোভরায়।
গৌরাঙ্গ দেবানুচরায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥১॥
সঙ্কীর্ত্তনানন্দজ-মন্দহাস্য-দন্তদ্যুতি-দ্যোতিত-দিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারা স্নপিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥২॥
মৃদঙ্গ নাম শ্রুতিমাত্র চঞ্চৎ পদাম্বুজ দ্বন্দ্ব মনোহরায়।
সদ্যঃ সমুদ্যৎ পুলকায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৩॥
গন্ধর্ব্ব গর্ব্ব ক্ষপণ স্বলাস্য বিস্মাপিতাশেষ কৃতি ব্রজায়।
স্বসৃষ্ট গান প্রথিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৪॥
আনন্দ মূর্চ্ছাবনিপাত ভাত ধূলী ভরালঙ্কৃত বিগ্রহায়।
যদ্দর্শনং ভাগ্য ভরেণ তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৫॥

স্থলে স্থলে যস্য কৃপা প্রপাভিঃ কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা জন সংহতীনাম্।
নির্ম্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৬॥
যদ্ভক্তি নিষ্ঠোপল রেখিকেব স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য।
প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্ যদীয়ং তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৭
মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৮
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ বিলাস সিন্ধৌ নিমজ্জতঃ শ্রীল নরোত্তমস্য।
পঠেদ্ যঃ এবাষ্টকমেতদুচ্চৈ রসৌ তদীয়াং পদবীং প্রয়াতি ॥৯

কারুণ্যদৃষ্টি শমিতাশ্রিত মস্তকোটী
রম্যাধরোষ্ঠদতি সুন্দর দন্তকান্তি।
শ্রীমন্নরোত্তম মুখাম্বুজ মন্দহাস্যং
লাস্যং তনোতু হৃদি মে বিতরৎ স্বদাস্যম্ ॥১০॥

রাজন্মৃদঙ্গ করতাল কলাভিরামং
গৌরাঙ্গ গানমধু পানভরাভিরামম্।
শ্রীমন্নরোত্তম পদাম্বুজ মঞ্জু নৃত্যং
ভৃত্যং কৃতার্থয়তু মাং ফলিতেষ্টকৃত্যম্ ॥১১॥

ইতি শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠকুর বিরচিত স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা

(১)

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই বৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥
রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

(২)

হরি হরি! কি মোর করম গতিমন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ না সেবিনু তিল আধ
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ সনাতনরূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সবার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল আধ
কিসে মোর পুরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যে রচিল চৈতন্য চরিত।

গৌর গোবিন্দ লীলা　　শুনিলে গলয়ে শিলা
না ডুবিল তাহে মোর চিত ॥
তাঁহার ভক্তের সঙ্গ　　তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ
তাঁর সঙ্গে কেন নৈল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা　　জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

(৩)

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহ অতি রসময়　　সকরুণ হৃদয়
অবধান কর নাথ মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র　　হে গোপী প্রাণবল্লভ
হে কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি।
হেম গৌরী শ্যাম গায়　　শ্রবণে পরশ পায়
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥
অধম দুর্গতি জনে　　কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে　　শরণ লইনু সুখে
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ　　জয় জয় রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি　　নরোত্তম ভূমে পড়ি
কহে দোঁহে পুরাও মনসাধে ॥

(৪)

হরি হরি ! হেনদিন হইবে আমার ।

দোঁহ অঙ্গ নিরখিব দোঁহ অঙ্গ পরশিব

সেবন করিব দোঁহাকার ॥

ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে

মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে ।

কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল ভরি

যোগাইব বদন কমলে ॥

রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ সেই মোর প্রাণধন

সেই মোর জীবন উপায় ।

জয় পতিত পাবন দেহ মোরে এইধন

তুয়াবিনে অন্ত নাহি ভায় ॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু

লোকনাথ লোকের জীবন ।

হাহা প্রভু ! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া

নরোত্তম লইল শরণ ॥

(৫)

হরি হরি ! বিফলে জনম গোঙাইনু ।

মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া

জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

গোলোকের প্রাণধন হরিনাম সংকীর্ত্তন

রতি না জন্মিল কেন তায় ।

সংসার বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে

জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥

ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচী সুত হৈল সেই

বলরাম হইল নিতাই ।

দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল

তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥

হাহা প্রভু নন্দসুত বৃষভানুসুতাযুত

করুণা করহ এইবার ।

নরোত্তম দাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়

তোমাবিনে কে আছে আমার ॥

(৬)

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন ।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশায়ে গাব সুমধুর তান ।
আনন্দে করিব দোঁহার রূপ গুনগান ॥
"রাধিকা" "গোবিন্দ" বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে ।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন ।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব জীবন ॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা ।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা ॥

সবে মিলি কর দয়া পুরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

(৭)

প্রাণেশ্বর ! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরম আনন্দ কন্দ
গোপীকুল প্রিয় দেখ মোরে ॥
তুয়াপ্রিয় পদসেবা এইধন মোরে দিবা
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণে পরম রস
কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি ॥
দারুণ সংসার গতি বিষয়েতে লুব্ধমতি
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনুমন অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥
মোবড় অধমজনে কর কৃপা নিরীক্ষণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রভু মোর গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে ॥

(৮)

গোবিন্দ গোপীনাথ ! কৃপা করি রাখ নিজপদে।
কাম ক্রোধ ছয়জনে লয়ে ফিরে নানাস্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥

হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে ।
অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥

অনেক দুঃখের পরে লয়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বাঁন্ধিয়া ।
দৈব মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥

পুনঃ যদি কৃপা করি এজনার কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে ।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নতুবা পরাণ গেল
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

(৯)

মোর প্রভু মদন গোপাল !
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ তুমি অনাথের নাথ
দয়া কর মুঞি অধমেরে ।
সংসার সাগর ঘোরে পড়িয়াছি কারাগারে
কৃপা ডোরে বান্ধি লহ মোরে ॥

অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে ।
এ বড় ভরসা মনে লয়ে ফেল বৃন্দাবনে
বংশী-বট যেন দেখি সুখে ॥

কৃপা কর আগু গুরি লহ মোরে কেশে ধরি

শ্রীযমুনা দেহ পদ ছায়া।

অনেক দিনের আশ নহে যেন নৈরাশ

দয়া কর না করিহ মায়া॥

অনিত্য শরীর ধরি আপন আপন করি

পাছে পাছে শমনের ভয়।

নরোত্তম দাসে ভনে প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে

পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়॥

(১০)

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র

প্রাণ মোর যুগল কিশোর।

অদ্বৈত আচার্য্য বল গদাধর মোর কুল

নরহরি বিলসই মোর॥

বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি

তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

বিচার করিয়া মনে ভক্তি রস আস্বাদনে

মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ

বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।

বৃন্দাবনে চবুতারা তাহে মোর মন ঘেরা

কহে দীন নরোত্তম দাস॥

(১১)

নিতাই পদ কমল কোটীচন্দ্র সুশীতল

যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।

হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার ।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি ।
নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ভজ নিতাইয়ের চরণ দুখানি ॥
নিতাই চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই-পদ সদা কর আশ ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥

(১২)

ওরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে ডুবি গৃহ বিষকূপে
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয় বিষানলে অহর্নিশি হিয়া জ্বলে
দেহ সদা হয় অচেতন ।
রিপু বশ ইন্দ্রিয় হইল গোরা-পদ পাসরিল
বিমুখ হইল হেন ধন ॥

হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয়
কায়মনে লওরে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হইল পতিত পাবন॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে বান্ধহ হৃদয় মাঝে
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাস কহে গোরা সম কেহ নহে
না ভজিতে দেন প্রেমধন॥

(১৩)

গৌরাঙ্গের দুটী পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।

গৃহে বা বনেতে থাকে   হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

(১৪)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনে কে দয়ালু জগত সংসারে ॥
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোঁসাঞি।
তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

(১৫)

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন ॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ ॥

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস॥

(১৬)

হরি হরি। বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু, জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি, জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি, তেঁই মোরে করুণা নহিল
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য-চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান, সেই ধামে না কৈনু বসতি
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি, নিরন্তর খেদ উঠে মন।
নরোত্তমদাস কহে, জীবের উচিত নহে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা বিনে॥

(১৭)

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সম্পদ, শুন ভাই হঞা একমনে।
আশ্রয় লইয়া সেবে, সে-ই কৃষ্ণভক্তি লভে, আর সব মরে অকারণে
বৈষ্ণবচরণজল, প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের অন্ত॥
তীর্থজল-পবিত্র-গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক; সম নহে এই সব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে, মোর দশা কেন হৈলভঙ্গ॥

(১৮)

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ ! করি এই নিবেদন, মো বড় অধম দুরাচার ।
দারুণ-সংসার নিধি,তাহে ডুবাইল বিধি,কেশে ধরি মোরে কর পার ॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম জ্ঞান, সদাই করমপাশে বান্ধে ।
না দেখি তারণ-লেশ,যত দেখি সব ক্লেশ,অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ অভিমান-সহ,আপন আপন স্থানে টানে
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন, সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥
না লইনু সত-মত, অসতে মজিল চিত্ত, তুয়া পায়ে না করিনু আশ ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়, তরাইয়া লহ নিজপাশ ॥

(১৯)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি ।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ?
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন ।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম ।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম ।
গোবিন্দ—কহেন মম বৈষ্ণব-পরাণ ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি ।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥

(২০)

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিচাশী।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান-না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষ-দরশি প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

(২১)

হরি হরি ! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল, নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥
যজ্ঞ দান তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম জপ ধ্যান, অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন, বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসত-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইলে শমন॥
শ্রুতি স্মৃতি সদা হয়, শুনিয়াছি এই হয়, হরিপদ অভয়-শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে, না করিনু সে রূপ ভাবন॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু পায়, তনু মন রহু তায়, আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মন সঁপিনু আপনা॥

(২২)

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে কবে চলিব গো॥
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হ'ব গোপিকার নূপুর,
তাদের চরণে মধুর মধুর বাজিব গো।
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা,
তাঁদের চরণের ধূলা মাখিব গো॥
রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী, হেরিব দু'নয়ন ভরি,
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রহিব গো।
তোমরা সব ব্রজবাসী, পুরাও মনের অভিলাষ-ই,
কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো॥
এই দেহ অন্তিমকালে, রাখিব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধা শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ভাসিব গো।
কহে নরোত্তম দাস, না পূরিল অভিলাষ,
কবে আর ব্রজবাস করিব গো॥

(২৩)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব-সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজভূমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন, সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা, কান্দিয়া বেড়াইব উভরায়॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈঞা, ডাকিব হা রাধানাথ! বলি
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পিব করপুটে তুলি॥

আর কবে এমন হ'ব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা, পড়িয়া রহিব তার ছায়॥
কবে গোবর্দ্ধন-গিরি, দেখিব নয়ন ভরি, কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, কহে দীন নরোত্তমদাস॥

(২৪)

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবনধামে, এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে, একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি, মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃতসমান হেন, কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ডজলে, স্নান করি কুতূহলে, শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশবনে, রসকেলি যে যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে, আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন, আশা করে যুগল চরণ॥

(২৫)

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায় দিয়া, তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয়॥

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা-অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥

দেখিব সঙ্কেতস্থানে, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা! প্রাণেশ্বরি! কাঁহা গিরিবরধারি!
কাঁহা নাথ! বলিয়া ডাকিব ॥
মাধবীকুঞ্জেরোপরি, সুখে বসি শুকশারী, গাহিবেক রাধাকৃষ্ণরস।
তরুমূলে বসি তাহা শুনি জুড়াইবে হিয়া, কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ, দেখিব রতনসিংহাসনে।
দীন নরোত্তমদাস, করয়ে দুর্লভ আশ, এমতি হইবে কত দিনে ॥

(২৬)

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী। নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি। কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব নিকটে ॥
নরোত্তমদাস কহে করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

(২৭)

আর কি এমন দশা হব। সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব ॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি। দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াব পরাণ ॥
আর কবে যমুনার জলে। মজ্জনে হইব নিরমলে ॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তমদাস করে আশ ॥

(২৮)

রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে-মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখো রাত্রিদিনে॥
যে স্থানে যে লীলা করে যুগলকিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাহে হঙ ভোর॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেবোঁ নিরবধি। তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি॥
শ্রীরতিমঞ্জরি দেবী! মোরে কর দয়া অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ছায়া॥
শ্রীরসমঞ্জরি দেবী! কর অবধান। অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ধ্যান॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগলবিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

(২৯)

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন॥
শ্যামগৌরী-অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বূলে॥
ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস॥

(৩০)

হরি হরি ! কবে মোর হইবে স্থদিন।
কেলি-কৌতুকরঙ্গে করিব সেবন ॥

ললিতা-বিশাখা-সনে, যতেক সখীরগণে, মণ্ডলী করিব দোঁহা মেলি।
রাইকানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,নিরখি গোঙাব কুতূহলী ॥
অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্দ্ধন-গিরিবরে, রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তমদাসে কয়, এই যেন মোর হয়, অনুক্ষণ চরণসেবনে ॥

(৩১)

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল, রাইকানু করিবে শয়নে।
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল-চরণে ॥
কনক-সম্পুট করি, কর্পূর চন্দন তাম্বূল পুরি, যোগাইব বদনকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী, রতন-নূপুর আনি, পরাইব চরণযুগলে ॥
কনক-কটোরা পুরি, কর্পূর চন্দন ভরি, কবে দিব দুজনার গায়।
মল্লিকা মালতী যূথী,নানা ফুলে মালা গাঁথি,কবে দিব দোঁহার গলায় ॥
সুবর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ডে জল পুরি, দোঁহাকার অঙ্গেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে, চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমল-আঁখি, পুলক হইয়া দেখি, দুঁহুপদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ, নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥

(৩২)

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহীরীগোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার কবে, এ-পাণি-গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ, সেবন করিব তার পায় ॥

তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা, আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পুরিবে মনের আশা, সেবী দুঁহার যুগল-চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুঁহু চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি, নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নির্দ্দেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব, হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তমদাস ভনে, প্রিয়নর্ম্মসখীগণে, কবে দাসী করিবে আমায়॥

(৩৩)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হ'ব।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে বা প্রকৃতি হ'ব, দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব॥
টানিয়া বাঁধিব চুড়া, নবগুঞ্জাহারে বেড়া, নানা-ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী-সঙ্গে, বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুঁহু-রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি, নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নবরত্ন জরি আনি, বাঁধিব বিচিত্র বেণী, তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥
সে না রূপমাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি, এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ে নরোত্তমদাস॥

(৩৪)

প্রাণেশ্বরী! এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি, এইজন নিবেদন করে॥
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।
রাখ এই সেবাকাজে, নিজ পদপঙ্কজে, প্রিয়-সহচরীগণ-মাঝে॥

সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ, কৌষিক-বসন নানা-রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হঙ তাঁর, অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি, কর্পূরবাসিত গুয়া-পান।
এ সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ-মালতী-মালা, ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম ॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এ সব আনিয়া কবে, যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়, দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে ॥

(৩৫)

অরুণ-কমল-দলে, শেজ বিছাইব, বসাইব কিশোরকিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ, পঙ্কজ মনোহর, মরকতশ্যাম হেমগোরী ॥
প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর, শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥
মৃগমদ-তিলক, সিন্দুর বনায়ব, লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথি মালতীফুল, হার পহিরাওব, ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে ॥
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব, বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুঁহু কলেবর, হেরব পরম আনন্দে ॥
নরোত্তমদাস, আশ পদপঙ্কজ, সেবন-মাধুরী-পানে।
হোওয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন, দুঁহুজন হেরব নয়ানে ॥

(৩৬)

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে, পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়-সহচরি-সঙ্গে গাইয়া যইবে রঙ্গে, মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে ॥
হরি হরি! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি, অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥

চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব, বনাইব বিচিত্র কবরী॥

মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার।
চন্দন-কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব, হেরব মুখ সুধাকর॥

নীল-পট্টাম্বর, যতনে পরাইব, পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব, মুছব আপন চিকুরে॥

কুসুম-কমলদলে, শেজ বিছাইব, শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, শরমিত দুঁহুক শরীরে॥
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি, যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধরসুধারসে, তাম্বুল সুবাসে, ভোখব অধিক যতনে॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই-দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখীগণ, নরোত্তম মাগে এই দান॥

(৩৭)

হরি হরি। কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত-ঘরে, রাইকানু করাব শয়ন॥

ভৃঙ্গারের জলে, রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব, মুছাব আপন চিকুরে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল পুরি, যোগাইব দুঁহুক অধরে॥

প্রিয়-সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, চরণ সেবিব নিজকরে।
দুঁহুক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব, দুঁহু অঙ্গ পুলক অন্তরে॥

মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি, কবে দিব দোঁহাকার গায়॥

আর কবে এমন হব, দুঁহুমুখ নিরখিব, লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

(৩৮)

হরি হরি! কবে নাকি হেন দশা হবে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
আপনা বলিয়া আজ্ঞা দিবে ॥
বৃষভানু কিশোরী, তার প্রিয় সহচরি,
সেহি যূথে হইবে গমন।
নিকুঞ্জ কুটীর বনে, মিলাইব দুই জনে,
প্রেমানন্দে করিব সেবন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী কবে, সেবায় যুকতি দিবে,
সময় বুঝিয়া অনুমানে।
লীলা-পরিশ্রম জানি, অগুরু-চন্দন আনি,
লেপন করিব দুইজনে ॥
মালা গাঁথি নানা ফুলে, পরাইব দুহুঁ গলে,
সদা করি চামর ব্যজনে।
কনক-সম্পুট করি, তাম্বূল কর্পূর ভরি,
যোগাইব দুহার বদনে ॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, মোর প্রভু লোকনাথ,
যদি দাস করে রাঙ্গা পায়।
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র তার দাস,
নরোত্তম সঙ্গ সেবা চায় ॥

(৩৯)

হরি হরি! কত দিনে হেন দশা হব।

শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, শ্রীমণিমঞ্জরী রঙ্গে,
শ্রীরূপের অনুগা হইব॥

সুশীতল বৃন্দাবন, রত্নবেদী সুশোভন,
তাহে মণিময় সিংহাসন।

হেম-নীল-কান্তিধর, রাইকানু সুন্দর,
তাহে বসাইব দুইজন॥

সখীর আদেশ হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদ-মুখে।

আনন্দিত হ'ব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
দুহাঁর পিরীতি রসসুখে॥

মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
পরাইব দুঁহার গলায়ে।

রসের আলস-কালে, বসিয়া চরণ তলে,
সেবন করিব দুঁহার পায়ে॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি, জীবনে মরণে গতি,
ইহা বিনে আর নাহি মনে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণ, স্বরূপ-রূপ-সনাতন
নরোত্তম এহি নিবেদনে॥

(৪০)

প্রভু হে! এইবার করহ করুণা।

যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি, এই মোর মনের কামনা॥

নিজপদ-সেবা দিবা, নাহি মোর উপেখিবা, দুঁহু পঁহু করুণাসাগর।
দুঁহু বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্য মানো মুই বড় পতিত পামর॥
ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা, প্রিয়-সখী-সঙ্গে হয় মনে
দুঁহুদাতা-শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি, নিকটে চরণ দিবে দানে
পাব রাধাকৃষ্ণ-পা, ঘুচিবে মনের ঘা, দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, দেহ প্রাণ সকল সফল॥

(৪১)

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি, কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে-সব-কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা, তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়ানগরে অবতার।
তখন, না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম, মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥
হরিদাস-আদি বুলে, মহোৎসব-আদি করে, না হেরিনু সে সুখবিলাস
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

(৪২)

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম্।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ, সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি, নিরখিব এ দুই নয়ানে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয়শশী, প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥

তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি, চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু ! কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া, নরোত্তম লইল শরণ ॥

(৪৩)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন। শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার ! সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার

শ্রীরূপের কৃপা যেন আমাপ্রতি হয়।
সে-পদ আশ্রয় যার সে-ই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথে কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত—নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

(৪৪)

'এই নব দাসি' বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসি হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জাকার্য্য করহ ত্বরায় ॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞা বলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে ॥
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া ॥
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

(৪৫)

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুন কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
সদয় হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

(৪৬)

হা হা প্রভু লোকনাথ! রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে—হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন-সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজপদতলে দেহ ঠাঞি॥
রাধাকৃষ্ণলীলাগুণ গাঙ রাত্রিদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

(৪৭)

লোকনাথ প্রভু! তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণচরণে যেন সদা চিত্ত স্ফুরে॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥
সখিগণজ্যেষ্ঠ যেঁহো তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি! কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপি-নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥

(৪৮)

হা হা প্রভু! কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার॥
কবে হেন দশা হবে--সখীসঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরুচন্দনগন্ধ দোঁহ-অঙ্গে দিব॥

সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব।
সিন্দুর-তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাস-কৌতুক-কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥

সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে ।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে ॥

(৪৯)

হরি হরি! কবে হেন দশা হবে মোর ।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে । শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥
এই আশা করি আমি যত সখিগণ ।
তোমদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি-পূর্ণ যাতে হয় । সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি ।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত-দাসি ॥

(৫০)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা । অধম-পতিতজনে না করিহ ঘৃনা ॥
এ-তিন-সংসারমাঝে তুয়া-পদ সার ।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর ॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে ।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান ।
প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু! চাহ একবার ।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥

(৫১)

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া, নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥

হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন।

সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে, সুখময় যমুনাপুলিন॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া, সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি, হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস, কি মোর জীবনে আশ ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

(৫২)

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম—খাওয়াব পান-গুয়া।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

(৫৩)

গোরা-পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু॥

অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু আপন-করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।

তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস ॥

বিষয়-বিষমবিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু ॥

এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কাঁন্দিল মন। মনুষ্য দুর্লভ জন্ম গেল অকারণ ॥

কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।

নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥

(৫৪)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি-ধাম, রতনমন্দির মনোহর।

আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলি করে,

তাহে শোভে কনক-কমল ॥

তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত, অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।

তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে, শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা

ও-রূপ-লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি, হাস্য-পরিহাস সম্ভাষণে।

নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়, সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥

(৫৫)

কদম্বতরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল, ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।

পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন, কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী ॥

রাইকানু বিলাসই রঙ্গে।

কিবা রূপ-লাবনি, বৈদগধ-খনি ধনি, মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥

রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর, মধুর মধুর চলি যায়।

আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল-বরিষণ, কোন সখী চামর ঢুলায় ॥

পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্রকরে সুশীতল, মণিময়-বেদীর উপরে।
রাইকানু করযোড়ী, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, পরশে পুলকে তনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ, বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু, অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
হাস-বিলাস রস, সরল মধুর ভাষ, নরোত্তম-মনোরথ ভরু।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ, লোচনমোহন লীলা করু॥

(৫৬)

হে দে হে নাগরবর, শুন ওহে মুরলীধর, নিবেদন করি তুয়া-পায়।
চরণ-নখর-মণি, যেন চাঁদের গাঁথনি, ভাল শোভে আমার গলায়॥

শ্রীদাম-সুদাম সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রইল তুয়া-পানে চেয়ে॥
চাই নবীন-মেঘ-পানে, তুয়া বঁধু! পড়ে মনে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু! গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥
মণি নও মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও,
ফুল নও যে কেশে করি বেশ॥
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা-পায় ।
কি মোর মনের সাধ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি সাধ পূরাবে আমার ॥
নরোত্তমদাসে কয়, তোমার উচিত হয়,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া ।
যে দিন তোমার ভাবে, আমার এ দেহ যাবে,
সেই দিনে দিও পদছায়া ॥
ইতি শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা সমাপ্ত ॥

অভিসার

কানড়া

শরদ চন্দ পবনমন্দ, বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ ।
কুন্দমল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরণী ॥
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি ।
মুরলীগান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত্ত চোরণী ॥
শুনত গোপী প্রেমরোপী,
মনহি মনহি আপনা সোঁপী ।
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল লোলনী ॥
বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ ।

বাঁহে রঞ্জিত কঙ্কণ এক

এক কুণ্ডল ডোলণী ॥

শিথিল ছন্দ নাবিক বন্ধ

বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ ।

খসত বসন রসন চোলী

গলিত বেণী লোলনী ॥

ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি

কেহু কাহুক পথ নাসেরী ।

ঐ ছনে মিলিল গোকুলচন্দ

গোবিন্দ দাস বোলনী ॥

কালড়া

বন্দে শ্রীবৃষভানু সুতাপদং

কঞ্জ নয়ন লোচন সুখ সম্পাদং

কমলান্বিত সুভগ রেখাঙ্কিতং

ললিতাদিক কর যাবক রঞ্জিতং

রস বিলাস নটন রস পতিতং

নখর মুকুরজিত কোটি সুধাকরং

মাধব হৃদয় চকোর মনোহরং ॥

বরাড়ী

(বর্ত্ম রোধনং)

নকুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাং । মামবলোক্য সতীমশরণ্যাং ॥

চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চলভাগং । করবাণ্যাধুনা ভাস্করযাগং ॥

ন রচয় গোকুলবীর বিলম্বং । বিদধে বিধুমুখ বিনতি কদম্বং ॥

রহসি বিভেমি বিলোলদৃগন্তং বীক্ষ্য সনাতন দেব ভবন্তং ॥

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত

শ্রীচৈতন্য-শতকম্ ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি—

"শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করিবে ইহা শ্রবণ পঠন॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়॥
সার্ব্বভৌম-শতক যে হেন কীর্ত্তি রয়॥"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

প্রণম্য ত্বাং প্রভো গৌর তব পাদে শতং ব্রুবে।
সদাশয়ানাং সাধূনাং সুখার্থং মে কৃপাং কুরু ॥১॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ সেবাং স্থাপয়িত্বা গৃহে গৃহে।
শ্রীমৎসঙ্কীর্ত্তনে গৌরো নৃত্যতি প্রেমবিহ্বলঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ।

হে গৌরাঙ্গ প্রভো! তোমার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া সদাশয় সজ্জনগণের প্রাণে সুখ দিবার জন্য তোমার চরণে এই শত শ্লোকমালা সাদরে অর্পণ করিলাম। হে করুণাময়! আমার প্রতি করুণা বিতরণ কর ॥১॥

গৃহে গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল সেবা সংস্থাপন করিয়া

জিহ্বায়াং হরিনামসাধনমোহশ্রুধারাশতং নেত্রয়োঃ
সর্ব্বাঙ্গে পুলকোদগমো নিরবধি স্বেদশ্চ বিভ্রাজতে।
শ্রীমদ্‌গৌরহরে প্রগলভ্‌ মধুরাভক্তি প্রদাতুর্জ্জনৈঃ
সেবা শ্রীব্রজযোষিতামনুগতা নিত্যা সদা শিক্ষ্যতে ॥৩॥

কলিমলপতিতানাং শোকমোহাবৃতানাং
নিজজনপতিসেবা বিত্তচিন্তাকুলানাং।
ইতি সমজনি গৌরস্ত্রাণহেতুং বিচিন্ত্য
প্রকটমধুরদেহো নামদাতা কৃপালুঃ ॥৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে অদ্ভুত নৃত্য করিতেছেন ॥২॥

জীবলোকে সুমধুর হরিভক্তিরস প্রদানের জন্য তিনি নিজ রসনায় মধুর হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন—প্রেমানন্দে তাঁহার নয়নদ্বয়ে শতধারা বহিতেছে,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকপূর্ণ এবং স্বেদজলে সিক্ত,—ব্রজগোপিকাবৃন্দের অনুগামী হইয়া তিনি শ্রীশ্রীব্রজযুগলসেবা কলিহত জীবকে অনুক্ষণ শিক্ষা দিতেছেন॥৩

কলি-কল্মষ-সাগরে নিপতিত এবং শোকমোহে অভিভূত, আত্মীয় কুটুম্ব এবং পতিপুত্র সেবায় নিরত কলিহত জীবগণকে সর্ব্বদা চিন্তাকুল দেখিয়া হরিনামদাতা পরম দয়াল শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র তাহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিয়া স্বয়ং কাঙ্গাল সাজিয়া শচীনন্দন গৌরহরিরূপে পরম সুন্দর সুমধুর দেহ ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন ॥৪॥

শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যে জগৎত্রাণৈক কর্ত্তরি।
যো মূঢ়ে ভক্তিহীন স্যাৎ পচ্যতে নরকে ধ্রুবম্ ॥৫॥
যঃ কৃষ্ণো রাধয়াকুঞ্জে বিলাসকৃতবান্ পুরা।
গদাধরেণ সংযুক্তঃ স গৌরো বসতে ভুবি।৬॥
সংসার সর্পদষ্টানাং মূর্চ্ছিতানাং কলৌযুগে।
ঔষধং ভগন্নাম শ্রীমদ্বৈষ্ণব সেবনং ॥৭॥
বিষয়াবিষ্ট মূর্খানাং চিত্তসংস্কারমৌষধম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনম্।৮॥
বন্দে শ্রীকরুণাসিন্ধুং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুম্।
কৃপাং কুরু জগন্নাথ! তব দাস্যং দদস্ব মে ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই একমাত্র জগজ্জীবের ত্রাণকর্ত্তা—সেই পরমদয়াল মহাপ্রভু ভিন্ন জগজ্জীবের জন্য আর কেহ ত্রাণকর্ত্তা নাই। তাঁহার শ্রীচরণকমলে যে জন ভক্তি বিমুখ, সে নিশ্চয়ই নানা দুঃখভোগ করিয়া অনন্ত নরকে পচিবে ॥৫।

যে শ্রীকৃষ্ণ পুরাকালে শ্রীরাধার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জ-বিলাস করিতেন—এখন তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সহিত যুক্ত হইয়া এই অবনীমণ্ডলে বসতি ও লীলা করিতেছেন ॥৬॥

সংসাররূপ ভূজঙ্গদষ্ট মায়ামূর্চ্ছাগ্রস্ত কলিহত জীবগণের পরমৌষধ হইতেছে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন এবং বৈষ্ণবসেবা ॥৭॥

বিষয়াবিষ্ট মূর্খ ব্যক্তিগণের চিত্তশুদ্ধির একমাত্র মহৌষধ সুদৃঢ় বিশ্বাসে শ্রীগুরুসেবা এবং বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজন ॥৮॥

দাস্যং তে কৃপয়া নাথ! দেহি দেহি মহাপ্রভো।
পতিতানাং প্রেমদাতাঽস্য হেতো যাচে পুনঃপুনঃ ॥১০॥
সংসারসাগরে মগ্নং পতিতং ত্রাহি মাং প্রভো।
দীনোদ্ধারে সমর্থ স্তুতস্তে শরণং গতঃ ॥১১॥
জগতাং ত্রাণকর্ত্তাসি ভর্ত্তা দাতাসি সম্পদাম্।
ত্রাণং কুরুস্ব ভো নাথ! দাস্যং দেহি শচীসুতঃ ॥১২॥
সর্ব্বেষামবতারাণাং পুরাণৈর্যৎ শ্রুতং ফলং।
তস্মাম্মে নিষ্কৃর্তির্নাস্তি অতস্তে শরণং গতঃ।১৩॥

করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি। হে জগন্নাথ! কৃপা করিয়া আমাকে তোমার দাসত্ব প্রদান কর ॥৯॥

হে মহাপ্রভো! তুমি পতিত অধমকে প্রেম দান কর—বার বার তোমার চরণে এই প্রার্থনা, হে নাথ! আমাকে তোমার দাসত্ব প্রদান কর॥১০॥

হে প্রভো! আমি সংসার সাগরে মগ্ন, পতিত ও অধম—তুমি দীনহীন উদ্ধারে সমর্থ—নিজ করুণাবশে তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর—আমি তোমার চরণে শরণাগত হইলাম॥১১॥

তুমি জগতের ত্রাণকর্ত্তা,—সকলের ভর্ত্তা,—এবং সর্ব্বসম্পদদাতা। তুমিই জগত পালন করিতেছ। হে শচীনন্দন গৌরহরি! তোমার দাসত্ব দান করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ কর—ত্রাণ কর ॥১২॥

সর্ব্ব অবতারের ফল আমি পুরাণাদি পাঠে শুনিয়াছি—

বিচিত্র মধুরাক্ষর শ্রুতিমনোজ্ঞ গীতে মুদা
স্বভক্তগণমণ্ডলী রচিত মধ্যগামী প্রভুঃ।
মনোহরমনোহরো নটতি গৌরচন্দ্র স্বয়ং
জগৎত্রয়বিভূষণে পরমধামনীলাচলে ॥১৪॥
বিলোক্য পুরুষোত্তমং কণকগৌরদেহো হরি-
র্মুদা হৃদয়পঙ্কজে জলদকান্তি আলিঙ্গিতুম্।
পপাত ধরণীতলে সকলভাব সংমূর্চ্ছিতঃ
কদাচিদপি নেঙ্গতে পরমধারিসংস্পন্দনম্ ॥১৫॥
গৌরস্য নয়নে ধারা সগদ্গদ বচো মুখে।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গো ভাবে লুঠতি ভূতলে ॥১৬॥

তাহাতে আমার মত পাপীর নিস্তার নাই—এজন্য হে মহাপ্রভো! তোমার শ্রীচরণে আমি শরণ লইলাম ॥১৩॥

ত্রিভুবন মধ্যে পরমধাম নীলাচলে নিজ ভক্তগণসহ মণ্ডলী করিয়া বিচিত্র মধুরাক্ষর ও শ্রুতিমনোসব সংকীর্ত্তন গীতে সববলোকের চিত্ত বিমোহন করিয়া শচীনন্দন গৌরহরি মনোহর নৃত্য করিতেছেন ॥১৪॥

কণককান্তি শচীনন্দন গৌরহরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া জলদবরণকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন—তখন তিনি গতিশূন্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় স্পন্দনশূন্য হইয়াছিল ॥১৫॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের নয়নে তখন প্রেমাশ্রু পতন, শ্রীমুখে

চৈতন্যচরণাম্ভোজে যস্যাস্তি প্রীতিরচ্যুতা।
বৃন্দাটবীশয়োস্তস্য ভক্তিস্যাচ্ছতজন্মনি ॥১৭॥
যথা রাধাপাদাম্ভোজে ভক্তিঃস্যাৎ প্রেমলক্ষণা।
তথৈব কৃষ্ণচৈতন্যে বর্দ্ধতে মধুরা রতিঃ ॥১৮॥
কণকমুকুরকান্তিং চারুবক্ত্রারবিন্দং
মধুরমুকুরহাস্যং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠম্।
সুবলিত ললিতাঙ্গং কম্বুকণ্ঠং নটেন্দ্রং
ত্রিভুবনকমনীয়ং গৌরচন্দ্রং প্রপদ্যে ॥১৯॥
সুদীর্ঘ সুমনোহরং মধুরকান্তি চন্দ্রাননং
প্রফুল্লকমলেক্ষণং দশনপংক্তি মুক্তাফলম্।

গদগদ বাক্য এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইয়াছিল। প্রেমানন্দে তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন ॥১৬॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমলে যাঁহার অচলা প্রীতি হয়, তাঁহার ভাগ্যে শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণে ভক্তি শত জন্মে হইয়া থাকে ॥১৭॥

যে পরিমাণে যাঁহার শ্রীরাধার পাদপদ্মে প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়, সেই পরিমাণে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে প্রেমভক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥১৮॥

যাঁহার সুন্দর মুখপদ্মের শোভা স্বর্ণকলিকার মত সুমধুর হাস্যযুক্ত, অধরোষ্ঠ পক্কবিম্বফল সদৃশ, এবং কণ্ঠদেশ কম্বুর ন্যায়, সেই ললিত ও সুবলিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ত্রিভুবন-কমনীয় শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি ॥১৯॥

সুপুষ্প নবমঞ্জরী শ্রবণযুগ্ম সদ্ভূষণং
প্রদীপ্ত মণিকঙ্কণং কবিত হেমগৌরং ভজে ॥২০॥
অখিল ভুবনবন্ধো প্রেমসিন্ধো জনেঽস্মিন্
সকল কপটপূর্ণে জ্ঞানহীনে প্রপন্নে।
তব চরণসরোজে দেহি দাস্যং প্রভো ত্বং
পতিততরণ নাম প্রাদুরাসীৎ যতস্তে ॥২১॥
উর্দ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং করুণয়া সর্ব্বান্ জনানাদিশেৎ
রে রে ভাগবতা হরিং বদবদ শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ম্।
প্রেম্না নৃত্যতি হুঙ্কৃতিং বিকুরুতে হা হা রবৈর্ব্যাকুলো
ভূমৌ লুণ্ঠতি মূর্চ্ছতি স্বহৃদয়ে হস্তৌবিনিক্ষিপাতি।২২॥

যাঁহার তনুখানি দীর্ঘ এবং সুন্দর সুবলিত,—নয়নদ্বয় বিকশিত কমলের মত—দন্তপংক্তি মুক্তাফলের মত— কর্ণযুগল সুশোভিত পুষ্পময় নবমঞ্জরীর তুল্য—সেই মণিকঙ্কণ সুশোভিত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রেমময় অবতার গৌরসুন্দরকে আমি ভজনা করি ॥২০॥

হে অখিলভুবনবন্ধো! হে প্রেমসিন্ধো! কপটতাপূর্ণ এই জ্ঞানহীন জনকে তোমার দাসত্ব দান করিয়া চরণকমলে স্থান দাও। হে মহাপ্রভো! তোমাকে অনুগ্রহ করিতেই হইবে, কারণ তোমার নাম যে পতিত পাবন ॥২১॥

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র আজানুলম্বিত দুই বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া করুণা পূর্ব্বক স্বয়ং সকলকেই বলিতেছেন "হে ভাগবতগণ! কেবল হরি হরি বল।" এই বলিয়া

হরের্নাম-কৃষ্ণনাম-গান-দান-কারিণীং
শোকমোহলোভতাপ সর্ব্ববিঘ্ননাশিনীম্ ।
পাদপদ্মলুব্ধ ভক্তবৃন্দ ভক্তিদায়িনীং
গৌরমূর্ত্তিমাশু নৌমি নাম সূত্রধারিণীম্ ॥২৩॥
মালতী মল্লিকা-দামবদ্ধ কুঞ্চিত কুন্তলম্ ।
ভালোন্নত্তিলকং গণ্ড রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥২৪॥
শ্রীখণ্ডাগুরুলিপ্তাঙ্গং কঙ্কণাঙ্গদ ভূষিতং ।
ক্বনন্ মঞ্জীর চরণং গৌরচন্দ্রমহং ভজে ॥২৫॥

তিনি প্রেমাবেশে মধুর নৃত্য করিতেছেন—হুঙ্কার গর্জ্জন করিতেছেন,—হা হা শব্দ করিয়া পরম ব্যাকুল হইতেছেন,—মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছেন—এবং কখন কখন নিজ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতেছেন ॥২২॥

যিনি শোকমোহলোভ তাপত্রয় এবং সর্ব্ববিধ বিঘ্ন বিনাশকারী ভুবনমঙ্গল হরেকৃষ্ণ নাম গান কলিহত জীবকে দান করিয়াছেন—তাঁহার পাদপদ্মমধুলোলুপ ভক্ত নিজজন দিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন এবং স্বয়ং হরিনাম মালা গলদেশে ধারণ করিয়াছেন,—সেই পরম পুরুষ শ্রীগৌরমূর্ত্তিকে আমি শীঘ্র শীঘ্র প্রণাম করি ।২৩॥

তাঁহার কুটিল কুন্তল-রাজি মল্লিকাপুষ্পদামে আবদ্ধ—প্রশস্ত ললাট প্রদেশে সুন্দর তিলক বিরাজিত—এবং গণ্ডদেশে রত্নকুণ্ডল সুশোভিত রহিয়াছে ॥২৪॥

যাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীখণ্ড অগুরু চন্দন দ্বারা সুলেপিত এবং

মধুরং মধুরং কণকাভতনুমরুণাম্বরসৎপরিধেয়মহো।
জগদেক শুভং সকলৈক পরং করুণপ্রবণং ভজতং পরমম্ ॥২৬॥

কৃষ্ণরূপং পরিত্যজ্য কলৌ গৌরোবভূব যঃ।
তং বন্দে পরমানন্দং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুম্ ॥২৭॥

পীতাংশুকং পরিত্যজ্য শোণাম্বরং ধরোতি যঃ।
তং গৌরং করুণাসিন্ধুমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্ ॥২৮॥

অবতীর্ণঃ পুনঃ কৃষ্ণো গৌরচন্দ্রঃ সনাতনঃ।
মগ্নাস্ত্রিভাগপাপেঽস্মিন্ তেষাং ত্রাণস্য হেতবে ॥২৯॥

যাঁহার বাহুদ্বয় কঙ্কনাঙ্গদ ভূষণ দ্বারা বিভূষিত এবং যাঁহার শ্রীচরণ সুমধুর মঞ্জীরশব্দে শব্দিত, সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥২৫॥

আহা! কি সুন্দর সুবলিত শ্রীগৌরচন্দ্রের মধুর কণকবর্ণ তনু—পরিধানে কি সুন্দর অরুণবর্ণ বসন,–তিনিই জগতের একমাত্র শুভদাতা, দীন দয়াময়, পরম কারুণিক এবং ভজনীয় বস্তু ॥২৬॥

যিনি কৃষ্ণরূপ পরিত্যাগ করিয়া এই কলিযুগে গৌররূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥২৭॥

যিনি পীতাম্বর পরিত্যাগ করিয়া অরুণ বসন পরিধান করিয়াছেন—আমি সেই পরম করুণাসাগর ত্রিভুবনাশ্রয়রূপী শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করি ॥২৮॥

এই পৃথিবীমণ্ডল যখন তিন পাদ পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তখনই সংসার-সাগরগ্রস্ত কলিহত জীবের পরিত্রাণের জন্য সনাতন

অবতীর্ণে কলৌ গৌরে চণ্ডালাদ্যাঃ কুজাতয়ঃ।
যাবন্তঃ পাপিনশ্চাপি প্রায়শো বৈষ্ণবা অমী ॥৩০॥
পতিতং দুর্গতং দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবা লোকপাবনাঃ।
করৌ ধৃত্বা হরের্নাম যাচন্তি কৃপয়া কলৌ ।।৩১।।
সঙ্কীর্ত্তনারম্ভকৃতেঽপি গৌরে ধাবন্তি জীবশ্রবণে গুণানি।
অশুদ্ধচিত্তাঃ কিমু শুদ্ধচিত্তাঃ শ্রুত্বা প্রমত্তাঃ খলু তে ননর্ত্তুঃ ।।৩২
কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্যং কলৌ জাতে শচীসুতে।
স্ত্রী বাল জড়মূর্খাদ্যাঃ সর্ব্বে নামপরায়ণাঃ ।।৩৩।।
চণ্ডাল যবনা মূর্খাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনং।
হরের্নাম্নাং গুণানাঞ্চ গৌরেজাতে কলৌ যুগে ॥৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।।২৯॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইলে সমগ্র চণ্ডালাদি নীচজাতি এবং মহাপাপী সকল বৈষ্ণব হইয়াছিল ।।৩০॥

এই কলিকালে গৌরকৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণব সকল সংসার-বন্ধনে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে পতিত এবং দুর্গতিগ্রস্ত দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া হাতে ধরিয়া যাচিয়া যাচিয়া হরিনাম মন্ত্র দিতেছেন ।।৩১।।

যখন শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র ভুবনমঙ্গল হরিনাম সংকীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলেন, তখনই কলিহত জীবগণ তাঁহার অদ্ভুত গুণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সেই হরিনাম যজ্ঞস্থলে ধাবিত হইয়াছিল। শুদ্ধ এবং অশুদ্ধচিত্ত সকল লোকই তৎশ্রবণে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল।।৩২

ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা শচীনন্দন গৌরহরি শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা জড় এবং মূর্খ সকল লোকই

কিমদ্ভুতং গৌরহরেশ্চরিত্রং ততোধিকং তৎপ্রিয়সেবকানাম্ ।
সংকীর্ত্তনামোদজনানুরাগপ্রেমপ্রদানং বিতনোতি লোকে ॥৩৫॥

সুবলিতমণিমালৈর্ব্বদ্ধচূড়ং মনোজ্ঞং
সুললিতমৃদুভালে চন্দনেনানুচিত্রম্ ।
শ্রবণযুগলরন্ধ্রে কুণ্ডলৌ যস্য ভাতৌ
হৃদিবিনিহিতহারং নৌমি তং গৌরচন্দ্রম্ ॥৩৬॥

চৈতন্যরূপগুণকর্ম্মমনোজ্ঞবেশং যঃ সর্ব্বদা স্মরতি চেতমনো বচোভিঃ
তস্যৈব পাদতল-পদ্ম-রজোভিলাষী সেবাং করোমি শতজন্মনি বন্ধুপুত্রৈঃ

হরিনাম পরায়ণ হইল ॥৩৩॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের পর চণ্ডাল, যবন এবং মূর্খাদি সকলেই হরিনাম গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥৩৪॥

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির চরিত্র কি অদ্ভুত ! কিন্তু তদপেক্ষা তাঁহার প্রিয় সেবকগণের চরিত্র অত্যদ্ভুত ! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পরম অনুরাগের সহিত স্বীয় ভক্তগণসহ কীর্ত্তন করিয়া সকলকে প্রেম দান করিতেছেন ॥৩৫॥

যাঁহার মোহন কুন্তলচূড়া সুবলিত মণিমালা দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে, যাঁহার সুন্দর ও সুবলিত কোমল ললাটে সুগন্ধি চন্দনের চিত্র সকল শোভা পাইতেছে,—যাঁহার কর্ণদ্বয়ে মকরকুণ্ডল শোভিত হইতেছে, এবং যাঁহার বক্ষঃস্থলে সুন্দর হার দোদুল্যমান, আমি সেই শ্রীশ্রীগৌর চন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি ॥৩৬॥

যিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর রূপগুণ লীলা এবং এইরূপ সুমোহন মনোজ্ঞ বেশ সর্ব্বদা স্মরণ করেন, আমি

ইয়ং রসজ্ঞা তব নাম কীর্ত্তনে,শ্রোত্রৌ মনো মে শ্রবণেঽনুচিন্তনে।
নেত্রে চ তে রূপ নিরীক্ষণে সদা শিরোস্তু চৈতন্য পাদাভিবন্দনে ॥৩৮
সঙ্কীর্ত্তনানন্দ-রস স্বরূপাঃ প্রেমপ্রদানৈঃ খলু শুদ্ধচিত্তাঃ।
সর্ব্বে মহান্তঃ কিল কৃষ্ণতুল্যাঃ সংসারলোকান্ পরিতারয়ন্তি ॥৩৯॥

যস্মিন্ দেশে কুলাচারো ধর্ম্মাচারশ্চ নাস্তি বৈ।
তথাপি ধন্যস্তদ্দেশো নাম সঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ ॥৪০॥
যাবতাঞ্চ কুতন্ত্রাণাং সমুদ্ধারস্য হেতবে।
অবতীর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণচৈতন্যো জগতাং পতিঃ ॥৪১॥

তাঁহার পাদপদ্মের রজপ্রাপ্তির অভিলাষে শতজন্ম বন্ধু পুত্র পরিবারাদিসহ সেই গৌরভক্তচূড়ামণির সেবা করিব ॥৩৭॥

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভো! আমার এই রসনা তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তনের জন্যই—শ্রবণ যুগল তোমার গুণানুবাদ শ্রবণ জন্যই এবং আমার মন তোমার লীলা সম্বন্ধীয় বিষয় চিন্তা করিবার জন্যই—চক্ষুদ্বয় তোমার অপরূপ রূপ দর্শন করিবার জন্যই,—এবং মস্তক তোমার পাদপদ্মে নতিস্তুতি বন্দনা করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে ॥৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই মহাত্মা—তাঁহারা জনে জনে সংকীর্ত্তন-নামানন্দের স্বরূপ মূর্ত্তি—এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণতুল্য। তাঁহারা ত্রিতাপদগ্ধ সাংসারিক জীবদিগকে প্রেমদান করিয়া পরিত্রাণ করিতেছেন ॥৩৯॥

যদি কোন কোন দেশের লোক ধর্ম্মাচার এবং কুলাচার বর্জ্জিত হয়, তথাপি সেই দেশে যদি হরিনামসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়,

সর্ব্বাবতারা ভজতাং জনানাং, ত্রাতুং সমর্থাঃ কিল সাধুবার্ত্তা।
ভক্তানভক্তানপি গৌরচন্দ্রস্তত্তার কৃষ্ণামৃতনামদানৈঃ ॥৪২॥
চৈতন্যঃ প্রেমদাতাখিলভুবনজনান্ ভাবহুঙ্কারনাদৈ
র্গোবিন্দাকৃষ্টচিত্তান্ কুবিষয়বিরতান্ কারয়ামাস শীঘ্রং।
এবং শ্রীগৌরচন্দ্রে জগতি চ জনিতে বঞ্চিতো যো হি মূর্খ-
স্তাপী পাপী সুরাপী হরিগুরুবিমুখঃ সর্ব্বদা বঞ্চিতঃ সঃ॥৪৩॥

ত্রিভুবনকমনীয়ে গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে,
পতিত যবনমূর্খাঃ সর্ব্বথা স্ফোটয়ন্তু।

তবে সে দেশ ধন্য—সে দেশবাসীও ধন্য ॥৪০॥

সমস্ত কুতন্ত্রী লোকসম্প্রদায়কে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর এই কলিকালে নদীয়ায় আবির্ভাব ॥৪১॥

সাধুমুখে শুনিতে পাই যে, অন্যান্য অবতারে শ্রীভগবান্ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কেবলমাত্র তাঁহার ভক্তগণকে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনামামৃতদানে ভক্তাভক্ত সকলকেই অবিচারে পরিত্রাণ করিয়াছেন।৪২॥

প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু প্রেমভাবে প্রমত্ত হইয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া জগতের সর্ব্বলোককে কুবিচার হইতে বিরত করিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আসক্ত করিয়াছেন—এমন পরম-দয়াল মহাপ্রভু এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেও যে মূঢ় ও মূর্খ তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই পাপী, তাপী, সুরাপায়ী এবং হরি-গুরুবিমুখ—সেই প্রকৃত ভাবেই সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত ॥৪৩॥

এই ত্রিভুবনসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলে

ইহ জগতি সমস্তা নাম সঙ্কীর্ত্তনার্ত্তা

বয়মপি চ কৃতার্থাঃ কৃষ্ণনামাশ্রয়াদ্বৈ ॥৪৪॥

মধুরমধুরমেতদ্বৈষ্ণবানাং চরিত্রং

কলিমলকৃতহীনান্ দোষবুদ্ধ্যা ন জগ্মুঃ।

সকলনিগমসারং নামদাতুং চ তত্র

প্রবলকরুণয়া শ্রীগৌরচন্দ্রোঽবতীর্ণঃ ॥৪৫॥

লোকান্ সমস্তান্ কলিদুর্গবারিধের্নাম্না সমুত্তার্য্য স্বতঃ সমর্পিতং।

শ্রীগৌরচন্দ্রৈর্হরি বৈষ্ণবানাং নাম্নশ্চ তত্ত্বং কথিতং জনে জনে ॥৪৬॥

যাবন্তো বৈষ্ণবা লোকে পরিত্রাণস্য হেতবে।

রটন্তি প্রভুনাদিষ্টা দেশে দেশে গৃহে গৃহে ॥৪৭॥

পতিত, অধম, যবন মূর্খাদি পর্য্যন্ত সকলে সর্ব্বভাবে আনন্দিত হইয়াছিল এবং এই জগতের সমস্ত লোক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়াছিল ॥৪৪॥

এই সকল গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের চরিত্র বড়ই মধুর। তাঁহারা কলিহত পাপপঙ্কনিমগ্ন হীন ও মলিন জীবসকলের দোষ বা অপরাধ গ্রহণ করেন না। যেহেতু সকল নিগমসার হরিনাম-সুধা প্রদান করিতে পরম করুণাসাগর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥৪৫॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র অতি ভীষণ তরঙ্গাকুল ভবসাগরনিমগ্ন কলিহত জীব সকলকে স্বেচ্ছায় হরিনামামৃত প্রদান করিয়া উদ্ধার করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে নামের মাহাত্ম্য এবং শ্রীবৈষ্ণবতত্ত্ব অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন ॥৪৬॥

জগদ্বন্ধোর্জগৎকর্ত্তা জগতাং ত্রাণ হেতবে।

যত্রতত্র হরেঃ সেবা কীর্ত্তনে স্থাপিতে সুখে ॥৪৮॥

গৌরাঙ্গঃ প্রেমমূর্ত্তির্জগতি যদবধি প্রেমদানং করোতি,

পাপী তাপী সুরাপী নিখিলজনধনস্থাপ্যহারী কৃতঘ্নঃ।

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ স্বকীয়ান্ বিষমিব বিষয়ং সংপরিত্যজ্য কৃষ্ণং

গায়ন্ত্যুচ্চৈঃ প্রমত্তাস্তদবধি বিকলাঃ প্রেমসিন্ধৌ বিমগ্নাঃ ॥৪৯॥

যেষাং কস্মিন্ যুগে নাভুন্নিস্তারো বহুজন্মনি।

কলৌ তে তে সুখে মগ্না নামগানপ্রসাদতঃ ॥৫০॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশমত তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবসকল কলিহত জীবের পরিত্রাণহেতু দেশে দেশে প্রতিগৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া হরিনাম প্রচার করিতেছেন ও নামসুধা বিলাইতেছেন ॥৪৭

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র জগদ্বন্ধু এবং জগৎকর্ত্তা। তিনি এই ভারতবর্ষে যেখানে সেখানে হরিসেবা এবং সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

যদবধি প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই জগতে প্রেমদান করিতেছেন,—তদবধি পাপী তাপী সুরাপায়ী কৃতঘ্ন এবং স্থাপ্যধন হরণকারী মহাপাপী লোকসকল স্বকৃত কুকর্ম্ম এবং বিষয় বাসনা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করতঃ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে ॥৪৯॥

যে সকল মহাপাপীলোকের বহু জন্মেও কোন যুগে নিস্তারের কোন উপায় ছিল না—তাহারাই এই কলিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীহরিনাম-গানের প্রসাদে এখন সুখ-সাগরে মগ্ন হইয়াছে ॥৫০॥

হরের্নাম্না প্রসাদেন নিস্তরেৎ পাতকীজনঃ।
উপদেষ্টা স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যো জগদীশ্বরঃ ॥৫১॥
অখিল ভুবনবন্ধুর্নামদাতা কৃপালুঃ
কষিতকনকবর্ণঃ সর্ব্বমাধুর্য্য-পূর্ণঃ।
অতিসুমধুরহাসঃ স্নিগ্ধদৃক্‌প্রেমভাসঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫২॥
অতি মধুরচরিত্রঃ কৃষ্ণনামৈক মন্ত্রো
ভুবনবিদিত সর্ব্বপ্রেমদাতা নিতান্তঃ।
বিপুল পুলকধারী চিত্তহারী জনানাং
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৩॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীহরিনাম গানের প্রসাদে মহাপাতকী সকল উদ্ধার হইতেছে। সর্ব্বেশ্বর এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ংই তাহাদিগের উপদেষ্টা ॥৫১॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র নিখিল ভুবনবন্ধু—তিনি নামদাতা এবং পরম কৃপালু। তাঁহার অপরূপ স্বর্ণবর্ণ উজ্জ্বল মনোহর রূপ এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরম মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার শ্রীবদনের হাস্য অতিশয় সুমধুর—তাঁহার নয়নকমলের দৃষ্টি অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য অমৃতময় ও প্রেমপূর্ণ। নটবর নাগর সেই শ্রীশ্রীগৌর-চন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥৫২॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের চরিত্র অতিশয় সুমধুর। কৃষ্ণনামই তাঁহার একমাত্র মহামন্ত্র। ত্রিভুবনেই বিদিত আছে, তিনিই একমাত্র প্রেমদাতা,—তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিপুল পুলকপূর্ণ; তিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। নটবর নাগর সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥৫৩॥

সকল নিগমসারঃ পূর্ণঃ পূর্ণাবতারঃ
কলি-কলুষ-বিনাশঃ প্রেমভক্তি প্রকাশঃ।
প্রিয় সহচরসঙ্গে রঙ্গভঙ্গ্যা বিলাসী
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৪॥
জগদতুল মনোজ্ঞো নাট্যলীলাভিবিজ্ঞঃ
কলিত মধুর বেশৈ মূর্চ্ছিতাশেষদেশঃ।
প্রবলগুণগভীরঃ শুদ্ধসত্ত্বস্বভাবঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৫॥
নিরবধিগলদশ্রুঃ স্বেদযুক্তঃ সকম্পঃ
পুলকবলিতদেহঃ সর্ব্বলাবণ্যগেহঃ।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র সকল নিগমসার—তিনিই পূর্ণ এবং পূর্ণাবতার। তিনিই কলিহত জীবের সর্ব্ব পাপ নাশ করিয়া প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিত্যপরিকর নিজ সহচরগণ সঙ্গে নানা রঙ্গেভঙ্গে বহুবিধ বিলাসরঙ্গ করিতেছেন। নটবর নাগর সেই গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥৫৪॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র ত্রিজগৎ মধ্যে অনুপম ও মনোহারী অদ্বিতীয়, নাট্যলীলারসজ্ঞ—তাঁহার মধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল অপূর্ব্ব বেশ দর্শনে অশেষ দেশের লোকসমূহ সম্মোহিত,—তাঁহার প্রবল গুণগ্রাম, সর্ব্বজনবিদিত এবং তিনি গভীর শুদ্ধ সত্ত্বস্বভাব। নটবর নাগর সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥৫৫॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষুদ্বয় হইতে অবিরল ধারে প্রেমাশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে—তাঁহার অতিশয় লাবণ্যময় শ্রীঅঙ্গ

মনসিজ শতচিত্ত-ক্ষোভকারী যশস্বী

স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৬॥

শমনদমননাম কৃষ্ণনামপ্রদানঃ পরমপতিতদীন ত্রাণকারুণ্যসীমঃ।
ব্রজবিপিনরহস্যঃ প্রাজ্ঞনচ্চারুগাত্রং স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ
সকল রসবিদগ্ধঃ কৃষ্ণনামপ্রমোদঃ প্রবলগুণগভীরঃ প্রাণিনিস্তারধীরঃ।
নিরুপমতনুরূপঃ দ্যোতিতানঙ্গভূপঃ স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ

স্বেদযুক্ত, প্রেমানন্দে প্রকম্পিত এবং পুলকে পরিপূর্ণ। যশস্বী শত শত কামদেবের চিত্তকে যাঁহার অপরূপ রূপরাশিতে ক্ষোভিত ও চঞ্চল করিতেছে;—সেই নটবর নাগর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥৫৬॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র শমনদমনকারী কৃষ্ণনামামৃত কলিহত জীবকে অবিচারে প্রদান করিতেছেন—তিনি পতিতপাবন,—দীনহীনের ত্রাণকর্ত্তা এবং করুণার শেষ সীমা। তাঁহার সুন্দর সুবলিত শ্রীঅঙ্গখানি দর্শকগণকে শ্রীবৃন্দাবনরহস্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে এবং তজ্জনিত প্রেমে তাহাদের হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে। নটবর নাগর সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে উদয় হউন ॥৫৭॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র রসিকেন্দ্রচূড়ামণি—সকল রস-বিদগ্ধসার। তিনি কৃষ্ণনামে সর্ব্বদা প্রমত্ত,—তাঁহার প্রবল গুণরাশি সাগরতুল্য গভীর—তিনি অতি ধীর গম্ভীর। লোকনিস্তারহেতু তিনি অতিশয় যত্নবান। তাঁহার অপরূপ রূপরাশির তুলনা নাই। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অনঙ্গরাজ দীপ্তি পাইতেছেন। নটবর নাগর সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥৫৮॥

বিমল কমলবক্ত্রঃ পক্কবিম্বাধরোষ্ঠস্তিলকুসুমসুনাসঃ কম্বুকণ্ঠসুদীর্ঘঃ।
সুবলিতভুজদণ্ডো নাভিগম্ভীররূপঃ স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ

কষিতকনককান্তেঃ সারলাবণ্যমূর্ত্তিঃ
কলিকলুষবিহন্তা যস্যকীর্ত্তির্বরিষ্ঠা।
অখিলভুবনলোকে প্রেমভক্তিপ্রদাতা
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৬০॥

বহুবিধ মণিমালা বদ্ধকেশো বিচিত্রো
মলয়জতিলকোদ্যদ্ভালদেশোজ্জ্বলকান্তিঃ।
শ্রবণ যুগললোলৎকুণ্ডলো হারবক্ষাঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৬১॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের বিমল বদনচন্দ্র বিকচ কমলতুল্যসুন্দর অধরোষ্ঠ পক্কবিম্বফল সদৃশ—সুন্দর নাসিকা তিলফুল সদৃশ—তাঁহার কণ্ঠদেশ কম্বুর ন্যায়—তাঁহার সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় সুবলিত এবং নাভি সুগভীর। নটবর নাগর সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥৫৯॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীঅঙ্গকান্তি কষিত কাঞ্চন বর্ণের ন্যায়,—তাঁহার শ্রীঅঙ্গ লাবণ্যের সারস্বরূপ,—তিনি কলিকলুষ হন্তা—ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। তিনি নিখিল ভুবনের লোকদিগকে অযাচিতভাবে প্রেমদান করিতেছেন। সেই নটবর নাগর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥৬০॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের বিচিত্র কেশকলাপ নানাবিধ মণিমালা দ্বারা আবদ্ধ—তাঁহার সুন্দর ভালে মলয়জ তিলকরাজি বিরাজিত—কুঞ্চিত

যদবধি হরিনাম প্রাদুরাসীৎ পৃথিব্যাং
তদবধি খলু লোকা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এতে।
তিলকবিমলমালানামযুক্তাঃপবিত্রা
হরি হরি কলিমধ্যে এবমেবং বভূব ॥৬২॥
জীবে পূর্ণ দয়া যতঃ করুণয়া হা হা রবৈঃ প্রার্থনং
হে হে কৃষ্ণ কৃপানিধে ! ভব মহাদাবাগ্নিদগ্ধান্ জনান্।
ত্রাহি ত্রাহি মহাপ্রভো ! স্বকৃপয়া ভক্তিং নিজাং দেহ্য
মেবং গৌরহরেঃ সদা প্রকুরুতে দীনৈকনাথঃ প্রভুঃ ॥৬৩॥

কুন্তলদলরাজি শিরঃপ্রদেশে দোদুল্যমান—তাঁহার কর্ণ মকরকুণ্ডল এবং বক্ষঃস্থল স্বর্ণহার দ্বারা সুশোভিত। সেই নটবর নাগর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥৬১॥

যদবধি এই পৃথিবীমণ্ডলে শ্রীহরিনামের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—তদবধি সকল লোক বৈষ্ণব হইয়াছে,—তাঁহারা তিলক এবং হরিনামের মালা ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন। হরি ! হরি ! এই কলিকালে যেন এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন নিরবধি সংঘটিত হয়।৬২

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র কলিহত জীবের প্রতি পূর্ণভাবে দয়া প্রকাশ করিতেছেন,—যেহেতু তিনি করুণা করিয়া পরম আর্ত্তিসহকারে এই প্রার্থনা করেন 'হে করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ!' এই সংসারদাবানলদগ্ধ জীবসকলকে রক্ষা কর ! হে মহাপ্রভো ! কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার নিজ গুপ্তবিত্ত প্রেমভক্তিধন দান কর। একমাত্র দীনৈক-শরণ, পতিতপাবন শ্রীশ্রীগৌরহরি শচীনন্দন ব্যতীত অন্য কেহই এই প্রকার প্রার্থনা করিতে সমর্থ নহেন ॥৬৩॥

বিষণ্ণ চিত্তান্ কলিপাপ ভীতান্ সংবীক্ষ্য গৌরো হরিনাম মন্ত্রং।
স্বয়ং দদৌ ভক্তজনং সমাদিশেৎ কুরুষ্ব সংকীর্ত্তনং নৃত্য বাদ্যান্।৬৪॥

হরের্মূর্ত্তিং সুরূপাঙ্গাং ত্রিভঙ্গমধুরাকৃতিং।
ইতি গৌরো বদেদ্ভক্তান্ স্থাপয়স্ব গৃহে গৃহে ॥৬৫॥
সুশোনপদ্মপত্রাক্ষঃ সুবিম্বাধরপল্লবৈঃ।
সুনাসাপুটলালিতং গৌরচন্দ্রং নমস্তুতে ॥৬৬॥
কন্দর্পকোটিলাবণ্যকোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
কোটিকাঞ্চনপুষ্পাভগৌরচন্দ্রো নমস্তুতে।৬৭॥

শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি কলিহত জীবদিগকে বিষণ্ণচিত্ত এবং পাপে কলুষিত ও ভীত দেখিয়া স্বয়ং হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার ভক্তগণকে নৃত্যবাদ্য সহিত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে অভ্যস্ত করিয়াছেন।৬৪॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার অনুগত ভক্তগণকে বলিতেছেন,—তোমরা ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা মধুরাকৃতি বিশিষ্ট অতি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতি গৃহে গৃহে স্থাপন করিয়া পূজা কর ॥৬৫॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের নয়নদ্বয় রক্ত পদ্মের ন্যায় অত্যন্ত সুন্দর—তাঁহার বিম্বাধর অতিশয় মনোরম—তাঁহার নাসাপুট মাধুর্য্যের খনি—সেই সুন্দরাতিসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥৬৬॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখপদ্মে কোটি কন্দর্পের লাবণ্য—কোটি চন্দ্রের কিরণ—এবং কোটি রক্ত কাঞ্চন পুষ্পের শোভা বিরাজ করিতেছে। সেই সুন্দরাতিসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥৬৭॥

সমুক্তাদন্তপংক্ত্যাভো হাস্যশোভা শুভাকরং।
সিংহগ্রীবলসৎকণ্ঠোগৌরচন্দ্র নমস্তুতে ॥৬৮॥
মল্লিমালোল্লসদ্বক্ষাঃ কর্ণালম্বিত মৌক্তিকঃ।
কঙ্কনাঙ্গদসংযুক্তমহাভুজ নমস্তুতে ॥৬৯॥
মৃগেন্দ্রমধ্যকঙ্কালজানুরম্ভাতিসুন্দর।
কূর্ম্মপৃষ্ঠপদদ্বন্দ্বগৌরচন্দ্র নমস্তুতে ॥৭০॥
আশ্রয়ে তব পাদাব্জং কলিকা চম্পকাঙ্গুলং।
কৃপাং কুরু দয়ানাথ গৌরচন্দ্র নমস্তুতে ॥৭১॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের দন্তপংক্তির শোভা উত্তম মুক্তামালা সদৃশ এবং উহা হাস্যসৌন্দর্য্যের আকর স্বরূপ। তিনি সিংহগ্রীব এবং তাঁহার কণ্ঠদেশ চারু ও মনোজ্ঞ। সেই সুন্দরাতিসুন্দর গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥৬৮॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের প্রশস্ত বক্ষে সুন্দর মল্লিকার মালা দোদুল্যমান,—কর্ণদ্বয়ে সুন্দর মুক্তাফল লম্বিত,—ভুজদ্বয় স্বর্ণভূষণ সংযুক্ত,—সুন্দরাতিসুন্দর সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।৬৯॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের অতি সুন্দর ক্ষীণ কটিদেশ সিংহের ন্যায়—জানুদ্বয় রম্ভাবৃক্ষের ন্যায় সুন্দর,—এবং শ্রীপদদ্বয় কূর্ম্মপৃষ্ঠ সদৃশ। সেই সুন্দরাতিসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥৭০॥

হে গৌরচন্দ্র! চম্পক কলিকার ন্যায় অঙ্গুলিযুক্ত তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমাকে আশ্রয় দান কর। হে দয়ানাথ! আমাকে কৃপা কর! তোমার শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৭১॥

নখপংক্তিজিতানেকমাণিক্যমুকুরদ্যুতে।
চরণে শরণং যাচে গৌরচন্দ্র নমস্তুতে ॥৭২॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কিতে পাদপদ্মেঽহং শরণং গতঃ।
করিষ্যন্তি যমঃ কি মে গৌরচন্দ্র নমস্তুতে ॥৭৩॥
শতশতপতিতানাং ত্রাণকর্ত্তা প্রভুস্ত্বং
কথমপি কিমুদোষে বঞ্চিতোঽহং প্রপন্নঃ।
কলিভয়কৃতভীতং ত্রাহিমাং দীনবন্ধো
শরণাগতগতিস্ত্বং কিং ব্রুবে গৌরচন্দ্র ॥৭৪॥
কিমদ্ভুতং গৌরহরেশ্চরিত্রং নামোপদেশাদ্ধরিমাশ্রয়ন্তি।
নৃত্যন্তি গায়ন্তি রুদন্তি লোকা রটন্তি অর্থান্ হরিভক্তিযুক্তাঃ ॥৭৫॥

হে গৌরচন্দ্র! তোমার নখচন্দ্র মাণিক্য মুকুর কান্তিকে জয় করিয়াছে—তোমার চরণে আমি একান্ত শরণ লইলাম—তোমার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥৭২॥

হে গৌরচন্দ্র! তোমার ধ্বজবজ্রাঙ্কিত শ্রীপাদপদ্মে আমি একান্ত শরণ লইলাম—এখন আমার আর শমন ভয় নাই। তোমার শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৭৩॥

হে গৌরচন্দ্র! তুমি শত শত পতিত অধম জীবের উদ্ধারকর্ত্তা। আমি কি অপরাধে কেন যে তোমার কৃপায় বঞ্চিত তাহা জানিনা। হে দীনবন্ধো! আমি কলিভয়ে ভীত হইয়াছি—আমাকে পরিত্রাণ কর। আমি আর কি বলিব? তুমি যে প্রভো! শরণাগতের একমাত্র গতি ॥৭৪॥

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির কি অদ্ভুত চরিত্র! তিনি শ্রীহরি-

নিরন্তরং কৃষ্ণকথাপরস্পরং সুভক্তিদং নাম হরের্বদন্তি বৈ।
জল্পন্তি লোকা ভুবিভাববিহ্বলা গৌরেঽবতীর্ণে কলিপাপনাশকে ॥৭৬

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যজ্ঞধ্যানতপব্রতৈঃ।
কেষাং কেষাং ফলং জাতং শুভকর্ম্মবিধানতঃ ॥৭৭॥
কলৌ শ্রীগৌরকৃপয়া নাম মাত্রৈকজল্পকা।
কৃষ্ণসান্নিধ্যসংপ্রাপ্তাঃ প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ॥৭৮॥
অনুব্রহ্মাণ্ডয়োর্মধ্যে চৈতন্যেন সমাহৃতং।
হরেকৃষ্ণরামনাম-মালাং ভক্তিপ্রদায়িনীং ॥৭৯॥

নামোপদেশ প্রদান করিয়া জগজ্জীবকে হরিপরায়ণ করিতেছেন। এক্ষণে এই সকল লোক হরিভক্ত হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে —হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে—প্রেমানন্দে কাঁদিতেছে এবং হরিভক্তি-কথা ব্যাখ্যা করিতেছে ॥৭৫॥

শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি কলিহত জীবের পাপতাপ নাশ করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলে লোকসকল নিরন্তর পরস্পর হরি-কথা বলিতেছে—ভক্তিপ্রদ হরিনাম উচ্চারণ করিতেছে এবং প্রেমভাবে বিভাবিত হইয়া নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিতেছে ॥৭৬॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে তপ, ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রত দ্বারা কোন কোন লোক শুদ্ধ ধর্ম্মবিধান পালন করিয়াছেন, কিছু ফলও লাভ করিয়াছেন ॥৭৭॥

কিন্তু এই কলিযুগের লোক সকল শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাকটাক্ষে কেবলমাত্র হরিনাম করিয়াই প্রেম ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করিতেছে ॥৭৮॥

জল্পন্তি হরিনামানি চৈতন্যজ্ঞানরূপতঃ।

ভজন্তি বৈষ্ণবান্ যে তু তে গচ্ছন্তি হরেঃ পদং ॥৮০॥

শৃণ্বন্তি যে বৈ গুরুতত্ত্ব-গাথাং গায়ন্তি যত্নৈর্হরিনামমন্ত্রং।

পূজন্তি সাধুগুরুদেবতাঞ্চ চৈতন্যভক্তাঃ কলিকালমধ্যে ॥৮১॥

কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন হরিনাম প্রকাশিতং।

যেন কেনাপি তৎপ্রাপ্তুং ধন্যোঽসৌ লোকপাবনঃ ॥৮২॥

যদি স্যাৎ বৈষ্ণবে প্রীতিঃ সদা কীর্ত্তনলম্পটঃ।

গৌরাঙ্গচন্দ্রবিমুখঃ ন বৈ ভাগবতোপি সঃ ॥৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ হরেরাম নামের ভক্তিদায়িনী মালা ব্রহ্মাণ্ডের ছোট বড় সকলের গলদেশে অর্পণ করিয়া পাপতাপ হরণ করিয়াছেন ॥৭৯॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্ব-স্বরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া হরিনাম করেন এবং তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগকে ভজনা করেন, তাঁহারাই হরিপাদপদ্ম লাভ করেন ॥৮০॥

এই কলিকালে যাঁহারা শ্রীগুরুতত্ত্বকথা শ্রবণ করেন,—যত্নপূর্ব্বক হরিনাম মহামন্ত্র গান করেন—সাধু-গুরু ও দেবতার পূজা করেন,—তাঁহাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়া জানিবে ॥৮১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভুবনমঙ্গল হরিনাম প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন—এক্ষণে তাহা যে সে লোকে অনায়াসে পাইতেছে। যিনি পাইতেছেন, তিনি ধন্য এবং লোকপাবন হইতেছেন ॥৮২॥

যদি কোন ব্যক্তির বৈষ্ণবে প্রীতি থাকে—এবং তিনি সদা সঙ্কীর্ত্তনরত হন,—তবে তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কখন

অনন্যচেতা হরিমূর্ত্তিসেবাং করোতি নিত্যং যদি ধর্ম্মনিষ্ঠঃ।
তথাপি ধন্যো নহি তত্ত্ববেত্তা গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখো যদি স্যাৎ ॥৮৪॥

কিমু সুখমুপভোক্তুং বাঞ্ছয়েদ্বঞ্চিতোঽসৌ,
সকল নিগমসিদ্ধং গৌরচন্দ্রং ন বেত্তি।
হরি হরি কথমেতৎ কুত্র যাতং চরিত্রং
স ভব জলধিমধ্যে কুম্ভীপাকে পপাত ॥৮৫॥

শচীসুত-পদাম্বুজে শরণমাত্রমন্বেষণং
করোমি কুলদেবতে প্রবল কাতরে বৈষ্ণবাঃ।
কৃপাং কুরুত সর্ব্বদা ময়ি বিচিত্র বাঞ্ছাস্পদং
মম প্রণত চেতসো ভবতু সিদ্ধিরব্যাহতা ॥৮৬॥

বিমুখ হয়েন না। তিনি প্রবল ভাগবত বলিয়া গণ্য হন ॥৮৩॥

যিনি অনন্যচেতা হইয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত সর্ব্বদা শ্রীহরিপদ সেবা পূজাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখ, তিনি ধন্য ও প্রকৃত তত্ত্ববেত্তা হইতে পারেন না ॥৮৪॥

সকল নিগমসিদ্ধ সর্ব্বাবতার শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে যিনি জানেন না, বা জানিতে চান না—তিনি কেন প্রেমসুখ ভোগের বাঞ্ছা করিবেন? তিনি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইয়াছেন। হরি হরি! কেনই বা এমন হয়! এই প্রকার বুদ্ধি ও চরিত্র লইয়া সে ব্যক্তির জন্মই বা কেন হয়! সে ব্যক্তি ভবজলধি মধ্যে কুম্ভী পাকে পতিত হইবার উপযুক্ত পাত্র ॥৮৫॥

আমি শচীনন্দন গৌরহরির রাতুল পাদপদ্মে একমাত্র শরণ অন্বেষণ করিতেছি। হে আমার কুলদেবতা বৈষ্ণবগণ তোমরা এই

ন ধনং ন যশো ন কুলং ন তপো ন জনং ন শুভং ন সুতং ন সুখম্।
চরণে শরণং তব গৌরহরে মম জন্মনি জন্মনি দেহি বরম্ ॥৮৭॥

নানাক্লেশ ময়া যুক্তং স্মৃতিহীনঞ্চ মাং প্রভো।
ভবভীতাদ্ গৌরচন্দ্র ত্রাহি ত্রাহি কৃপানিধে ॥৮৮॥

অনেক জন্ম ভ্রমণে মনুষ্যোঽহং ভবন্ কলৌ।
ব্যাকুলাত্মা পদাব্জে তে শরণং রক্ষ মাং প্রভো ॥৮৯॥

কাতরং পতিতং শোচ্যং ত্রাহিমাং শ্রীশচীসুত।
সর্ব্বে প্রেমসুখেমগ্না বঞ্চিতং মা কুরু প্রভো ॥৯০॥

কাতর দীনজনকে কৃপা করিয়া তাঁহার সেই বাঞ্ছিতপদ পাইতে সমর্থ কর—যেন এই প্রকারে আমার বাঞ্ছিত চিত্ত নিশ্চল ও অব্যাহতা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥৮৬॥

আমি ধন, জন, যশ, কুল, তপ, সুখ, শুভ এবং পুত্রাদি চাহি না। হে গৌরহরি! যেন জন্মে জন্মে আমি তোমার চরণে শরণ লইয়া আমি তোমাকেই যেন ভজন করি। আমাকে এই বর দান কর ॥৮৭॥

হে প্রভো গৌরচন্দ্র! আমি সংসার-ক্লেশক্লিষ্ট এবং স্মৃতিহীন হইয়াছি! হে কৃপানিধে! আমাকে ভবভয় হইতে পরিত্রাণ কর ॥৮৮॥

আমি বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে এই কলিকালে দুর্লভ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়াছি। হে মহাপ্রভো! আমি অতিশয় ব্যাকুলান্তঃকরণে তোমার শ্রীচরণকমলে শরণ লইতেছি, আমাকে রক্ষা কর ॥৮৯॥

হে শচীনন্দন! আমি অত্যন্ত কাতর এবং অধম পতিত এবং

সর্ব্বেষাং পাপযুক্তানাং ত্রাতুং শক্তোঽন্য দৈবতঃ।
মদোদ্ধারে প্রভুর্গৌরো যতঃ পতিতপাবনঃ॥৯১॥
শ্রীগৌরচরণ-দ্বন্দ্বে যাচে যাচে পুনঃ পুনঃ।
জীবনে মরণে বাপি তব রূপং বিচিন্তয়ে ॥৯২॥
কৃষ্ণ ত্বং দ্বাপরে শ্যামং কলৌ গৌরাঙ্গবিগ্রহম্।
ধৃত্বাঽশেষ জনান্ প্রেমভক্তিং যচ্ছসি লীলয়া ॥৯৩॥
যথেপ্সিতং গৌরপদারবিন্দে নিবেদিতং দেহ মনো বচোভিঃ।
সর্ব্বার্থ সিদ্ধিং কুরুমে কৃপালো নিরন্তরং তে স্মৃতিরস্তু নিত্যা ॥৯৪॥

আমার অবস্থা অতীব শোচনীয়। আমাকে তুমি কৃপা করিয়া ত্রাণ কর। এই জগৎ সংসারে সকলেই তোমার প্রেমে মগ্ন রহিয়াছে। প্রভু হে! একমাত্র আমাকে বঞ্চিত করিও না ॥৯০॥

প্রভু হে! অন্যান্য দেবতাগণ অপর সমুদয় পাপীগণকে ত্রাণ করিতে সমর্থ, কিন্তু হে গৌরচন্দ্র! তুমিই আমার একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা, যেহেতু তুমিই একমাত্র পতিত-পাবন ॥৯১॥

শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্রের রাতুল চরণদ্বয়ে বারবার আমার এই একমাত্র কাতর প্রার্থনা, যেন জীবনে মরণে সর্ব্বদা তোমার অপরূপ রূপ আমি চিন্তা করিতে পারি ॥৯২॥

হে কৃষ্ণ! তুমিই দ্বাপর যুগে শ্যামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—এই কলিকালে পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ এবং এইরূপ অপূর্ব্ব মধুর লীলারঙ্গ প্রকাশ করিয়া জগজ্জনকে প্রেমভক্তি শিক্ষা প্রদান করিতেছ ॥৯৩॥

আমার মনে যাহা যাহা উদয় হইয়াছে আমি তাহাই তোমার

স্বতন্ত্রস্বপ্রভোরেব লীলামনুজবিগ্রহম্‌।

ধৃত্বা লোকপরিত্রাণং কৃতবান্‌ হরিনামভিঃ ॥৯৫॥

অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো! সংসার বন্ধাৎ কুরু মাং বিমুক্তং।

ভ্রমামি তীর্থান্‌ তব নাম গানৈ দৃষ্ট্বা মহাত্মান্‌ হরিদেব রূপান্‌॥৯৬॥

যদুক্তং যৎকৃতং পূর্ব্বং যৎশ্রুতং যম্মনোগতম্‌।

সর্ব্বং ক্ষমস্ব হে গৌর ত্বৎস্মৃতিঃ স্যাৎ সদা মম ॥৯৭॥

লজ্জাং ত্যক্ত্বা পদে যাচে ভক্তিং মাং প্রেমলক্ষণাম্‌।

দেহি গৌর কৃপাসিন্ধো! তদ্বিনা নাস্তি দুঃখহা ॥৯৮॥

পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে নিবেদন করিতেছি। হে করুণাময়! হে কৃপানিধি! আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি কর যেন নিরন্তর তোমার পাদপদ্ম আমার স্মরণ থাকে ॥৯৪॥

হে মহাপ্রভো! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তুমি অপূর্ব্ব লীলা-রসময় বিগ্রহ লীলাপ্রসঙ্গে অবতার গ্রহণ করিয়া শ্রীহরিনাম দান করতঃ জগজ্জীবকে উদ্ধার করিতেছ ॥৯৫॥

হে অনাথবন্ধো! হে করুণাসিন্ধো! আমাকে সংসার-বন্ধন হইতে অবিলম্বে মুক্ত কর। তোমার পরম পবিত্র নাম গান করিয়া এবং তোমার অনুগত দেবতুল্য সাধুমহাত্মাগণকে দর্শন করিবার উদ্দেশে যেন আমি তীর্থ পর্য্যটন করি ॥৯৬॥

আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—করিয়াছি—শুনিয়াছি এবং মনে মনে ভাবিয়াছি, হে গৌরচন্দ্র! সে সমুদয় নিজ গুণে এক্ষণে ক্ষমা কর। আর এই বরদান কর সদা সর্ব্বদা যেন তোমার পাদপদ্ম স্মরণ থাকে,—তোমার চরণে এই আমার কাতর প্রার্থনা।৯৭॥

অনেক জন্মকৃত মজ্জনোহব্ধৌ সিদ্ধিং কুরুস্ব প্রভু গৌরচন্দ্র।
সমুজ্জ্বলাং তে পাদপদ্মসেবাং করোমি নিত্যং হরিকীর্ত্তনঞ্চ ॥৯৯॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নং গৌরাঙ্গ ত্বাং নিবেদয়ে।
কৃপাং কুরু দয়ানাথ! সর্ব্বসেবাং করোম্যহং ॥১০০॥

গীয়তে যে রতিত্বেন চৈতন্য-শতকং মুদা।
যঃ পঠেৎ শ্রূয়তে নিত্যং প্রাপ্তিঃস্যাৎ শ্রীশচীসুতে॥

শ্রীচৈতন্য-শতকং সমাপ্তম্।

হে গৌরচন্দ্র! আমি সর্ব্বভাবে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে এই বিনীত প্রার্থনা করিতেছি, যে আমাকে তুমি প্রেমলক্ষণা ভক্তিদান কর—যেন সদাসর্ব্বদা তোমার চরণ দু'খানি আমার স্মরণ থাকে ॥৯৮॥

হে গৌরচন্দ্র! আমি বহু জন্মজন্মান্তর হইতে সংসার-সাগরে মগ্ন রহিয়াছি—তুমি আমাকে দয়া করিয়া উদ্ধার কর। আমার কাতর প্রার্থনা যে আমি তোমার প্রেমভক্তি সমুজ্জ্বল শ্রীপাদপদ্ম সেবা করি এবং নিরবধি নিরুপাধি হরিসংকীর্ত্তন করি ॥৯৯॥

হে মহাপ্রভো! তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে অভিন্ন। হে দয়ানিধে! তোমার চরণকমলে আমার এই বিনীত নিবেদন, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে তুমি সর্ব্বভাবে তোমার সেবার অধিকারী কর ॥১০০॥

ফলশ্রুতি।

যিনি আনন্দ সহকারে রতি ও ভক্তিপূর্ব্বক এই শ্রীচৈতন্য-শতক নিত্য পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্য শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিকে প্রাপ্ত হইবেন,—অর্থাৎ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা লাভ করিবেন।

—:*:*:—

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

মধ্যখণ্ডে—দ্বাদশ অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুইজন করে বহু-রঙ্গে ॥
প্রেমানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ-রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥
সভারে দেখিয়া প্রীত মধুর-সম্ভাষ।
আপনা আপনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস ॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
শুনিতে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সভার ॥
বর্ষায় গঙ্গার ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাষয়ে, তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত ॥
সর্ব্বলোক দেখি তাঁরে করে হায় হায়।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ-রায় ॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে 'হায় হায়' ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন ॥
এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত মুখেও নারি করিতে বর্ণন ॥

দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥
বাল্যভাবে দিগম্বর, হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু নিমাঞি পণ্ডিত নদীয়ার॥"
'হাসে' প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥
আথে ব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন তথাপিহ হাস॥
আপনি লেপিয়া তাঁর অঙ্গে দিব্যগন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥
বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্বভক্তগণ॥
"নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা।
পরম সুসত্য—তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥"
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহা-মতি।
যে বোলেন, যে করেন,—সর্ব্বত্র সম্মতি॥

প্রভু বোলে "একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ'—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥"
এত বলি প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া॥
সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীর জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে॥
প্রভু বোলে "এ বস্ত্র বান্ধহ সভে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বর॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই॥
বেদের অগম্য—নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্ব জীব-জনক-রক্ষক সর্ব্বমিত্র॥
ইহার ব্যভার কর্ম্ম কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে।
মহা-যত্নে ইহা পূজা কর' গিয়া ঘরে॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্বভক্তগণ।
পরম-আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥
প্রভু বোলে "শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ॥

করিলে ইঁহার পাদোদক-রস পান।
কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন ॥”
আজ্ঞা পাই সভে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥
পাঁচবার দশবার একো জনে খায়।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
নিত্যানন্দ পাদোদক কৌতুকে লুটায় ॥
সভে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি পান।
মত্ত-প্রায় ‘হরি’ বলি করয়ে আহ্বান ॥
কেহো বোলে “আজি ধন্য হইল জীবন।”
কেহো বোলে “আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥”
কেহো বোলে “আজি হইলাঙ কৃষ্ণদাস।”
কেহো বোলে “আজি ধন্য দিবস প্রকাশ ॥”
কেহো বোলে “পাদোদক বড় স্বাদ লাগে।
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে ॥”
কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব।
পান-মাত্র সভে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥
কেহো নাচে, কেহো গায়, কেহো গড়ি যায়;
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহো করয়ে সদায় ॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥

ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেঢ়ি ভক্তগণ॥
কার্ গা'য়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে।
কে বা কার্ চরণের ধূলি লয় শিরে॥
কে বা কার্ গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
কে বা কোন্ রূপ করে, না যায় বর্ণন॥
'প্রভু' করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু-ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকোলি।
আনন্দে নাচেন দুই মহা-কুতুহলী॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদতলে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্ব-গণ 'হরি' বোলে॥
প্রেমরসে মত্ত হই বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব-প্রেম-অনুচর॥
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥
এইমত সর্ব্বদিন প্রভু নৃত্য করি।
বসিলেন সর্ব্বগণ-সঙ্গে, গৌরহরি॥
হাথে তিন তালি দিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর
সভারে কহেন অতি অমায়া উত্তর॥

প্রভু বোলে "এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে॥
ইহান চরণ ব্রহ্মা-শিবেরো বন্দিত।
অতএব ইহানে করিও সবে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেকো ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
ইহান বাতাস লাগিলেক যার গা'য়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায়॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্বভক্তগণ।
মহা-জয় জয় ধ্বনি করিলা তখন॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল তাঁহারে, সে জানয়ে সর্ব্বথা॥
এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-প্রভাব-বর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥১২॥

——•:✱✱:•——

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

আদি লীলা

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ॥

……—ঃ✻✻✻ঃ—……

তথাহি—গ্রন্থকারস্য

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।

বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্॥১॥

যাঁহাকে কোনরূপে স্মরণ করিলেই দুষ্কর কার্য্য সুকর হয় এবং যাঁহাকে বিস্মৃত হইলে সুকর কার্য্য দুষ্কর হইয়া পড়ে, সেই শ্রীচৈতন্য-দেবকে প্রণাম করি ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥

প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।

যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥

সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।

এবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন ॥

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরম্।

লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥২॥

যাহা লৌকিকী হইলেও ঈশ্বরচেষ্টা দ্বারা অনুবদ্ধ, আমি চৈতন্যদেবের সেই মনোহারিণী বাল্যলীলাকে নমস্কার করি ॥২॥

বাল্যলীলায় প্রভুর আগে উত্তান শয়ন।

পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥

গৃহে দুইজন দেখে লঘু পদচিহ্ন।
তহি মধ্যে ধ্বজ-বজ্র-শঙ্খ-চক্র-মীন॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয়॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলাসঙ্গে।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে জানি ঘরে রঙ্গে॥
সেইক্ষণে জাগিলা নিমাঞি করিয়া ক্রন্দন।
অঙ্কে লৈয়া শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায় দেখি মিশ্রে বোলাইল॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বোলেন হাঁসিঞা।
লগ্নগণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিঞা॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ॥

তথাহি সামুদ্রিকে—(৩)

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥৩॥

মহাপুরুষের চিহ্ন দ্বাত্রিংশৎসংখ্য :—পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ, পাঁচটী অঙ্গ সূক্ষ্ম, সপ্ত অঙ্গ রক্ত, ছয় অঙ্গ উন্নত, তিন অঙ্গ হ্রস্ব, তিন অঙ্গ বিস্তৃত ও তিন অঙ্গ গম্ভীর॥৩॥

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্তচরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকের করিবে তারণ॥
এইত করিবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার।
ইঁহা হৈতে হবে দুই কুলের উদ্ধার॥
মহোৎসব কর সব বোলাও ব্রাহ্মণ।
আজিদিন ভাল করিব নামকরণ॥
সর্ব্বলোকের করিব ইঁহো ধারণ পোষণ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহার এইত কারণ॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল॥
তবে কতদিনে প্রভুর জানুচংক্রমণ।
নানা চমৎকার যাতে করাইল দর্শন॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব হরিবোলে হাসে গৌরধাম॥
তবে কতদিনে কৈল পাদ-চংক্রমণ।
শিশুগণ মেলি করে বিবিধ খেলন॥
একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল খাওত বসিয়া॥
এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটী কাড়ি লঞা কহে মাটী কেনে খায়॥

কান্দিয়া কহেন শিশু কেন কর রোষ।
তুমি মাটী খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥
খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটীর বিকার।
এহো মাটী সেহো মাটী কি ভেদ ইহার॥
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দোষ দেহ কি বলিতে পারি॥
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটী খাইতে যোগোপায় কে শিখাইল তোরে॥
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটী খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥
মাটীর বিকার ঘট পানি ভরি আনি।
মাটী পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাহারে।
আগে কেনে মাতা না শিখাইলে মোরে॥
এবেত জানিনু আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব॥
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥

চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥

ব্যাধি ছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশী দিনে॥
শিশু সব লৈয়া পাড়াপড়সির ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন॥
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পরঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে॥
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইয়া প্রভু জানি নিজ দোষ॥
কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
নারীগণ বোলে নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থা হইবেন তোমার জননী॥
বাহির হইয়া আনিল প্রভু দুই নারিকেল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা অপূর্ব্ব সকল॥
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইল তাঁহা দেবতা পূজিতে॥

গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥
কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল কলা॥
ক্রোধে কন্যাগণ বলে শুনহে নিমাই।
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমা সবার ভাই॥
আমা সবা পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতা সজ্জা না কর অন্যায়॥
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধন্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্॥
বর শুনি কন্যাগণে অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভৎর্সনা করে করি মিথ্যা রোষ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী॥
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়॥

আনিয়া নৈবেদ্য তার সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায়॥
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী প্রীতি পাইলা করি প্রভুর দর্শন॥
সাহজিক প্রীতি দোঁহার হইল উদয়।
বাল্য ভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয়॥
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেব পূজাচ্ছলে দোঁহে করেন প্রকাশ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
প্রভু তার পূজা পাঞা হাসিতে লাগিল।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈল॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।২৫)

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাম্ মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বীগণ। তোমরা আমার পূজা

করিয়াছ, তোমাদিগের যাহা মনোবাঞ্ছা লজ্জাহেতু তাহা প্রকাশ না করিলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আমি তোমাদিগের সেই মনোরথ অনুমোদন করিলাম; উহা সত্য হইবার যোগ্য ॥৪॥

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘর।
গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিবে পর॥

চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচীজগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন॥

একদিন শচীদেবী পুত্রের ভৎ'সিয়া।
ধরিবারে গেল পুত্র পলাইলা ধাঞা॥

উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডির উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর॥

শচী আসি কহে কেনে অশুচি হইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হৈলা॥
ইহা শুনি মাতা প্রতি কহে ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাস্নান॥
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন॥
শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে॥
চলিতে নুপুর ধ্বনি বাজে ঝন ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন॥

মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥
শচী বলে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি॥
মিশ্র কহে কিছু হউক চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এইমাত্র চাই॥
একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভৎ‍র্সন করিয়া॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥
মিশ্র। পুত্রের তত্ত্ব তুমি কিছুই না জান।
ভৎ‍র্সন তাড়ন কর পুত্র করি মান॥
মিশ্র কহে দেবসিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউ এবে আমার তনয়॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম॥
বিপ্র কহে পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥
মিশ্র বলে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ॥

এইমতে দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার।
বিশুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর॥
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥
বন্ধু বান্ধব স্থানে স্বপন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতামাতার বাড়ায় আনন্দ॥
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল॥
বাল্যলীলা সূত্রে এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব এইলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা
সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

——০ঃ**ঃ০——

শ্রীমদ্ গীতা সপ্তশ্লোকী

......—ঃ***ঃ—......

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১॥
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশোদ্রবন্তি সর্ব্বেনমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥২॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৩॥

'ওম্' এই যে একমাত্র অক্ষর, তাহাই ব্রহ্মের বাচক হওয়ায়
অথবা প্রতিমাদির ন্যায় ব্রহ্মের প্রতীক হওয়ায় যে ব্রহ্ম, তাহা
উচ্চারণ করিতে করিতে এবং তাহার বাচ্য আমাকে অনুস্মরণ
করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া যিনি অর্চ্চিরাদি উত্তরায়ণ পথে
গমন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠা আমার গতি প্রাপ্ত হন ॥১॥

হে হৃষিকেশ ! তুমি এইরূপ অদ্ভুত প্রভাবশালী ও ভক্তবৎসল,
অতএব তোমার প্রকীর্ত্তি দ্বারা-মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তন দ্বারা কেবল যে
আমি হৃষ্ট হইতেছি, তাহা নহে, কিন্তু সমগ্র জগৎ প্রহৃষ্ট হইতেছে,
আনন্দ পাইতেছে, ইহা উপযুক্তই বটে; আবার জগৎ যে অনুরাগ
লাভ করিতেছে, আরও রাক্ষসগণ ভীত হইয়া যে সর্ব্বদিকে পলায়ন
করিতেছে এবং সমস্ত যোগসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধাদি উপদেবগণ
যে নমস্কার-প্রণাম করিতেছেন, তাহা উপযুক্তই, আশ্চর্য্যজনক নহে ॥২॥

তাঁহার সর্ব্বতঃ—সর্ব্বস্থানে হস্ত ও পাদসমূহ রহিয়াছে, সর্ব্বস্থানে
তাঁহার অসংখ্য চক্ষু, মস্তক মুখও আছে, সর্ব্বস্থানে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৪॥
ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥৫॥

যুক্ত, তিনি ভুবন সমূহে সকলকে ব্যাপিয়া আছেন—অর্থাৎ সর্ব্ব জীবের বৃত্তি হস্তাদি ও রূপাদি দ্বারা সর্ব্ব-ব্যবহারের পাত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥৩॥

কবি-সর্ব্বজ্ঞ, সকল বিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা, পুরাণ অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ; নিয়মকর্ত্তা; অণু সূক্ষ্ম অপেক্ষা ও অণীয়ান্-অতিসূক্ষ্ম অর্থাৎ আকাশ, কাল, দিক্ হইতেও অধিকতর সূক্ষ্ম, সকলের ধাতা-পোষক, তাঁহার মাহাত্ম্য চিন্তার অগোচর হওয়ায় তিনি অচিন্ত্যরূপ, তিনি মলিন মন ও বুদ্ধির অগোচর; তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশশীল স্বভাবযুক্ত, প্রকৃতির অতীত হইয়াও বর্ত্তমান ॥৪॥

উত্তম, ক্ষর ও অক্ষর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষোত্তম, তিনি যাহার মূল, ইহা ঊর্দ্ধমূল, অধঃ-তাহা অপেক্ষা অধম ও কার্য্যের উপাধিরূপ হিরণ্যগর্ভাদি জীবকে গ্রহণ করা হইতেছে, তাঁহারা শাখার ন্যায় যাঁহার অংশ-ইহা অধঃ শাখ, বিনশ্বর স্বভাব হওয়ায় আগামী প্রভাত কাল পর্যন্ত যাহা থাকিবে না, এই প্রকার বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া সংসার-অশ্বত্থ, ইহা প্রবাহ রূপে অবিচ্ছেদ হওয়ায় ইহাকে অব্যয়ও বলা হয়। ছন্দঃ সকল বেদ-সমূহ যাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়া ছায়া স্থানীয় কর্ম্মফল দ্বারা সংসার বৃক্ষকে সর্ব্বজীবের আশ্রয় রূপে প্রতিপাদন করায় বেদগুলি পত্র-তুল্য,

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেবচাহম্ ॥৬
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ ॥৭॥

যিনি সেই সংসারকে এইরূপ অশ্বত্থ বলিয়া জানেন, তিনিই বেদের অর্থ জানেন। সংসার প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের মূল ঈশ্বর-নারায়ণ; ব্রহ্মাদি তাঁহার অংশ শাখাতুল্য, সেই সংসারবৃক্ষ নাশশীল অথচ প্রবাহরূপে চির-স্থায়ী, বেদোক্ত কর্ম্মসমূহ দ্বারা ইহার সেব্যতা সম্পাদিত হয়। অতএব তাঁহাকে বিদ্বান্-বেদজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করা হইতেছে ॥৫॥

সকল প্রাণীরই হৃদয়ে অন্তর্য্যামি রূপে আমি প্রবিষ্ট আছি। অতএব আমা কর্ত্তৃকই প্রাণিমাত্রের পূর্ব্বে অনুভূত বিষয় সমূহের স্মরণ হইয়া থাকে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা জ্ঞান জন্মে এবং স্মৃতিভ্রংশ ও জ্ঞাননাশ আমা হইতেই হয়। সকল বেদেই সেই সেই দেবতারূপে আমিই জ্ঞানের বিষয়; আমি বেদান্তকৃৎ-সেই সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক জ্ঞানপ্রদ-গুরু এবং বেদের অর্থ জ্ঞানী ও একমাত্র আমিই ॥৬॥

আমাতে অর্পিত চিত্ত, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও আমার অর্চ্চনে নিরত হও এবং আমাকেই নমস্কার কর। এই প্রকারে আমাকে আশ্রয় করতঃ আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥৭॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সপ্তশ্লোকী গীতার অনুবাদ সমাপ্ত ॥

—·:*✻*:·—

চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবত

......—ঃ৹ঃ—......

শ্রীভগবানুবাচ—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ (২।৯।৩০)

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ (২।৯।৩১)

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ (২।৯।৩২)

শ্রীভগবান বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আমার সম্বন্ধে পরম গোপনীয় যে তত্ত্বজ্ঞান (প্রেমভক্তি) তাহা তোমাকে বলিতেছি, ঐ জ্ঞান তোমার হৃদয়ে অনুভব করাইয়া দিতেছি, তাহাতে যে রহস্য আছে তাহাও বলিতেছি, আর ঐ জ্ঞানের যে যে সহায় আছে তাহাও বলিতেছি তুমি গ্রহণ কর। (২।৯।৩০)

আমার যে যে স্বরূপ, লক্ষণ (শ্যামবর্ণাদি), রূপ (চতুর্ভুজাদি), গুণ (ভক্তবাৎসল্যাদি) ও তদনুযায়ী লীলাসমূহ আছে, আমার অনুগ্রহে সে সকলের যথার্থ অনুভব তোমার সর্ব্বপ্রকার হউক। (২।৯।৩১)

সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম; স্থূল ও সূক্ষ্ম যে জগৎ এবং তাহাদের কারণ যে প্রকৃতি তাহাও তখন আমা হইতে পৃথক ছিলনা। সৃষ্টির পরেও আমি আছি, এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও আমি। প্রলয়ের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও আমি। বস্তুতঃ আমি অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়, পূর্ণস্বরূপ। (২।৯।৩২)

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ ॥(২।৯।৩৩)
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ (২।৯।৩৪)
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥(২।৯।৩৫)
এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥ (২।৯।৩৬)

মদ্বহির্ম্মুখ জীবগণের পরমার্থ বস্তু ভিন্ন যাহা প্রতীত হয় এবং সেই পরমার্থ বস্তুতে যাহার প্রতীতি নাই তাহাবেই আমার মায়া-বৈভব বলিয়া জানিবে। তাহা দ্বিবিধা—আভাস স্থানীয়া জীবমায়া ও তমঃ স্থানীয়া গুণমায়া। (২।৯।৩৩)

যেমন মহাভূতসকল সকল প্রকার উচ্চ ও নীচ প্রাণীর অন্তরে (প্রবিষ্টরূপে) বাহিরে (অপ্রবিষ্টরূপে) বর্ত্তমান তদ্রূপ মচ্চরণাশ্রিত ভক্তগণের হৃদয়ে (নিজরূপে) ও বাহিরে (ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপে) আমি সদা স্ফূরিত হই। (২।৯।৩৪)

মদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ অন্বয়ব্যতিরেকরূপ বিধিনিষেধ দ্বারা বিচার করিয়া সকল স্থানে যে বস্তু সদাবিরাজমান সেই বিষয়েই (শ্রীগুরু সমীপে) জিজ্ঞাসা করিবেন। (২।৯।৩৫)

হে ব্রহ্মন্! আপনি পরম সমাহিত চিত্তে, ভক্তিসহকারে মৎপ্রদত্ত উপদেশানুযায়ী অনুষ্ঠান করুন; তাহাতে কল্পে বিকল্পে (বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও) কখনও বিমোহিত হইতে হইবে না।(২।৯।৩৬)

——:***:——

শ্রীশ্রীগোপীগীতম্

——❋❋——

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত! দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥১
শরদুদাশয়ে সাধুজাত-সৎ সরোসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥২॥
বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যাল-রাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতোভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥৩॥

গোপীগণ কহিলেন, হে প্রিয়! তুমি এখানে জন্মিয়াছ বলিয়া, এই ব্রজমণ্ডল সর্ব্বোত্তম পুণ্যক্ষেত্র-রূপে পরিগণিত হইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন এবং তন্নিমিত্তই শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার সমগ্র শোভা ও সম্পত্তি লইয়া এই অনুত্তম ধামে বিরাজ করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! হে প্রিয়তম! একবার চাহিয়া দেখ, তোমার জন্যই যে ব্রজমণ্ডলে সমস্ত জনবৃন্দ আনন্দে রহিয়াছে, সেইখানে এই আমরা তোমারই দাসী গোপীগণ তোমারই নিমিত্ত কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া তোমারই অন্বেষণ করিতেছি—এই কাঙ্গালিনীগণকে একবার দেখা দাও॥১॥

হে সম্ভোগাধিরাজ! হে অভীষ্টদ! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী; তুমি যে শরৎকালীন বিকশিত কমলের শোভাহারী নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহা কি বধ নহে? ইহা অবশ্যই বধ বলিয়া গণ্য, যেহেতু তুমি দৃষ্টি দ্বারা আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছ; অতএব আমাদের প্রাণ আমাদিগকে

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল-দেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখউদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥৪॥
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য ! তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥৫
ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর ! যোষিতাং নিজজন স্ময়ধ্বংসনস্মিত !
ভজ সখে ! ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬

ফিরাইয়া দিবার জন্যও একবার আসিয়া আমাদিগকে দেখা দাও ॥২

হে পুরুষ-ভূষণ ! তুমি কালিয়নাগ-কৃত কালিন্দীর বিষময় জল হইতে, সর্পরূপী অঘাসুর হইতে, ইন্দ্রকৃত বায়ু, বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইতে, বৃষরূপী অরিষ্টাসুর হইতে, ময়পুত্র ব্যোমাসুর হইতে এবং আরও কত কত ভয় হইতে আমাদিগকে বারম্বার রক্ষা করিয়াছ ।৩

হে কৃষ্ণ ! তুমি নিশ্চয়ই কেবলমাত্র গোপনারীর পুত্র নও,পরন্তু তুমি সমস্ত জীবের আত্মান্তর্যামী; তুমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় জগৎ-পালনের নিমিত্ত যদুকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ; (অতএব বিশ্ব-পালনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া অধীন জনকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়) ॥৪॥

হে যদুকুল-তিলক ! হে কান্ত ! যাহারা সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া তোমার চরণ আশ্রয় করে, তুমি যে হস্তে তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া থাক, যে করে সকলের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাক ও যে কর দ্বারা কমলার কর গ্রহণ করিয়া থাক, তোমার সেই কর-কমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর ॥৫॥

হে ব্রজজনের দুঃখ-নাশন ! হে বীর ! তোমার হাস্য তোমার

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥৭
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধ-মনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ !
বিধিকরীরিমা বীর ! মুহ্যতীরধরসীধুনা প্যায়য়স্ব নঃ ॥৮॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥৯॥

নিজ-জনের গর্ব্ব বিনাশ করে। হে সখে ! আমরা তোমার দাসী, আমাদিগকে চরণ-তলে আশ্রয় দাও। হে নাথ ! আমরা অবলা, আমাদিগকে তোমার সুন্দর বদন-কমল একবার দর্শন করাও ।৬॥

হে নাথ ! তোমার যে চরণ-কমল প্রণত জনের পাপ নাশ করে এবং পশুদিগেরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করে, যে চরণ কমলা-দেবীর আবাস-স্থান ও যাহা কালিয়-নাগের মস্তকে অর্পিত হইয়াছিল,সেই চরণ আমাদের স্তনের উপর অর্পণ করিয়া আমাদের কাম-বন্ধন ছিন্ন কর॥৭॥

হে কমল-লোচন ! তোমার মধুর বাণী মনোরম পদাবলী দ্বারা সমলঙ্কৃত ও সুধীবৃন্দের প্রীতিপ্রদ; আমরা তোমার এই মধুর বাণীতে মুগ্ধ হইয়াছি। অতএব হে দানবীর ! তোমার অধরামৃত প্রদান করিয়া তোমার এই কিঙ্করীগণকে পরিতৃপ্ত কর ।৮॥

হে নাথ ! তোমার অপূর্ব্ব কথামৃত সন্তপ্ত জনগণের জীবন-স্বরূপ ও পাপ-বিনাশন; তোমার অমৃতময়ী কথা শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল ও শান্তি প্রদান করে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবিৎ মহানুভবগণ তোমার লীলা-কথাই সর্ব্বোত্তম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ধরাতলে যাঁহারা

প্রহসিতং প্রিয় ! প্রেমবীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্ ।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥
চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিন সুন্দরং নাথ তে পদম্ ।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥১১
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্ ।
ঘনরজঃস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥১২॥

তোমার কথামৃত পান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বহু জন্মের সুকৃতিশালী। (সুতরাং লোকে যখন কেবল তোমার কথামৃত পান করিলে ধন্য হইয়া থাকে, তখন তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব? অতএব প্রার্থনা করি, আমাদিগকে একবার দর্শন দাও) ॥৯॥

হে প্রিয় ! হে কপট ! তোমার সুন্দর হাস্য, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি, তোমার ধ্যান-মঙ্গল বিহার অর্থাৎ যে বিহারের ধ্যান করিলেও পরম মঙ্গল হয় সেই বিহার ও নির্জ্জনে কথিত তোমার হৃদয়স্পর্শী পরিহাস-বাক্যাবলী—এই সকল আমাদের মনকে অত্যন্ত আকুল করিতেছে ॥১০॥

হে নাথ ! হে কান্ত ! তুমি যখন গোচারণার্থে ব্রজ হইতে বনে গমন কর, তখন তোমার সুকোমল চরণারবিন্দ বনের শিল অর্থাৎ পতিত বন্য ধান্যাদির অগ্রভাগ, তৃণ ও অঙ্কুর-সমূহের স্পর্শে যে ব্যথিত হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। (হে সখে ! আমাদের চিত্ত তোমাতে এতাদৃশ আসক্ত, তথাপি কেন আমাদিগকে দর্শন দিতেছ না ?) ॥১১॥

প্রণতঃ কামদং পদ্মজার্চিতং ধরণীমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ! নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্ ॥১৩॥
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্॥
ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্ ॥১৪॥
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১৫॥

হে বীর-পুরুষ! তোমার দুঃখ আশঙ্কা করিয়া যদিও আমরা কাতর হই, তথাপি তুমি সায়ংকালে তোমার নীলকুন্তলাবৃত ও গো-ধূলি-ধূসরিত মুখপদ্ম মুহুর্মুহুঃ দর্শন করাইয়া আমাদিগের মনে কেবল কামোদ্দীপনই করিয়া থাক, সঙ্গ দাও না; (অতএব তোমাকে কপট ভিন্ন আর কি বলিব?) ॥১২॥

হে রমণ! হে দুঃখ-বিনাশন! তোমার যে চরণ—কমল ভক্ত-গণের অভীষ্ট-প্রদ, ব্রহ্মাও যাঁহার অর্চ্চনা করেন, যাহা অবনীর ভূষণ-স্বরূপ, যাহা ধ্যানমাত্রে বিপদ বিনাশ করে এবং যাহা সেবন কালেও পরম সুখ প্রদান করে, তোমার সেই শ্রীচরণ আমাদের কাম-তাপ বিনাশের জন্য আমাদের স্তনের উপর অর্পণ কর ॥১৩॥

হে বীর! তোমার যে অধরামৃত পান করিলে আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হয়, সকল শোক দুরীভূত হয় এবং অন্য সর্ব্ব-প্রকার সুখ-ভোগাভিলাষ ভুলাইয়া দেয়, তোমার শব্দায়মান বেণু কর্তৃক সুন্দর-রূপে চুম্বিত সেই অধরামৃত আমাদিগকে প্রদান কর, আর ছলনা করিও না ॥১৪

দিবাভাগে যখন তুমি বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষণার্দ্ধকালও ব্রজবাসিগণের নিকট অতীব দুঃখের হওয়ায়,

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্‌গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি
রহসি-সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥১৭॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ ! তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজমনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥১৮

তাহা যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; আর যখন দিবাবসানে ব্রজে আগমন কর, তখন তোমার কুটিল কুন্তলাবৃত মুখ-শোভা দর্শন করিয়া পরমানন্দানুভব বশতঃ নিমেষমাত্র ব্যবধানও তাঁহাদের অসহ্য বোধ হওয়ায়, তাঁহারা উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চক্ষুর পক্ষ্ম নির্ম্মাণকারী বিধাতাকে মন্দ বলিতে থাকে ॥১৫॥

হে অচ্যুত ! আমরা যে তোমার উচ্চ গীতে মুগ্ধ হইয়া পতি, পুত্র ভ্রাতা ও বান্ধব—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণ-সমীপে আসিয়াছি, তাহা তুমি জান। হে ধূর্ত্ত ! রাত্রিকালে এইরূপে স্বয়ং আগত কামিনীদিগকে তুমি ভিন্ন কে পরিত্যাগ করে ? ॥১৬॥

হে প্রিয় ! নির্জ্জনে তোমার সেই প্রেমালাপ ও তজ্জনিত কামোদ্দীপন, তোমার সেই হাস্য-বদন, সেই প্রণয়-দৃষ্টি ও মনোহর বিশাল বক্ষঃস্থল স্মরণ করিয়া তীব্র লালসায় আমাদের চিত্ত পুনঃপুনঃ মুগ্ধ হইতেছে ॥১৭॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার আবির্ভাব ব্রজবাসী ও বনবাসিগণের দুঃখ বিনাশন ও নিখিল-মঙ্গলময়; অতএব যাহাতে তোমার এই নিজ জনগণের হৃদয়-রোগ (তোমার অদর্শন-জনিত পরমোদ্বেগ) দূরীভূত

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় ! দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥১৯॥

হয় এমন কিছু গূঢ় ঔষধ প্রয়োগ কর; তোমাকে পাইবার জন্য আমরা অত্যন্ত লালায়িত হইয়াছি ॥১৮॥

গোপীগণ অবশেষে প্রেম-বিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে প্রাণাধিক ! তোমার যে শ্রীচরণে বিন্দুমাত্র ব্যথা লাগিবার ভয়ে আমরা উহা অতি সাবধানে ধীরে ধীরে আমাদের কঠিন স্তনের উপর ধারণ করিতাম, তুমি সেই কোমল চরণে এখন বন-ভ্রমণ করিতেছ; বনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও কণ্টকাদি দ্বারা তোমার সেই চরণে ব্যথা লাগিতেছে না কি ? অবশ্যই লাগিতেছে, তাই ভাবিয়া আমরা মনোদুঃখে হতবুদ্ধি হইয়াছি, আমরা এখন করি কি—তুমি যে আমাদের জীবন ! ॥১৯॥

ইতি শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী বা রাসলীলার গোপীগীতের
অনুবাদে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

······—ঃ***ঃ—······

শ্রীরাধা কৃপা কটাক্ষ স্তোত্রম্

——:*❀*:——

মুনীন্দ্রবৃন্দবন্দিতে ত্রিলোক শোকহারিণি,
প্রসন্ন বক্ত্রপঙ্কজে নিকুঞ্জ ভূ বিলাসিনি।
ব্রজেন্দ্র ভানুনন্দিনি ব্রজেন্দ্র সূনু সঙ্গতে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥১॥
অশোকবৃক্ষবল্লরীবিতানমণ্ডপস্থিতে,
প্রবালবালপল্লবপ্রভারুণাংঘ্রি কোমলে।
বরাভয়স্ফুরৎকরে প্রভূতসম্পদালয়ে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥২॥
অনঙ্গরঙ্গমঙ্গলপ্রসঙ্গভঙ্গুরভ্রুবাম্,
সুবিভ্রমং সসম্ভ্রমং দৃগন্তবাণপাতনৈঃ

হে শুক নারদাদি মুনিবৃন্দ বন্দিতে! লোকত্রয়ের শোকাপনোদন-কারিণি! প্রসন্নবদনারবিন্দে! শ্রীবৃন্দাবন নিকুঞ্জ মন্দির বিলাসিনি? হে শ্রীবৃষভানু রাজনন্দিনি! ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত বিহার পরায়ণে! তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপা কটাক্ষভাজন করিবে? ॥১॥

হে শ্রীরাধিকে! অশোক বৃক্ষের মনোরম পত্র পুষ্পাদি দ্বারা চন্দ্রাতপের ন্যায় আচ্ছাদিত নিকুঞ্জমণ্ডপনিবাসশীলে! হে প্রবালের ন্যায় নবীনপত্র সদৃশ কোমলারুণ পদপঙ্কজে! অভয় প্রদে হে অসীম সম্পদের আশ্রয়রূপিণি! তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষ লাভের অধিকারী করিবে? ॥২॥

নিরন্তরং বশীকৃতপ্রতীতনন্দনন্দনে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥৩॥
তড়িৎ সুবর্ণ চম্পক প্রদীপ্ত গৌর বিগ্রহে,
মুখপ্রভাপরাস্তকোটিশারদেন্দুমণ্ডলে।
বিচিত্রচিত্রসংচরচ্চকোরশাবলোচনে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥৪॥
মদোন্মদাতিযৌবনপ্রমোদমানমণ্ডিতে,
প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে কলা বিলাস পণ্ডিতে।
অনন্যধন্যকুঞ্জরাজ্যকামকেলিকোবিদে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥৫॥

কামদেবের মহামঙ্গলময় বিনোদ প্রসঙ্গে মনোহর ভ্রুকুটিবিলাস দ্বারা নিরন্তর শ্রীনন্দনন্দনের বশীকরণ শক্তিশালিনি! হে শ্রীগান্ধর্বিকে! তুমি আমাকে কবে তোমার কৃপাকটাক্ষ লাভের যোগ্য করিবে? ॥৩॥

হে তড়িৎ সুবর্ণ চম্পকের বর্ণের ন্যায় গৌর বিগ্রহ ধারিণি! হে স্বীয় বদনের প্রভায় অসংখ্য শারদেন্দুমণ্ডল বিজয়িনি! হে বিচিত্র চারুচঞ্চল চকোর শাবকের ন্যায় নয়ন ধারিণি! হে শ্রীরাধিকে! তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষ লাভের যোগ্য পাত্র করিবে? ॥৪॥

হে মদোন্মদাতি যৌবনে! হে প্রমোদমান মণ্ডিতে! হে প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে! হে কলাবিলাস পণ্ডিতে! হে অনন্য ধন্যকুঞ্জ রাজ্যের কামকেলি কোবিদে! কবে তুমি আমাকে কৃপাকটাক্ষ ভাজন করিবে ॥৫॥

অশেষহাবভাবধীরহীরহারভূষিতে,
প্রভূত শাতকুম্ভকুম্ভকুম্ভিকুম্ভসুস্তনি।
প্রশস্তমন্দহাস্যচূর্ণ পূর্ণসৌখ্যসাগরে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥৬॥
মৃণালবালবল্লরীতরঙ্গরঙ্গদোর্লতে,
লতাগ্র লাস্য লোল নীল লোচনাবলোকনে।
ললল্লুলন্মিলন্মনোজ্ঞমুগ্ধমোহনাশ্রিতে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥৭॥
সুবর্ণমালিকাঞ্চিতত্রিরেখকম্বুকণ্ঠগে,
ত্রিসূত্রমঙ্গলীগুণত্রিরত্নদীপদীধিতি।
সলোলনীলকুন্তলপ্রসূনগুচ্ছগুম্ফিতে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥৮॥

হে অশেষ হাবভাব ধীরতারূপ হীরকহার বিভূষিতে! হে প্রভূত সুবর্ণকলস অথবা করিকুম্ভের ন্যায় বক্ষোজ মণ্ডিতে! হে প্রশস্ত মৃদুমন্দ হাস্যরূপ চূর্ণের দ্বারা পরিপূর্ণ সৌখ্য সাগরে! কবে তুমি আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষভাজন করিবে? ॥৬॥

হে তরঙ্গে দোলায়িত মৃণালের ন্যায় ভুজযুগল শোভিতে! হে সমীরণ চঞ্চল লতাগ্রভাগের ন্যায় নীল নয়নাবলোকনে! হে মনোহর প্রেমাকৃষ্ট প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতে! তুমি কবে তোমার কৃপাকটাক্ষ ভাজন আমাকে করিবে ॥৭॥

হে সুবর্ণসূত্র এবং ত্রিবলীযুক্ত কম্বুকণ্ঠি! হে মঙ্গলময় ত্রিসূত্র এবং হীরা মুক্তা মাণিক্য,অথবা চন্দ্রকান্ত সূর্যকান্ত,বৈদূর্য্য মণিত্রয়ের

নিতম্ববিম্বলম্বমানপুষ্পমেখলাগুণে,
প্রশস্ত রত্ন কিঙ্কণী কলাপ মধ্য মঞ্জুলে।
করীন্দ্রশুণ্ডদণ্ডিকাবরোহসৌভগোরুকে,
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥৯॥
অনেকমন্ত্রনাদমঞ্জুনূপুরারবস্খলৎ-
সমাজরাজহংসবংশনিক্কণাতিগৌরবে।
বিলোলহেমবল্লরীবিড়ম্বিচারুচঙ্ক্রমে,
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥১০॥
অনন্তকোটিবিষ্ণুলোকনম্রপদ্মজার্চিতে,
হিমাদ্রিজা পুলোমজা বিরিঞ্চিজা বরপ্রদে।

মালার দ্বারা শোভিতে! হে চঞ্চল নীল কুটিলকুন্তলে প্রসূনগুচ্ছ গুম্ফিতে! রাধিকে! তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষ ভাজন করিবে॥৮॥

হে নিতম্বভাগ পর্য্যন্ত লম্বিত পুষ্পমেখলা শোভিতে! কটিতটে মনোহর প্রশস্ত রত্নকিঙ্কিণী সমূহ শোভিতে! হে করীন্দ্র করের ন্যায় সুচারু সুবলিত ঊরুযুগল শোভিতে! হে শ্রীরাধিকে! কবে তুমি আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষ পাত্র করিবে? ॥৯॥

হে শ্রীগান্ধর্ব্বিকে! অনেক মোহন মন্ত্রনাদ যুক্ত এবং রাজহংসবর বিনিন্দিত মঞ্জুল বিলোল লতা সমূহের বিনিন্দিত গতিযুক্ত নূপুর শোভিত চরণ পঙ্কজে! তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষ পাত্র করিবে? ॥১০॥

হে শ্রীভানুতনয়ে! অনন্ত কোটি বিষ্ণুলোকাদি বন্দিত চরণ

অপার সিদ্ধি বৃদ্ধি দিগ্ধ সৎ পদাঙ্গুলি নখে,
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥১১॥
মখেশ্বরি ক্রিয়েশ্বরি স্বধেশ্বরি সুরেশ্বরি,
ত্রিবেদ ভারতীশ্বরি প্রমাণ শাসনেশ্বরি।
রমেশ্বরি ক্ষমেশ্বরি প্রমোদ কাননেশ্বরি,
ব্রজেশ্বরি ব্রজাধিপে শ্রীরাধিকে নমোস্তুতে ॥১২॥
ইতীমমদ্ভুতম্ স্তবং নিশম্য ভানুনন্দিনী,
করোতু সন্ততং জনং কৃপাকটাক্ষ ভাজনম্।
ভবেত্তদৈব সংচিত ত্রিরূপ কর্মনাশনং,
ভবেত্তদা ব্রজেন্দ্রসুনুমণ্ডলপ্রবেশনম্ ॥১৩॥
রাকায়াং চ সিতাষ্টম্যাং দশম্যাং চ বিশুদ্ধধী,
একাদশ্যাং ত্রয়োদশ্যাং যঃ পঠেৎসাধকঃ সুধী ॥১৪॥

যুগলে! হে পার্ব্বতী ইন্দ্রাণী, সরস্বতীকে বরপ্রদান কারিনি! হে অপার সিদ্ধি বৃদ্ধি প্রভৃতি শোভিত চরণ নখরে! তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষ লাভের অধিকারী করিবে? ॥১১॥

হে মখেশ্বরি! হে ক্রিয়েশ্বরি! হে স্বধেশ্বরি! হে সুরেশ্বরি! হে ত্রিবেদ ভারতীশ্বরি! হে প্রমাণ শাসনেশ্বরি! হে রমেশ্বরি! হে ক্ষমেশ্বরি! হে প্রমোদ কানন বৃন্দাবনেশ্বরি! হে ব্রজেশ্বরি! হে ব্রজাধিপে! হে শ্রীরাধিকে! আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥১২॥

এই অতি অদ্ভুত স্তবে ও সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবৃষভানু নন্দিনী কৃপা কটাক্ষ স্তোত্র পাঠকারীকে স্বীয় কৃপাকটাক্ষ ভাজন করিবেন। সেই সময়ে প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ ফলোন্মুখরূপ সঞ্চিত কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট হইবে,

যং যং কামং তং তং প্রাপ্নোতি সাধকঃ।
রাধাকৃপাকটাক্ষেণ ভক্তিঃস্যাৎ প্রেমলক্ষণা ॥১৫॥
ঊরুদঘ্নে নাভিদঘ্নে হৃদ্দঘ্নে কণ্ঠ দঘ্নকে।
রাধাকুণ্ডজলেস্থিত্বা যঃ পঠেৎসাধকঃ শতম্ ॥১৬॥
তস্যসর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎবাক্‌সামর্থ্যম্ ততো লভেৎ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চলভেৎসাক্ষাদ্দৃশাপশ্যতি রাধিকাম্ ॥১৭॥
তেন সা তৎক্ষণাদেব তুষ্টাদত্তে মহাবরম্।
যেনপশ্যতি নেত্রাভ্যাং তৎ প্রিয়ং শ্যামসুন্দরম্ ॥১৮॥
নিত্য লীলা প্রবেশং চ দদাতি হি ব্রজাধিপঃ।
অতঃ পরতরং প্রাপ্যং বৈষ্ণবানাং ন বিদ্যতে ॥১৯॥

এবং ব্রজরাজ নন্দনের পরিকর মণ্ডলে তাহার প্রবেশ হইবে ॥১৩॥

পূর্ণিমা, শুক্লাষ্টমী দশমী একাদশী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে বিমল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি স্থিরচিত্তে এই স্তব পাঠ করিলে তাহার বাঞ্ছানুরূপ ফল লাভ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ কটাক্ষে প্রেমভক্তি লাভ হইবে ॥১৪-১৫॥

ঊরু, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ পরিমিত শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে স্থিত হইয়া যে জন এই স্তোত্রের একশতবার পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত অর্থসিদ্ধি হইবে। বাক্ পটুতা পরমৈশ্বর্য্য লাভ এবং স্বীয় নেত্রের দ্বারা শ্রীরাধিকার দর্শন হইবে ॥১৬-১৭॥

শ্রীরাধিকা প্রসন্ন হইয়া সেই সময় মহান্ বরপ্রদান করিবেন। যাহাতে সে প্রিয় শ্রীশ্যামসুন্দরের দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। এবং ব্রজনাথ শ্রীনন্দনন্দন তাহাকে নিত্যলীলায় প্রবেশ করাইবেন। ইহা হইতে বৈষ্ণবগণের অপর প্রাপ্যবস্তু কিছুই নাই ॥১৮-১৯॥

শ্রীকৃষ্ণকৃপাকটাক্ষস্তোত্রম্

——:※※※:——

ভজে ব্রজৈকমণ্ডনং সমস্তপাপখণ্ডনম্,
স্বভক্ত চিত্তরঞ্জনং সদৈব নন্দনন্দনম্।
সুপিচ্ছগুচ্ছমস্তকং সুনাদবেণুহস্তকম্,
অনঙ্গরঙ্গ সাগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্ ॥১॥
মনোজগর্বমোচনং বিশালভালচন্দনম্,
সুপীতবস্ত্রশোভনং নমামি পদ্মলোচনম্।
করারবিন্দভূষণং স্মিতাবলোকসুন্দরম্,
মহেন্দ্রমানদারণং স্মরামি কৃষ্ণবালকম্ ॥২॥
কদম্বসূনুকুণ্ডলং সুচারুগণ্ডমণ্ডলম্,
ব্রজাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণদুর্লভম্।
যশোদয়া সমোদয়া সকোপয়া দয়ানিধিম্,
উলূখলে সুদুস্সহং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥৩॥

ব্রজমণ্ডন, সমস্ত পাপ খণ্ডনকারী, ভক্তমনোবিনোদক, শিখিপিচ্ছ বিভূষণ, বেনুবাদন পরায়ণ, অনঙ্গ রঙ্গসাগর, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নাগরকে প্রণাম করিতেছি ॥১॥

মনোজগর্ব্ব বিনাশক, বিস্তৃত ললাটে চন্দনবিন্দু শোভিত, পীত বসনধারী, কমল নয়ন, বিবিধভূষণ ভূষিত, মহেন্দ্রমানবিধ্বংসক বালককৃষ্ণকে নমস্কার ॥২॥

কদম্বকুসুমের কুণ্ডল শোভিত সুচারু গণ্ডমণ্ডল, ব্রজাঙ্গনা বল্লভ,

নবীনগোপনাগরম্ নবীনকেলিসাগরম্,
নবীনমেঘসুন্দরম্ ভজে ব্রজৈকমন্দিরম্।
সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয়মানসে নিজম্,
দদামিনন্দবালকং সমস্ত ভক্তপালকম্ ॥৪॥
সমস্তগোপালনাগরং দৃগম্বুজৈকমোহনম্,
নমামি কুঞ্জনাদকং প্রসূনভানুশোভনম্।
দৃগন্তকান্তরঞ্জনং সদা সদালিসঙ্গিনম্,
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসম্ভবম্ ॥৫॥
গুণাকরং সুখাকরং কৃপাকরং শুভাকরম্,
ত্বয়া সুখপ্রদায়কং নমামি প্রেমনায়কম্।
সমস্তদোষশোষণং সমস্তভক্ততোষণম্,
সমস্তদাসমানসং নমামি কৃষ্ণলালসম্ ॥৬॥

দুর্লভ কৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি। দয়াময়ী কোপিত যশোদা কর্তৃক উদূখলে বদ্ধ নন্দনন্দনকে প্রণাম করি ॥৩॥

নবীন গোপনাগর; নবীন কেলীনাগর, নবীন মেঘবৎ সুন্দর ব্রজমন্দির শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি। সমস্ত ভক্তজন পালক নন্দনন্দনের পাদপঙ্কজের স্থাপন নিজ মানসে করিতেছি ॥৪॥

সমস্ত গোপাল নাগর, নয়নাম্বুজ দ্বারা বিশ্ব বিমোহক, প্রসূন শোভিত কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি, সখিগণ পরিবেষ্টিত কটাক্ষদ্বারা কান্তাবিনোদক নিত্য নবনবায়মান নন্দনন্দনকে প্রণাম ॥

গুণাকর, সুখাকর, কৃপাকর, শুভাকর, প্রেমনায়ক, সুখপ্রদায়ক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। সমস্ত দোষশোধক, সমস্ত ভক্তসন্তোষক, সমস্ত

দৃগন্তচারুশায়কং নমামি প্রেমনায়কং,
নিকামকামদায়কং নমামি বেণুগায়কম্ ।
মহাভবাগ্নিতারকং ভবাব্ধি কর্ণধারকম্,
যশোমতী কিশোরকং নমামি দুগ্ধ চোরকম্ ॥৭॥
সমস্তমুগ্ধগোপিকা মনোজকামদায়কম্,
নমামি ভক্তবর্ধনং দধিপ্রিয়ং জনার্দ্দনম্ ।
কিশোরকান্তিরঞ্জনং সুশোভিতং দৃগঞ্জনম্,
গজেন্দ্রমোক্ষকারিণং নমামি লোক সম্মতম্ ॥৮॥
নিকুঞ্জমঞ্জুমাধুরীপ্রিয়ালিবৃন্দসুন্দরীম্,
লভেহমিন্দিরাস্তুতাং তথাকৃপা বিধীয়তাম্ ।
প্রমাণিতং স্তবদ্বয়ং পঠন্তি প্রাতরুত্থিতাঃ,
ত এব নন্দনন্দনং মিলন্তি ভাব সংস্থিতাঃ ॥৯॥

ইতি কৃষ্ণযামলোক্ত শ্রীকৃষ্ণ কৃপা কটাক্ষ স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

ভক্তমানসহংস শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম করি ॥৬॥

মনোহর কটাক্ষভূষিত প্রেমনায়ককে প্রণাম করি। বেণুবাদন পরায়ণ সমস্ত ভক্তগণের কামনাপূরক মহাভবাগ্নি প্রশামক, ভবাব্ধির কর্ণধার স্বরূপ দুগ্ধচোর যশোদা নন্দকে প্রণাম ॥৭॥

সমস্তমুগ্ধ গোপিকার কামনা প্রদানকারী, ভক্তিবর্দ্ধক, দধিপ্রিয়, জনার্দ্দনকে নমস্কার। কিশোর কান্তিরঞ্জন, সুশোভিত নয়নাঞ্জনযুক্ত সমস্তলোক সম্মত গজেন্দ্রমোক্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি॥৮

ইন্দিরা সংস্তুত নিকুঞ্জ মঞ্জুমাধুরীপ্রিয়ালিবৃন্দ সুন্দরীগণের

কৈঙ্কর্য্যলাভ যাহাতে হয় তজ্জন্য কৃপা করুন, যাহারা প্রাতঃকালে অনবদ্যভাবে স্তোত্রদ্বয়ের পাঠকরিবে,তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইবে ॥৭॥ ইতি কৃষ্ণযামলোক্ত শ্রীকৃষ্ণ কৃপাকটাক্ষ স্তোত্রং সম্পূর্ণ ॥

......—ঃ***ঃ—......

শ্রীরাধা স্তোত্রম্

——০ঃ**ঃ০——

॥ শ্রীনারদ উবাচ ॥

কি তৎ গুহ্যতরং ব্রহ্মন্ যৎ চিন্ত্যমখিলেশ্বরৈঃ।
তন্মে ব্রূহি সুতত্ত্বজ্ঞ যোগেশ ময়ি বৎসল ॥১॥

॥ শ্রীব্রহ্মোবাচ ॥

শৃণু গুহ্যতমং তাত নারায়ণ মুখাচ্ছ্রুতম্।
সর্ব্বদা পূজিতা দেবী রাধাবৃন্দাবনে বনে ॥২॥
রাধা বিশ্লেষতঃ কৃষ্ণো হেকদা প্রেম বিহ্বলঃ।
রাধা মন্ত্রং জপন্ ধ্যায়ন্ রাধাং সর্ব্বত্র পশ্যতি ॥৩॥

শ্রীনারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে যোগেশ! হে বৎসল! হে সুতত্ত্বজ্ঞ! অখিলেশ্বরগণ কর্ত্তৃক যাহা অতিগুহ্যতর রূপে নির্ণীত হইয়াছে, সেই তত্ত্বের বিষয় আমাকে বলুন ॥১॥

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন —হে তাত! শ্রবণ কর, আমি শ্রীনারায়ণের নিকট হইতে অতীবগুহ্যতম বস্তু শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদা পূজিতা দেবী রাধাই অতিগুহ্যতম বস্তু ॥২॥

ওঁ অস্য শ্রীরাধা স্তোত্র মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীরাধা দেবতা ক্লীং বীজং হ্রীং শক্তিঃ শ্রীরাধা প্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

গৃহে রাধা বনে রাধা পৃষ্ঠে রাধা পুরঃ স্থিতা।
যত্র তত্র স্থিতা রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥৪॥
জিহ্বা রাধা শ্রুতৌ রাধা নেত্রে রাধা হৃদিস্থিতা।
সর্বাঙ্গ ব্যাপিনী রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥৫॥
পূজা রাধা জপে রাধা রাধিকা ভোজনে গতৌ।
রাত্রৌ রাধা দিবা রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥৬॥
মাধুর্য্যে মধুরারাধা মহত্ত্বে রাধিকা গুরুঃ।
সৌন্দর্য্যে সুন্দরী রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥৭॥

একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বিরহে প্রেমবিহ্বল হইয়া শ্রীরাধা-মন্ত্র জপ করিতে করিতে সর্ব্বত্র শ্রীরাধাকে দর্শন করিলেন ॥৩॥

ওঁ অস্য শ্রীরাধা স্তোত্রমন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষিরনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীরাধা দেবতা ক্লীঁ বীজং হ্রীঁ শক্তিঃ শ্রীরাধা প্রীত্যর্থে জপে বিনিযোগঃ ॥

গৃহে রাধা, বনে রাধা, পৃষ্ঠে রাধা, অগ্রভাগে স্থিতা রাধা, যত্রতত্র স্থিতা রাধার আমি আরাধনা করি ॥৪॥

জিহ্বায় রাধা, শ্রবণে রাধা, নেত্রে রাধা, হৃদয়স্থিতা রাধা, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিনী রাধার আমি আরাধনা করি ॥৫॥

পূজা রাধা, জপে রাধা, ভোজন গমন সময়ে রাধা, রাত্রিতে দিবসে রাধারই আমি আরাধনা করি ॥৬॥

মাধুর্য্যে মধুরা রাধা, মহত্ত্বে রাধিকাইগুরু সৌন্দর্য্যে সুন্দরী রাধার আমি আরাধনা করি ॥৭॥

রাধারসসুধাসিন্ধু রাধাসৌভাগ্য মঞ্জরী।
রাধা ব্রজাঙ্গনা মুখ্যা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥৮॥
রাধা পদ্মাননা পদ্মা পদ্মোদ্ভবসমুদ্ভবা।
পদ্মবিম্বার্চিতা মুখ্যা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥৯॥
রাধাকৃষ্ণাত্মিকা নিত্যং কৃষ্ণো রাধাত্মিকো ধ্রুবম্।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥১০॥
জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম নেত্রাগ্রে রাধিকা তনুঃ।
কর্ণাগ্রে রাধিকাকীর্তিমনোগ্রে রাধিকা মনুঃ ॥১১॥
কৃষ্ণেন প্রোক্তং স্তোত্রং শ্রীরাধা প্রীতয়ে পরম্।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং রাধাকৃষ্ণ প্রিয়ো ভবেৎ ॥১২॥

॥ ইতি শ্রীরাধা স্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্ ॥

.. ...:❁✳✳:......

রসসুধাসিন্ধু রাধা, সৌভাগ্য মঞ্জরী রাধা, ব্রজাঙ্গনা মুখ্যারাধার আমি আরাধনা করি ॥৮॥ পদ্মাননাপদ্মা রাধা, পদ্মোদ্ভবা রাধা, পদ্মবিম্বার্চিতা রাধার আমি আরাধনা করি ॥৯॥ নিত্যই শ্রীরাধা কৃষ্ণাত্মিকা, শ্রীকৃষ্ণও সত্যই রাধাত্মিকা, অতএব আমি শ্রীরাধার আরাধনা করি ॥১০॥ জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম, নেত্রাগ্রে রাধিকা তনু, কর্মাগ্রে রাধিকা কীর্ত্তি, মানসে রাধিকামন্ত্র ॥১১॥ শ্রীরাধার প্রীতি নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রোক্ত স্তোত্রের পাঠ যে জন সংযত চিত্তে প্রতিদিন করে, তাহার প্রতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়েন ॥১২॥

॥ ইতি শ্রীরাধাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

...০:✳+✳:০...

শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রম্

—০ঃ৩৬ঃ৩৬ঃ৩৬ঃ০—

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১॥
নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দ-রূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২॥
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে।
নমঃ কমল-নাভায় কমলা-পতয়ে নমঃ ॥৩॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৪॥
কংসবংশ-বিনাশায় কেশি-চানুর-ঘাতিনে।
বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থ-সারথয়ে নমঃ ॥৫॥

যিনি বিশ্বরূপ এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই বিশ্বময় শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ॥১॥ যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দ-স্বরূপ, সেই গোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥২॥ যিনি পদ্মলোচন, পদ্মমালী ও পদ্মনাভ, সেই পদ্মাপতিকে আমি নমস্কার করি ॥৩॥ যাঁহার শিরোদেশ ময়ূর-পুচ্ছে সুশোভিত, যিনি অপরিমিত জ্ঞানময় ও যিনি লক্ষ্মীদেবীর মানস-সরোবরে হংস-স্বরূপ, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥৪॥ যিনি কংসবংস-ধ্বংসকারী, যিনি কেশী ও চানূর-ঘাতী এবং যিনি শ্রীমহাদেবেরও বন্দনীয়, সেই অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণকে

বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহি-মর্দ্দিনে।
কালিন্দী-কূল-লোলায় লোল কুণ্ডল-ধারিণে ॥৬॥
বল্লবী-নয়নাম্ভোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণত-পালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥৭॥
নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ।
পূতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসু-হারিণে ॥৮॥
নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধি-বৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥৯॥
প্রসীদ পরমানন্দ! প্রসীদ পরমেশ্বর!
আধি-ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো! ॥১০॥

আমি নমস্কার করি ॥৫॥ যিনি বেণু-বাদন-পরায়ণ, গো-পালক, কালিয়-মর্দ্দন, যমুনা-কূল-বিহারী, চঞ্চল-কুণ্ডল-পরিশোভিত, গোপীগণের নয়ন-কমল-গ্রথিত-মাল্যধারী, নৃত্য-পরায়ণ ও প্রণত-জনের প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥৬-৭॥ যিনি পাপ বিনাশক, গোবর্দ্ধন-ধারী, পূতনা বিনাশকারী ও তৃণাবর্ত্ত প্রাণসংহারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥৮॥ যিনি পূর্ণ-স্বরূপ, মোহ-বর্জ্জিত, পরম বিশুদ্ধ, পরম পাবন, অদ্বিতীয় ও সর্ব্ব-পূজ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥৯॥ হে পরমানন্দ স্বরূপ! হে পরমেশ্বর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; হে প্রভো! মনঃপীড়ারূপ ও ব্যাধিরূপ কাল-ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণ ! রুক্মিণীকান্ত ! গোপীজন-মনোহর !
সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ! ॥১১॥
কেশব ! ক্লেশহরণ ! নারায়ণ ! জনার্দ্দন !।
গোবিন্দ ! পরমানন্দ ! মাং সমুদ্ধর মাধব ! ॥১২॥
ইতি শ্রীগোপালতাপনীয়শ্রুতি-ধৃতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তং ।

হে কৃষ্ণ ! হে রুক্মিণী-কান্ত ! হে গোপীজন-চিত্তাপহারিন্ ! হে জগদ্‌গুরো ! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥১১॥ হে কেশব ! হে দুঃখ-বিনাশন ! হে নারায়ণ ! হে জনার্দ্দন ! হে গোবিন্দ ! হে পরমানন্দ ! হে মাধব ! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥১২॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রের অনুবাদ সম্পূর্ণ ।

…০ঃ*+*ঃ০…

শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ

॥ শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

——*——

নব-গোরোচনা-গৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং ।
মণি-স্তবক-বিদ্যোতি-বেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাং ॥১॥

নব-গোরোচনা-দ্যুতি শ্রীঅঙ্গ শোভয়ে অতি
নীল পট্ট-শাড়ী শোভে তায় ।
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী ফণি-বিরাজিত মণি
রত্ন-গুচ্ছ অতি শোভে তায় ॥১॥

উপমান-ঘটামান-প্রহারি-মুখমণ্ডলাং।
নবেন্দু-নিন্দি-ভালোদ্যৎ-কস্তুরী-তিলক-শ্রিয়ং ॥২॥
ভ্রূজিতানঙ্গ-কোদণ্ডাং লোল-নীলালকাবলীং।
কজ্জলোজ্জ্বলতা-রাজচ্চকোরী-চারুলোচনাং ॥৩॥
তিলপুষ্পাভ-নাসাগ্র-বিরাজদ্‌বর-মৌক্তিকাং।
অধরোদ্ধূত-বন্ধুকাং কুন্দালী-বন্ধুর-দ্বিজাং ॥৪॥

জিনি উপমার গণ তুলনা নাহিক সম
শোভে যার ও মুখ-মণ্ডল।
চৌরস কপাল-ছান্দ নিন্দিয়া নবীন চান্দ
কস্তুরী-তিলক ঝলমল ॥২॥
কন্দর্প-কোদণ্ড জিনি ভুরুযুগ-সুবলনি
অলকা তিলক তছু'পরি।
উজ্জ্বল কজ্জল জিনি নেত্র-শোভা চকোরিণী
কটাক্ষ-সন্ধান মনোহারী ॥৩॥
নাসা তিলফুল-আভা গজমুক্তা করে শোভা
বেসর সহিতে মনোহর।
জিনিয়া বান্ধুলি-ফুল অধরের দুটি কূল
যার শোভা কাম-অগোচর ॥
কুন্দপুষ্প-সম পাঁতি জিনিয়া দন্তের দ্যুতি
মুকুতা হইতে সুশোভিত।
তাহে রক্ত-রেখাগণ চিত্র শোভা মনোরম
যাতে কৃষ্ণের উনমত চিত্ত ॥৪॥

সরত্ন স্বর্ণ-রাজীব-কর্ণিকা-কৃত-কর্ণিকাং।
কস্তুরী-বিন্দু-চিবুকাং রত্ন-গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাং ॥৫॥
দিব্যাঙ্গদ-পরিষ্বঙ্গ-লসদ্ভুজ-মৃণালিকাং।
বলারি-রত্ন-বলয়-কলালম্বি-কলাবিকাং ॥৬॥
রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি-বরাঙ্গুলি-করাম্বুজাং।
মনোহর-মহাহার-বিহারি-কুচ-কট্‌মলাং ॥৭॥
রোমালি-ভুজগী-মূর্দ্ধরত্নাভ-তরলাঞ্চিতাং।
বলিত্রয়ী-লতাবদ্ধ-ক্ষীণভঙ্গুর-মধ্যমাং ॥৮॥

কর্ণে স্বর্ণ-ঢেড়ি সাজে নানা রত্ন তার মাঝে
অবতংস তাহার উপর।
চিবুকে কস্তুরী-বিন্দু মুখে যার শোভে ইন্দু
যার শোভা কাম-অগোচর ॥৫॥
পদ্মের মৃণাল জিনি বাহুযুগ-সুবলনি
অঙ্গদ কঙ্কণ শোভে তায়।
নীলমণি-চুড়ী হাতে নানা রত্ন সাজে তাতে
কৃষ্ণ-মনহংস বদ্ধ তায় ॥৬॥
করাম্বুজে বরাঙ্গুলী তাহে নানা রত্নাঙ্গুরী
উল্লসিত করে যার শোভা।
মনোহর হার গলে তাহে নানা রত্ন মিলে
পয়োধর বেড়ি যার শোভা ॥৭॥
নাভি হৈতে রোমাবলি উর্দ্ধে যার শোভে ভালি
শিরে মণি যেন ভুজঙ্গিনী।

মণি-সারসনাধার-বিস্ফার-শ্রোণি-রোধসং।
হেমরম্ভা-মদারম্ভ-স্তম্ভনোরু-যুগাকৃতিং ॥৯॥
জানু-দ্যুতি-জিত-ক্ষুল্ল-পীতরত্ন-সমুদ্গকাং।
শরন্নীরজ-নীরাজ্য-মঞ্জীর-বিরণৎ-পদাং ॥১০॥
রাকেন্দু-কোটি-সৌন্দর্য্য-জৈত্র-পাদনখ-দ্যুতিং।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃত-বিগ্রহাং ॥১১॥
মুকুন্দাঙ্গ-কৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মি-তরঙ্গিতাং।
ত্বামারব্ধ-প্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি! ॥১২॥

মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি ত্রিবলি-বন্ধন তথি
ভাঙ্গে পাছে এই ভয় মানি ॥৮॥
বিস্তার নিতম্ব মাঝে ক্ষুদ্র ঘন্টি তাহে বাজে
মণিতে খচিত মনোহর।
স্বর্ণ-কদলিকা জিনি উরুযুগ-সুবলনি
যার শোভা কাম-অগোচর ॥৯॥
পীতবর্ণ-রত্ন-ঘটা জিনিয়া জানুর ছটা
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
শরতের পদ্ম জিনি শ্রীচরণ দুইখানি
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥১০॥
কোটী পূর্ণিমার চান্দ জিনিয়া নখের চান্দ
ঝলমল কিরণ যাহার।
সাত্ত্বিকাদি ভাবগণ আকুল তাহার মন
তাতে হয় বিগ্রহ যাহার ॥১১॥

অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাব-মাধুরী-বিহ্বলান্তরে।।
অশেষ-নায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুত-চেষ্টিতে! ॥১৩॥
সর্ব্বমাধুর্য্য-বিঞ্ছোলী-নির্ম্মঞ্ছিত-পদাম্বুজে।।
ইন্দিরা-মৃগ্য-সৌন্দর্য্য-স্ফুরদঙ্ঘ্রি-নখাঞ্চলে ॥১৪॥
গোকুলেন্দুমুখী-বৃন্দ-সীমন্তোত্তংস-মঞ্জরি!
ললিতাদি-সখীযূথ-জীবাতু-স্মিত-কোরকে! ॥১৫॥
চটুলাপাঙ্গ-মাধুর্য্য-বিন্দূন্মাদিত-মাধবে।।
তাতপাদ-যশঃস্তোম-কৈরবানন্দ-চন্দ্রিকে! ॥১৬॥

যার কটাক্ষ-কামশরে কৃষ্ণে উন্মাদিত করে
মনাব্ধির তরঙ্গ বাঢ়ায়।
হেন বৃন্দাবনেশ্বরী তারে বন্দোঁ কর যুড়ি
কৃষ্ণ-প্রিয়াগণানন্দ তায় ॥১২॥

মহাভাব-মাধুরী যাঁহাতে উদয় করি
বিহ্বল করয়ে অতিশয়।
অশেষ নায়িকার গুণ তাঁতে হয় প্রকটন
অপরূপ চরিত্র আশ্রয় ॥১৩॥

সকল মাধুরী যার পদাম্বুজে পরচার
নিছনি লইল সবিশেষে।
নারায়ণের প্রিয়তমা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সীমা
স্ফুরে যার পদনখ-পাশে ॥১৪॥

গোকুল-নগরে কত ইন্দুমুখী শত শত
সীমন্ত-মঞ্জরী করি মানে।
ললিতাদি সখীগণ সাক্ষাত যার জীবন
মানে যারে পরাণের পরাণে ॥১৫॥

অপার-করুণাপূর-পূরিতান্তর্মনোহ্রদে ।।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি ! নিজদাস্য-স্পৃহাজুষি ॥১৭॥
কচ্চিৎ ত্বং চাটু-পটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্র-সুনুনা।
প্রার্থ্যমান-চলাপাঙ্গ-প্রসাদাদ্রক্ষ্যসে ময়া ॥১৮॥
ত্বাং সাধু মাধবী-পুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা ॥১৯॥

চঞ্চল-কটাক্ষ-শরে কৃষ্ণে উন্মাদিত করে
যাহার মাধুর্য্য এক বিন্দু।
পিতা মাতা গুরুজন যার যশে সুপ্রসন্ন
কুমুদ সহিতে যৈছে ইন্দু ॥১৬॥
অপার সাগর করুণার পূর
পূরিত অন্তর যার।
হে দেবি রাধিকে এই যে দাসীকে
করি লেহ আপনার ॥১৭॥
নন্দের নন্দনে বিনয়-বচনে
কত না সাধিবে তোরে।
তুঁহু সে মানিনী প্রিয়-বাণী শুনি
প্রসন্ন হইবি তারে ॥
এ সব তোমার প্রেমের পসার
তাহে নানা উপচার।
হেন দিন হব সে সঙ্গে রহিব
সে লীলা হেরিব আর ॥১৮॥
মাধবীর ফুলে করি পুটাঞ্জলে
তোমারে সাধিব কান।

কেলি-বিস্রংসিনো বক্র-কেশবৃন্দস্য সুন্দরি!।
সংস্কারায় কদা দেবি! জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥২০॥
কদা বিম্বোষ্ঠি! তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশ-সূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥২১॥
ব্রজরাজ-কুমার-বল্লভাকুল-সীমন্তমণি! প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥২২॥

কাম-কলানিধি রসের অবধি
বিধি কৈল নিরমাণ॥
তুঁহু কমলিনী তাহে স্বেদ জানি
চামর করিব তোরে।
হেন কবে আর হইবে আমার
এ কৃপা করিবে মোরে ॥১৯॥
নানা লীলা ভরে রসের আবেশে
কেশ-বেশ হব দূরে।
কবে হেন হব সে বেশ করিব
এ কৃপা করিবে মোরে ॥২০॥
তব মুখাম্বুজে তাম্বুল এই যে
কবে বা যোগাব আমি।
নন্দ-সুত তাহা কাড়িয়া খাইব
এমন করিবে তুমি ॥২১॥
নন্দের নন্দন তাঁর প্রিয়-জন
সীমন্তে যে মণি ধরে।
এমন যে তুমি কি বলিব আমি
প্রসন্ন হইবে মোরে॥

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি !।
অপি কেশি-রিপোর্যয়া ভবেৎ সচাটুপ্রার্থন-ভাজনং জনঃ ॥২৩
ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটু-পুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদং ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামি-বিরচিতঃ শ্রীশ্রীচাটু-পুষ্পাঞ্জলিঃ সমাপ্তঃ।

পরিবারগণ আছে যত জন
তোমার প্রেমের দাসী।
তা সবা মাঝারে দাসী-পদ মোরে
দেহ ভবে ভালবাসি ॥২২॥
বারে বারে বলি তুয়া পদ ধরি
বৃন্দাবন--বিহারিণি !।
যদি কৃপা কর এ দাসী উপর
রাখ মোর এই বাণী॥
কেশিরিপু--জন প্রার্থনা--ভাজন
তুয়া প্রেম--পরসাদে।
যদি কৃপা কর এ দাসী উপর
নিবেদিয়ে দেবি রাধে ! ॥২৩॥
চাটু-পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলী
যে জন করয়ে গান।
বৃন্দাবনেশ্বরী তারে কৃপা করি
দাসী--পদ দেন দান ॥২৪॥
শ্রীমদ্রূপ-ইত গোস্বামি-বিরচিত
শ্রীমুখ--গলিত ধার।
রাধাঙ্গ--বর্ণন করিল রচন
অর্থ করি পরচার॥

ইতি শ্রীল যদুনন্দন-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীশ্রীভাষা-চাটুপুষ্পাঞ্জলি সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী।

শ্রীশ্রীব্রজ-নাগরায় নমঃ।

(এই অপূর্ব্ব স্তোত্র প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য।)

নব-জলধর-বর্ণং চম্পকোদ্ভাসি-কর্ণং
বিকসিত-নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দ-হাস্যং।
কনক-রুচি-দুকূলং চারু-বর্হাবচূলং
কমপি নিখিল-সারং নৌমি গোপী-কুমারং ॥১॥
মুখ-জিত-শরদিন্দুঃ কেলি-লাবণ্য-সিন্ধুঃ
কর-বিনিহিত-কন্দুর্বল্লবী-প্রাণবন্ধুঃ।
বপুরপস্থৃত-রেণুঃ কক্ষ-নিক্ষিপ্ত-বেণু-
র্বচন-বশগ-ধেনুঃ পাতু মাং নন্দসূনুঃ ॥২॥

নব-জলধরের ন্যায় শ্যামল-সুন্দর যাঁহার রূপ, চম্পক কুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, যাঁহার বদন-মণ্ডল বিকসিত পদ্মের ন্যায় পরম মনোহর ও মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত, যাঁহার অঙ্গচ্ছটা সুবর্ণ-কান্তির ন্যায় দীপ্তিমান্, যাঁহার চূড়া মনোহর ময়ূর-পুচ্ছে সুশোভিত এবং যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, সেই কি এক অনির্ব্বচনীয় পরম সুন্দর গোপী-কুমারকে আমি স্তব করি ॥১॥

যাঁহার মুখ-মণ্ডল শরৎ-কালীন চন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর, যিনি কেলি-বিলাসোচিত লাবণ্যের সিন্ধু, যাঁহার হস্তে ক্রীড়াকন্দুক সুশোভিত, যিনি ব্রজাঙ্গনাগণের প্রাণবন্ধু, যাঁহার কলেবর গাভী-গণের খুরোত্থিত ধূলি-কণায় সুশোভিত, কক্ষদেশে বেণু বিরাজিত এবং ধেনুগণ যাঁহার বাক্যের বশীভূত, সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাকে

ধ্বস্ত-দুষ্ট-শঙ্খচূড় ! বল্লবী-কুলোপগূঢ় !
ভক্ত-মানসাধিরূঢ় ! নীলকণ্ঠ-পিচ্ছচূড় ! ।
কণ্ঠলম্বি-মঞ্জু-গুঞ্জ ! কেলিলব্ধ-রম্যকুঞ্জ !
কর্ণবর্ত্তি-ফুল্লকুন্দ ! পাহি দেব ! মাং মুকুন্দ ! ॥৩॥
যজ্ঞভঙ্গ-রুষ্টশক্র-নুন্নঘোর-মেঘচক্র-
বৃষ্টিপূর-খিন্ন-গোপ-বীক্ষণোপজাত-কোপ ! ।
ক্ষিপ্র-সব্যহস্ত-পদ্ম-ধারিতোচ্চ-শৈল-সদ্ম-
গুপ্তগোষ্ঠ ! রক্ষ রক্ষ মাং তথাদ্য পঙ্কজাক্ষ ! ॥৪॥
মুক্তাহারং দধদুড়ুচক্রাকারং
সারং গোপী-মনসি মনোজারোপী ।

রক্ষা করুন ॥২॥

হে দেব ! হে মুকুন্দ ! তুমি দুষ্ট শঙ্খচূড়ের ধ্বংসকারী, তুমি ব্রজ-রমণীগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত, তুমি ভক্তগণের মানস-পটে অধিষ্ঠিত, তোমার চূড়া ময়ূর-পুচ্ছে সুশোভিত, তোমার কণ্ঠে মনোহর গুঞ্জামালা দোদুল্যমান, কেলি-বিলাসের নিমিত্ত মনোহর নিকুঞ্জ-কানন তোমার আশ্রয় ও তোমার কর্ণ-যুগল কুন্দ-পুষ্প সুশোভিত; তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর ॥৩॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! যজ্ঞ-ভঙ্গ-নিবন্ধন দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয় কোপান্বিত হইয়া মেঘ-সমূহ প্রেরণ করতঃ অতিবৃষ্টি দ্বারা গোপ-গোপীদিগকে ক্লেশ দিতে থাকিলে, তদ্দর্শনে তুমি রুষ্ট হইয়া, শীঘ্র বামহস্তে অত্যুচ্চ গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক ব্রজধামকে রক্ষা করিয়াছিলে; সেইরূপ আমাকেই অদ্য রক্ষা কর ॥৪॥

কোপী কংসে খল-নিকুরম্বোত্তংসে
বংশে রঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী ॥৫॥
লীলোদ্দামা জলধর-মালা-শ্যামা
ক্ষামাঃ কামাদভিরচয়ন্তী রামাঃ।
স মামব্যাদখিলমুনীনাং স্তব্যা
গব্যাপূর্ত্তিঃ প্রভুরঘ শত্রোর্মূর্ত্তিঃ ॥৬॥
পর্ব্ব-বর্ত্তুল-শর্ব্বরীপতি-গর্ব্বরীতি-হরাননং
নন্দ-নন্দনমিন্দিরা-কৃত-বন্দনং ধৃত-চন্দনং।
সুন্দরী-রতি-মন্দিরীকৃত-কন্দরং ধৃত-মন্দরং
কুণ্ডল-দ্যুতিমণ্ডল-প্লুত-কন্ধরং ভজ সুন্দরং ॥৭॥

যিনি নক্ষত্রমালার ন্যায় মনোহর মুক্তাহার কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, যিনি গোপিকাগণের অন্তঃকরণে কন্দর্প-ভাব জাগরিত করেন এবং যাবতীয় দুর্দ্দান্তের শিরোমণি কংসের প্রতি যাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ, সেই বংশী-প্রিয় শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে তাঁহার শ্রীচরণে রতি প্রদান করুন ॥৫॥

যে শ্রীমূর্ত্তি ব্রজ-মণ্ডলে পরম সুখে বিহার করিবার সমুপযুক্ত, যাহা মেঘমালার ন্যায় শ্যামবর্ণ, কন্দর্প-সমরে গোপসুন্দরীগণ যৎ কর্ত্তৃক দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, যাহা নিখিল মুনিগণের ধ্যেয়-বস্তু এবং যাহা গাভীগণের তৃপ্তি-সাধনে সমর্থ, অঘ-দমন শ্রীকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তি আমাকে রক্ষা করুন ॥৬॥

যাঁহার বদন-কান্তি পূর্ণচন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে, লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনাদি দ্বারা

গোকুলাঙ্গন-মণ্ডনং কৃত-পূতনা-ভব-মোচনং
কুন্দ-সুন্দর-দন্তমম্বুজ-বৃন্দ-বন্দিত-লোচনং।
সৌরভাকর-ফুল্ল-পুষ্কর-বিস্ফুরৎ-করপল্লবং
দৈবত-ব্রজ-দুর্ল্লভং ভজ বল্লবী-কুল-বল্লভং ॥৮॥
তুণ্ড-কান্তি-দণ্ডিতোরু-পাণ্ডুরাংশু-মণ্ডলং
গণ্ডপালি-তাণ্ডবালি-শালি-রত্নকুণ্ডলং।
ফুল্ল-পুণ্ডরীক-ষণ্ড-কপ্ত-মাল্যমণ্ডনং
চণ্ড-বাহুদণ্ডমত্র নৌমি কংস-খণ্ডনং ॥৯॥

অনুলিপ্ত, যিনি গোপীগণের সহিত বিহারের নিমিত্ত গিরি-গহ্বরে সঙ্কেত-স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মন্দর-পর্ব্বত তুল্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার গ্রীবাদেশ কর্ণস্থ কুণ্ডল-প্রভায় সুশোভিত, হে মন! তুমি সেই পরম সুন্দর শ্রীনন্দ-নন্দনকে ভজনা কর ॥৭॥

যিনি গোকুলের ভূষণ-স্বরূপ, যিনি পূতনা রাক্ষসীর ভববন্ধন বিমোচন করিয়াছেন, যাঁহার দন্ত-পঙ্‌ক্তি কুন্দ-কুসুমের ন্যায় পরম মনোহর, যাঁহার নয়ন-যুগল অধিকতর সুন্দর বলিয়া পদ্মগণও সেই নয়নের প্রশংসা করে, যাঁহার করপল্লব সুগৌরভান্বিত ও সুবিকসিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যিনি দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ, হে চিত্ত! তুমি গোপীকুল-বল্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর ॥৮॥

যাঁহার বদন-কান্তি পূর্ণচন্দ্রের শোভাকেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার গণ্ড-প্রদেশে চঞ্চল রত্নকুণ্ডল শোভা পাইতেছে, যিনি বিকসিত কমল-মালায় সুশোভিত এবং যাঁহার ভুজদণ্ড সাতিশয়

উত্তরঙ্গদঙ্গরাগ সঙ্গমাতি পিঙ্গল-
স্তুঙ্গ-শৃঙ্গ-সঙ্গি-পাণিরঙ্গনালি-মঙ্গলঃ।
দিগ্বিলাসি-মল্লিহাসি-কীর্ত্তিবল্লি-পল্লব-
স্ত্বাং স পাতু ফুল্ল-চারু-চিল্লিরদ্য বল্লবঃ ॥১০॥
ইন্দ্রনিবারং ব্রজপতিবারং নির্ধূতবারং হৃতঘনবারং।
রক্ষিতগোত্রং প্রীণিতগোত্রং ত্বাং ধৃতগোত্রং নৌমি সগোত্রং
কংসমহীপতিহৃদ্গতশূলং সন্ততসেবিতযামুনকূলং।
বন্দে সুন্দরচন্দ্রকচূলং ত্বামহমখিলচরাচরমূলং ॥১২॥

প্রতাপান্বিত, সেই কংস-বিনাশন শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্তব করি ॥৯॥
যাঁহার কুসুম-চন্দনাদি-লিপ্ত কলেবরে লাবণ্যের তরঙ্গ খেলিতেছে, যাঁহার হস্ত উচ্চ-শৃঙ্গ গোবর্দ্ধন-ধারণে সমর্থ, যিনি অঙ্গনাগণের মঙ্গল-দাতা, যাঁহার যশঃসৌরভ মল্লিকা-কুসুমের ন্যায় দিগ্‌বিদিক্ আমোদিত করিতেছে এবং যাঁহার ভ্রূ-যুগল নিরতিশয় মনোহর, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অদ্যই তোমাকে রক্ষা করুন ॥১০॥
যজ্ঞভঙ্গ বশতঃ ইন্দ্রদেব কুপিত হইলে, যিনি গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক, সেই ইন্দ্র-প্রেরিত মেঘগণের প্রবল বারি-বর্ষণ নিবৃত্ত করতঃ, উহাদিগকে দূরীভূত করিয়া ইন্দ্রকে পরাভূত ও ব্রজধামকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যিনি গোসমূহের প্রীতিবর্দ্ধনকারী, সেই যে গোবর্দ্ধন-ধারী ব্রজেন্দ্র-নন্দন তুমি, তোমাকে আমি সপরিকরে বন্দনা করি ॥১১॥

যিনি কংসরাজের হৃদয়ে শূল-স্বরূপ, যিনি নিরন্তর যমুনা তীরে অবস্থান করিতে বড়ই ভালবাসেন ও মনোহর ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার

মলয়জরুচিরস্তনুজিতমুদিরঃ পালিতবিবুধস্তোষিতবসুধঃ।
মামতিরসিকঃ কেলিভিরধিকঃ স্মিতসুভগরদঃ কৃপয়তু বরদঃ॥
উররীকৃতমুরলীরুতভঙ্গং নবজলধরকিরণোল্লসদঙ্গং।
যুবতিহৃদয়ধৃতমদনতরঙ্গং প্রণমত যামুনতটকৃতরঙ্গং ॥১৪॥
নবাম্ভোদনীলং জগত্তোষিণীলং মুখাসঙ্গিবংশং শিখণ্ডাবতংসং
করালম্বিবেত্রং বরাম্ভোজনেত্রং ধৃতস্ফীতগুঞ্জং ভজে লব্ধকুঞ্জং

চূড়া সুশোভিত, অখিল চরাচরের মূল-স্বরূপ সেই যে শ্রীনন্দ-নন্দন তুমি, তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥১২॥

যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুগন্ধি চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত, যাঁহার অঙ্গশোভা নবীন মেঘের কান্তিকেও পরাভব করিতেছে, যিনি দেবতাগণের পালন-কর্ত্তা, যিনি কংসাদি দৈত্য বধ করিয়া ভূভার হরণ করতঃ পৃথিবীর তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, যিনি কেলি-বিষয়ে সুরসিক এবং যাঁহার দন্তশ্রেণী কুন্দ-কুসুমের ন্যায় পরম মনোহর, সেই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কৃপা করুন ॥১৩॥

যিনি কত কত মোহন ভঙ্গীতে বংশীধ্বনি করেন, নবজলধর-কান্তির ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ-কান্তি পরম মনোহর এবং যিনি যুবতী-বৃন্দের হৃদয়ে অনঙ্গ-তরঙ্গ উদ্বেলিত করেন, সেই যমুনাতট-বিহারী শ্রীহরিকে তোমরা প্রণাম কর ॥১৪॥

যিনি নবীন-মেঘের ন্যায় নীল-কলেবর, যাঁহার সুমধুর চরিত্রে ত্রিভুবন পরিতুষ্ট, যাঁহার বদনে বংশী, ময়ূর-পুচ্ছ যাঁহার শিরোভূষণ, গো-পালনের নিমিত্ত যাঁহার হস্তে বেত্র, অত্যুৎকৃষ্ট কমলের ন্যায় মনোহর যাঁহার নেত্র এবং যাঁহার গলদেশে অতি সুন্দর গুঞ্জাহার

হৃত-ক্ষৌণি-ভারং কৃত-ক্লেশ-হারং
জগদ্গীত-সারং মহারত্ন-হারং।
মৃদু-শ্যাম-কেশং লসদ্‌বন্য-বেশং
কৃপাভির্নিদেশং ভজে বল্লবেশং ॥১৬॥
উল্লসদ্‌বল্লবী-বাসসাং তস্কর-
স্তেজসা নির্জ্জিত-প্রস্ফুরদ্‌ভাস্করঃ।
পীন-দোঃস্তম্ভয়োরুল্লসচ্চন্দনঃ
পাতু বঃ সর্ব্বতো দেবকী-নন্দনঃ ॥১৭॥
সংস্থতেস্তারকং তং গরাং চারকং
বেণুনা মণ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতং।

বিরাজমান, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥১৫॥

যিনি দৈত্য বধ করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন—সমগ্র জগতের দুঃখ মোচন করিয়াছেন, ত্রিভুবন যাঁহার বলবীর্য্যের প্রশংসা করিতেছে, যাঁহার গলদেশ সমুজ্জ্বল মহামূল্য রত্নহারে বিভূষিত, যিনি সুকোমল কৃষ্ণবর্ণ কেশ-কলাপে সুশোভিত, যিনি রাখাল-বেশে সুসজ্জিত এবং যিনি অপার-করুণা-পারাবার, সেই গোপ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥১৬॥

যিনি গোপ-ললনাগণের বসনাপহারী, যিনি তেজঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল প্রভাকরকেও পরাভূত করিয়াছেন ও যাঁহার বিশাল বাহু-যুগল চন্দন-চর্চ্চিত, সেই যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥১৭॥

যিনি ভবার্ণব-ত্রাতা, গো-পালনকারী, বংশীধারী, কেলিনিপুণ,

ধাতুভির্বেষিণং দানব-দ্বেষিণং
চিন্তয় স্বামিনং বল্লবী-কামিনং ॥১৮॥
উপাত্ত-কবলং পরাগ-শবলং
সদেক-শরণং সরোজ-চরণং।
অরিষ্ট-দলনং বিকৃষ্ট-ললনং
নমামি সমহং সদৈব তমহং ॥১৯॥
বিহার-সদনং মনোজ্ঞ-রদনং
প্রণীত-মদনং শশাঙ্ক--বদনং।
উরস্থ-কমলং যশোভিরমলং
করাত্ত-কমলং ভজস্ব তমলং ॥২০॥
দুষ্ট-ধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতংসঃ
খেলদ্‌বংশী-পঞ্চম-ধ্বান-শংসী।

গৈরিক-বেশে সুসজ্জিত, দৈত্য-দলনকারী ও সকলের স্বামী, সেই গোপ-বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা কর ॥১৮॥

অরণ্য মধ্যে ভক্ষণের নিমিত্ত যাঁহার বামহস্তে নবনীত, যাঁহার কলেবর বিবিধ বন্য-কুসুম-রেণু দ্বারা চিত্রিত, যিনি শরণাগত-বৎসল, বিকসিত পদ্মের ন্যায় যাঁহার চরণ-যুগল মনোহর, যিনি অমঙ্গল-ধ্বংসকারী ও যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি ব্রজ-বালাগণকে আকর্ষণ করে, উৎসবময় সেই শ্রীনন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥১৯॥

যিনি অশেষবিধ লীলার আশ্রয়, যাঁহার দন্ত-পঙ্‌ক্তি অতীব মনোহর, যিনি যুবতীগণের হৃদয়ে কন্দর্পভাব বিস্তার করেন, যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় পরম রমণীয়, যাঁহার বক্ষঃস্থলে কমলা

গোপীচেতঃ-কেলিভঙ্গী-নিকেতঃ
পাতু স্বৈরী হন্ত বঃ কংস-বৈরী ॥২১॥
বৃন্দাটব্যাং কেলিমানন্দ-নব্যাং
কুর্ব্বন্নারী-চিত্ত-কন্দর্পধারী।
নর্ম্মোদ্গারী মাং দুকূলাপহারী
নীপারূঢ়ঃ পাতু বর্হাবচূড়ঃ ॥২২॥

রুচির-নখে রচয় সখে! বলিত-রতিং ভজন-ততিং।
শ্রমবিরতিস্ফুরিত-গতির্নত-শরণে হরি-চরণে ॥২৩॥

বিরাজমান, যাঁহার সুবিমল যশোরাশি ত্রিভুবন-পরিব্যাপ্ত ও যাঁহার দক্ষিণ হস্তে লীলাপদ্ম বিরাজিত, তোমরা সেই শ্রীনন্দ-নন্দনকে নিরন্তর ভজনা কর ॥২০॥

যিনি দুর্দ্দান্ত দানবগণের দলনকর্ত্তা, কর্ণিকার-কুসুম যাঁহার কর্ণভূষণ, যিনি পঞ্চমস্বরে বংশীধ্বনি করেন, যিনি গোপিকাগণের চিত্তে বিলাসাদির অবলম্বন-স্থান এবং যিনি স্বচ্ছন্দচারী অর্থাৎ স্বতন্ত্র, সেই কংস-রিপু শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥২১॥

যিনি শ্রীবৃন্দাবনে বিবিধ আনন্দময় লীলা করিতেছেন, যিনি ব্রজ-যুবতীগণের অন্তঃকরণে কন্দর্প-ভাব বিস্তার করেন, যিনি নানাবিধ পরিহাস-বাক্যে তাঁহাদিগকে আনন্দ দিতেছেন এবং যিনি গোপীগণের বসন হরণ করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই ময়ূর-পুচ্ছাবতংস শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন ॥২২॥

হে সখে! তুমি প্রবল অনুরাগ সহকারে মনোহর-নখরাজি-বিরাজিত ও প্রণত-জন-প্রতিপালক সেই শ্রীহরির চরণ-যুগল

রুচির-পটঃ পুলিন-নটঃ পশুপ-গতির্গুণ-বসতিঃ।
স মম শুচির্জলদরুচির্মনসি পরিস্ফুরতু হরিঃ ॥২৪॥

কেলি-বিহিত-যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন।
সুললিত-চরিত-নিখিল-জন-রঞ্জন!।
লোচন-নর্ত্তন-জিত-চল-খঞ্জন।
মাং পরিপালয় কালিয়-গঞ্জন! ॥২৫॥

ভুবন-বিস্তৃত্বর-মহিমাড়ম্বর!
বিরচিত-নিখিল-খলোৎকর-সম্বর!।
বিতর যশোদা-তনয়! বরং বর-
মভিলষিতং মে ধৃত-পীতাম্বর! ॥২৬॥

নিরন্তর ভজনা কর ॥২৩॥

যিনি মনোহর পীত বসনে সুশোভিত, যিনি যমুনা-পুলিন-বিহারী, যিনি গোপগণের পালন-কর্ত্তা, যিনি ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের আকর এবং যাঁহার স্মরণে সর্ব্ব দোষ দূরীভূত হয়, সেই নবীন-নীরদ-কান্তি শ্রীহরি আমার চিত্তে বিরাজ করুন ॥২৪॥

হে কালিয়-গঞ্জন! তুমি বাল্যলীলাচ্ছলে যমলার্জ্জুনকে উদ্ধার করিয়াছ, তোমার সুললিত চরিত নিখিল জনগণের চিত্ত রঞ্জন করে এবং তুমি নয়ন-ভঙ্গী দ্বারা চঞ্চল খঞ্জনকেও পরাভব করিয়াছ; তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ভক্তিরস দ্বারা পরিপুষ্ট কর ॥২৫॥

হে পীতাম্বর! তোমার মহিমা ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত ও তুমি নিখিল দুষ্ট জনের দমনকর্ত্তা; হে যশোদা-নন্দন! তুমি আমাকে অভিলষিত শ্রেষ্ঠ বর-দানে পরিতৃপ্ত কর ॥২৬॥

চিকুর-করম্বিত-চারু-শিখণ্ডং
ভাল-বিনির্জ্জিত-বর-শশিখণ্ডং।
রদ-রুচি নির্ধূত-মুদ্রিত-কুন্দং
কুরুত বুধা! হৃদি সপদি মুকুন্দং ॥২৭॥

যঃ পরিরক্ষিত-সুরভী-লক্ষস্তদপি চ সুর-ভী-মর্দ্দন-দক্ষঃ।
মুরলী-বাদন-খুরলীশালী স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥২৮

রমিত-নিখিল-ডিম্বে বেণু-পীতোষ্ঠ-বিম্বে
হতখল-নিকুরম্বে বল্লবী-দত্ত-চুম্বে।
ভবতু মহিত-নন্দে তত্র বঃ কেলিকন্দে
জগদবিরল-তুন্দে ভক্তিরুর্ব্বী মুকুন্দে ॥২৯॥

মনোহর ময়ুর-পুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, শুক্লাষ্টমী-সমুদিত অর্দ্ধচন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহার ললাটদেশ অতীব সুন্দর এবং যাঁহার দশন-কান্তি কুন্দ-কুসুমের মুকুলকেও তিরস্কার করিতেছে, হে পণ্ডিতগণ! তোমরা সেই মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র হৃদয়ে ধারণ কর ॥২৭

যিনি লক্ষ লক্ষ সুরভীর প্রতিপালক, অথচ যিনি সুর-ভী-মর্দ্দনে দক্ষ অর্থাৎ দেবতাগণের ভয়-বিনাশক এবং যিনি মুরলী-বাদনে বিশেষ পটু, সেই বনমালী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন ॥২৮॥

যিনি নিখিল ব্রজ-বালকের সহিত ক্রীড়া করেন, যাঁহার বিম্বফল সদৃশ ওষ্ঠদেশে বংশী বিরাজিত, যিনি পুতনা প্রভৃতি দুষ্ট-সমূহের দলন-কর্ত্তা, ব্রজ-ললনাগণ প্রেমভরে যাঁহার মুখ-চুম্বন করেন, পিতৃ-ভক্তি বশতঃ যিনি নন্দ মহারাজের অর্চ্চনা করেন, যিনি অনন্ত-লীলাময় এবং যাঁহার উদরাভ্যন্তরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, সেই শ্রীমুকুন্দ-দেবের পাদপদ্মে তোমাদের প্রগাঢ় ভক্তি হউক ॥২৯॥

পশুপ-যুবতি-গোষ্ঠী-চুম্বিত-শ্রীমদোষ্ঠী
স্মর-তরলিত-দৃষ্টির্নির্ম্মিতানন্দ-বৃষ্টিঃ।
নব-জলধর-ধামা পাতু বঃ কৃষ্ণ-নামা
ভুবন-মধুর-বেশা মালিনী মূর্ত্তিরেষা ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতা শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী-স্তোত্র-পাঠান্তে ধ্যানং।

অঙ্গ-শ্যামলিমচ্ছটাভিরভিতো মন্দীকৃতেন্দীবরং
জাড্যঞ্জাগুড়-রোচিষাং বিদধতং পট্টাম্বরস্য শ্রিয়া।
বৃন্দারণ্য-নিবাসিনং হৃদি লসদ্দামাভিরামোদরং
রাধা-স্কন্ধ-নিবেশিতোজ্জ্বল-ভুজং ধ্যায়েম দামোদরং ॥

—০:⁂:০—

ব্রজ-রমণীগণ যাঁহার সুললিত ওষ্ঠ চুম্বন করিলে, যিনি কন্দর্পোদ্দীপ্ত চঞ্চল-নয়নে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ও তৎসহ সম্ভোগাদি দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ-ধারা বর্ষণ করেন, যাঁহার শরীর-কান্তি নবীন নীরদের ন্যায় সুমনোহর এবং যিনি জগন্মোহন বেশে সুসজ্জিত, সেই বনমালা-বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৩০॥

ইতি শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলীর অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী-স্তোত্র-পাঠান্তে ধ্যান।

যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শ্যামল-কান্তি নীলপদ্মের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার পীতবর্ণ পট্ট-বস্ত্রের সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম-কান্তিকেও পরাভব করিতেছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে বৈজয়ন্তী-মালা দোদুল্যমান, যিনি শ্রীরাধিকার স্কন্ধে বাম হস্ত ন্যস্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীদামোদরকে আমি ধ্যান করি।

.. ...:⁂:......

श्रीहरिदास शास्त्री सम्पादित ग्रन्थावली

(श्रीगदाधर गौरहरि प्रेस से प्रकाशित)

क्रम सद्ग्रन्थ	मूल्य
१-वेदान्तदर्शनम् भागवतभाष्योपेतम्	१५०.००
२-श्रीनृसिंह चतुर्दशी	१०.००
३-श्रीसाधनामृतचन्द्रिका	२०.००
४-श्रीगौरगोविन्दार्चनपद्धति	२०.००
५-श्रीराधाकृष्णार्चनदीपिका	२०.००
६-७-८-श्रीगोविन्दलीलामृतम्	४५०.००
९-ऐश्वर्यकादम्बिनी	३०.००
१०-श्रीसंकल्पकल्पद्रुम	३०.००
११-१२-चतुःश्लोकीभाष्यम्, श्रीकृष्णभजनामृतम्	३०.००
१३-प्रेम सम्पुट	४०.००
१४-श्रीभगवद्भक्तिसार समुच्चय	३०.००
१५-ब्रजरीतिचिन्तामणि	४०.००
१६-श्रीगोविन्दवृन्दावनम्	३०.००
१७-श्रीकृष्णभक्तिरत्नप्रकाश	५०.००
१८-श्रीहरेकृष्णमहामन्त्र	५.००
१९-श्रीहरिभक्तिसारसंग्रह	५०.००
२०-धर्मसंग्रह	५०.००
२१-श्रीचैतन्यसूक्तिसुधाकर	१०.००
२२-श्रीनामामृतसमुद्र	१०.००
२३-सनत्कुमारसंहिता	२०.००
२४-श्रुतिस्तुति व्याख्या	१००.००
२५-रासप्रबन्ध	३०.००
२६-दिनचन्द्रिका	२०.००
२७-श्रीसाधनदीपिका	६०.००
२८-स्वकीयात्वनिरास, परकीयात्वनिरूपणम्	१००.००
२९-श्रीराधारससुधानिधि (मूल)	२०.००
३०-श्रीराधारससुधानिधि (सानुवाद)	१००.००
३१-श्रीचैतन्यचन्द्रामृतम्	३०.००
३२-श्रीगौरांग चन्द्रोदय	३०.००
३३-श्रीब्रह्मसंहिता	५०.००
३४-भक्तिचन्द्रिका	३०.००
३५-प्रमेयरत्नावली एवं नवरत्न	५०.००
३६-वेदान्तस्यमन्तक	४०.००

३७-तत्वसन्दर्भ:	१००.००
३८-भगवत्सन्दर्भ:	१५०.००
३९-परमात्मसन्दर्भ:	२००.००
४०-कृष्णसन्दर्भ:	२५०.००
४१-भक्तिसन्दर्भ:	३००.००
४२-प्रीतिसन्दर्भ:	३००.००
४३-दश:श्लोकी भाष्यम्	६०.००
४४-भक्तिरसामृतशेष	१००.००
४५-श्रीचैतन्यभागवत	२००.००
४६-श्रीचैतन्यचरितामृतमहाकाव्यम्	१५०.००
४७-श्रीचैतन्यमंगल	१५०.००
४८-श्रीगौरांगविरुदावली	४०.००
४९-श्रीकृष्णचैतन्यचरितामृत	१५०.००
५०-सत्संगम्	५०.००
५१-नित्यकृत्यप्रकरणम्	५०.००
५२-श्रीमद्भागवत प्रथम श्लोक	३०.००
५३-श्रीगायत्री व्याख्याविवृति:	१०.००
५४-श्रीहरिनामामृत व्याकरणम्	२५०.००
५५-श्रीकृष्णजन्मतिथिविधि:	३०.००
५६-५७-५८-श्रीहरिभक्तिविलास:	१०००.००
५९-काव्यकौस्तुभ:	१००.००
६०-श्रीचैतन्यचरितामृत	२५०.००
६१-अलंकारकौस्तुभ	२५०.००
६२-श्रीगौरांगलीलामृतम्	३०.००
६३-शिक्षाष्टकम्	१०.००
६४-संक्षेप श्रीहरिनामामृत व्याकरणम्	८०.००
६५-प्रयुक्ताख्यात मंजरी	२०.००
६६-छन्दो कौस्तुभ	५०.००
६७-हिन्दुधर्मरहस्यम् वा सर्वधर्मसमन्वय:	५०.००
६८-साहित्य कौमुदी	१५०.००
६९-गोसेवा	४०.००
७०-पवित्र गो	५०.००
७१-गोसेवा (गोमांसादि भक्षण विधिनिषेध विवेचन)	५०.००
७२-रस विवेचनम्	५०.००
७३-अहिंसा परमो धर्म:	११०.००
७४-भक्ति सर्वस्वम्	५०.००
७५-उत्तमाभक्ति का लक्षण एवं माहात्म्य (श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व विभाग प्रथम लहरी; श्रीदुर्गमसङ्गमनी, श्रीअर्थरत्नाल्पदीपिका एवं श्रीभक्तिसार प्रदर्शिनी टीका व सबका हिन्दी अनुवाद सहित)	१५०.००

७६-श्रीमद्भगवद्गीतोक्त भगवत्प्राप्ति का उपाय तथा
श्रीगुर्वाष्टक, सेवापराध और नामापराध ५०.००
७७-श्रीमन्त्रभागवत ५०.००
७८-श्रीरासलीला ५०.००

बंगाक्षर में मुद्रित ग्रन्थ

१-श्रीबलभद्रसहस्रनाम स्तोत्रम् १०.००
२-दुर्लभसार १०.००
३-साधकोल्लास ५०.००
४-भक्तिचन्द्रिका ४०.००
५-श्रीराधारससुधानिधि (मूल) २०.००
६-श्रीराधारससुधानिधि (सानुवाद) ३०.००
७-श्रीभगवद्भक्तिसार समुच्चय ३०.००
८-भक्तिसर्वस्व ५०.००
९-मन:शिक्षा ३०.००
१०-पदावली ३०.००
११-साधनामृतचन्द्रिका ४०.००
१२-भक्तिसंगीतलहरी २०.००

अंग्रेजी भाषा में मुद्रित ग्रन्थ

१-पद्यावली (Padyavali) २००.००
२-गोसेवा (Goseva) ५०.००
३-पवित्र गो (The Pavitra Go) ८०.००
४-A Review of "Beef in ancient India" २००.००
५-Scriptural Prohibitions on Meat-Eating १००.००
६-Dinachandrika ५०.००
७-THE MEANS TO ATAIN BHAGAVAN AS PER SRIMAD-BHAGAVAD-GITA, SRI-GURVASTAK AND ADVERTENT AVOIDANCE OF SEVA-APARADHA AND NAMA-APARADHA ५०.००

अन्य भाषाओं में मुद्रित ग्रन्थ

१& Pavitra Go (Spanish)
२- Goseva Pavitra Go (Italian)
३-गोसेवा (गोमांसादि भक्षण विधिनिषेध विवेचन) (तमिल)
४-पवित्र गो (तमिल)

॥श्रीहरिः॥

শ্রী হরিদাস শাস্ত্রী